শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র কথিত

যুগবাণী

[১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে]

"মা ম্রিয়স্ব, মা জহি, শক্যতে চেৎ মৃত্যুমবলোপয়।"

শ্রীশ্রীঠাকুর।

সঙ্কলয়িতা

সহ-ঋত্বিক

শ্রীশরৎচন্দ্র হালদার এম. এ, বি. এল

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র কথিত

যুগবাণী

(১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে)

[৫ম সংস্করণ]

(সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত)

সম্পাদিত

ঋতি ঋত্বিক শ্রীশরৎচন্দ্র হালদার এম. এ. বি. এল

ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক, প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ,

বাগেরহাট, খুলনা

প্রকাশক :
শ্রীগুরুপ্রসাদ হালদার
"আনন্দ ভবন" পুরানদহ
পোঃ বি, দেওঘর, এস, পি
বিহার।

মুদ্রাকর :
শ্রীসুরেশ দত্ত
মডার্ন প্রিন্টার্স
১২, উল্টাডাঙ্গা মেইন রোড
কলিকাতা-৭০০ ০৬৭

ভূমিকা

সকল সৎসঙ্গী পাঠকবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে **যুগবাণী** পদ্য সংকলনে পদার্পণ করিতে চলিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্বসমস্যাসমাধানী বাণীগুলিকে আরো সহজে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য ইহাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন শাস্ত্র, কবি, বৈজ্ঞানিক ও মনীষীদের সমর্থনী বহু বাণী উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। পূর্বে অনেকেই যাজন কার্যে এই বই-এর বহুল ব্যবহার করিয়াছেন। আশা করি এই সংকলনে আরো অনেক নূতন কথা সন্নিবেশিত হওয়ায় কর্মীগণ আরো বেশী উপকৃত হইবেন—তাহা হইলেই আমার শ্রম সার্থক হইবে। ইতি—

যতি আশ্রম
ঠাকুর বাংলো
দেওঘর
৩০।৬।৮২ ইং
সন ১৩৮৯ সাল
১৫ই আষাঢ়।

শ্রীশরৎচন্দ্র হালদার

"যে সত্তায় সকল সত্তাই সত্তায়মান—তাহাই আত্মা।"

*　　　　*　　　　*

"কোন সংস্কারেই আবদ্ধ থেকো না। একমাত্র পরমপুরুষের সংস্কার ছাড়া আর যা কিছু সবই বন্ধন।"

*　　　　*　　　　*

"চিত্ত যেমন বৃত্তি সমাচ্ছন্ন, ব্যক্তিত্ব তেমনি গ্রহগ্রস্ত।"

*　　　　*　　　　*

"সৎ দীক্ষা কোন দীক্ষা বা গুরুকে ত্যাগ করে না বরং প্রতিপদক্ষেপে তারই পুরশ্চরণ—আপূরক।"

*　　　　*　　　　*

যখনই তোমার মনে দ্বন্দ্ব এসেছে—তুমি পারবে কি না—ঠিক জেনো তোমার চাওয়াটা চরম হয়নি—না পাওয়ার অনেক কিছু তোমার চাওয়ার অন্তরালে লুকিয়ে আছে—অনাবিল সঙ্কল্প পারগতাকে অনেকখানি অবাধ ক'রে তোলে।"

*　　　　*　　　　*

"পূর্ব্বতনীদিগের প্রতিভূ ও পূর্ব্বপূর্য্যমাণ বর্ত্তমান পুরুষোত্তম যিনি, তাঁকে অবজ্ঞা ক'রে স্বার্থ-সন্ধুক্ষ হ'য়ে ভেদবুদ্ধিসম্ভূত বিনীত অনুরাগে পূর্ব্বতনদিগকে গ্রহণ ক'রে যারা বিভিন্ন গোষ্ঠীর অবতারণা করতে লাগলো—তারাই তখন থেকে ঐক্য ও কৃষ্টির সমাধি রচনার সূত্রপাত নিয়ে এলো—আর ভাঙতে আরম্ভ হ'ল তখন থেকেই—সেই দেব-একানুবর্ত্তিতা, কৃষ্টি সম্বর্দ্ধনা, দৃঢ়সম্বন্ধী পারস্পরিক বন্ধন যা ছিল ভারতের সংহতি মুকুট—যার ফলে আমরা হ'য়ে উঠ্‌ল ভবিষ্যতের তমসার ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে স্বার্থান্ধ, পরস্পরদ্রোহী, ঐক্যহারা, পরশ্রীকাতর,—আজ যেমন।"

—শ্রীশ্রীঠাকুর।

উৎসর্গ পত্র

আমার পরমারাধ্যা

৺মাতৃদেবীর স্মরণে

এই গ্রন্থখানি উৎসর্গীকৃত হইল।

"সত্তা সচ্চিদানন্দময়
অসৎ নিরোধী স্বতঃই
সচ্চিদানন্দের পরিপোষক যা তাহাই ধর্ম্ম
ধর্ম্ম মূর্ত্ত হয় আদর্শে,
আদর্শে দীক্ষা আনে অনুরাগ,
অনুরাগ আনে বৃত্তিনিয়ন্ত্রণ,
বৃত্তিনিয়ন্ত্রণ আনে দ্যুতি,
দ্যুতি আনে সহানুভূতি,
সহানুভূতি আনে সংহতি,
সংহতি আনে শক্তি,
শক্তি আনে সম্বর্দ্ধনা,
আর ঐ দ্যুতি আনে প্রণিধান,
প্রণিধান হ'তেই আসে সমাধি,
আবার সমাধি হ'তেই আসে কৈবল্য—
তৃষ্ণার একান্ত নির্ব্বাণ—
মহাচেতন সমুত্থান।"

সূচীপত্র

আহ্বানী

তমসার পার অচ্ছেদ্যবর্ণ মহান্ পুরুষ ইষ্টপ্রতীকে আবির্ভূত ;
বর্দ্ধিষ্ণুচয়নে অনুপালনতেই ব্রতী হই ;
জাগ্রত হও, আগমন কর ;
আমরা যেন একেই অভিগমন করি,
একোদ্দেশ্যেই বাক্ কর্ম্ম বিনিয়োগ করি—
একনিরন্তরতায় সেই তাঁকেই যেন জানিতে পারি ;
শ্রদ্ধানুস্যূত আপূর্য্যমাণ ইষ্টৈকপ্রাণনায় একই মন্ত্রে
একই মননে সমষ্টি উদ্যোগে
বৈশিষ্ট্যপূরণী এক চেতনাভিসম্বেগে শিষ্ট হবিঃ ও শ্রেষ্ঠ হবনায়
সমান আকূতি ও সম্যক্ হৃদয়ে
জীবন বর্দ্ধনে শক্তিমান্ হই !

শান্তি ! শান্তি !! শান্তি !!!

পুরুষোত্তম প্রণাম

বন্দে লোকতিলকং সাত্বতধাত্রী-বিভূষণং
অমর মৃত্যুৎসারণং প্রবুদ্ধং লোকজীবনং
প্রণয়-প্রসন্ন-স্বাগদীপনং
বন্দে জীবন-জীবনং সৎপুরুষম্ ।

॥ ভোরের বিনতী ॥

(১)

রাধাস্বামী নাম যো গাওয়ে, সোই তরে ।
কলকলেশ সব্ নাশ্ সুখ পাওয়ে সব্ দুঃখ হরে ॥
এইসা নাম অপার কোই ভেদ ন জানই ।
যো জানে সো পার বহুড় ন জগ্মে জনমই ॥

তাঁহা সে বহ্নেশ অটল অটারী, অদ্ভুত রাধাস্বামী মহল সওঁয়ারী ।
সুরত দুই খাঁতকর্ মগনানী, পুরুষ অনামী জায় সমানী ॥

অবিনাশী রাধাস্বামী মহল দেখে তথায় প্রবেশ করে এবং সুরত অত্যন্ত মগ্ন হ'য়ে অনামী পুরুষে মিশে যায়।

॥ সন্ধ্যা বিনতী ॥

(১)

বার বার কঁরু বিনতী, রাধাস্বামী আগে ।
দয়া কর দাতা মেরে, চিত চরণন লাগে ॥
জনম্ জনম্ রহী ভুলমে নাঁহি পায়া ভেদা ।
কাল্ করমকে জালমে, রাঁহি ভোগত খেদা ॥
জগত জীব ভরমত ফিরে নিত চারোখানি ।
জ্ঞানী যোগী পিল্ রহে সব মন কি ঘানী ॥
ভাগ জগা মেরা আদিকা, মিলে সদ্গুরু আই ।
রাধাস্বামী ধামকা, মোহি ভেদ জনাই ॥
উঁচা সে উঁচা দেশ হ্যায় বহ্ অধর ঠিকানী ।
বিনা সন্ত পাওয়ে নাঁহি, স্রুত শব্দ নিশানী ॥
রাধাস্বামী নাম কি, মোহি মহিমা সুনাই ।
বিরহ অনুরাগ জগায়কে, ঘর পঁহুচু ভাই ॥
সাধ্ সঙ্গ কর সার রস মৈঁ নে পিয়া অঘাই ।
প্রেম লগা গুরু চরণনে, মন শান্ত ন আই ॥
তড়প উঠে বেকল্ হু, কাহসে পিয়া ঘর যাই ।
দরশন রস নিত নিত লহু, গহে মন থিরতাই ॥
সুরত চড়ে আকাশ মে, করে শব্দ বিলাসা ।
ধাম ধাম নিরখত চলে, পাওয়ে নিজ ঘর বাসা ॥

বঙ্গানুবাদ : রাধাস্বামীর সম্মুখে বার বার বিনতী করি। হে দাতা! আমাকে দয়া কর—যেন চরণে চিত্ত লেগে থাকে।

জন্ম জন্ম ভুলের মধ্যে থেকে ভেদ পাইনি—কাল এবং কর্মের জালে পড়ে দুঃখ ভোগ করছি। জগতের জীব সকল সদা চারিখানে (চারিভাবে: অণ্ডজ, স্বেদজ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ) ঘুরে বেড়ায়—জ্ঞানী ও যোগী সকলেই মনের ঘানিতে পেষে। আমার আদি ভাগ্য জাগরিত হয়েছে, সদ্গুরু পেয়েছি। রাধাস্বামী ধামের ভেদ আমাকে জানিয়েছেন—সে দেশ উঁচু হ'তে উঁচু এবং ইহা সর্বোচ্চ স্থান। সন্ত ব্যতীত অন্য কেহ সুরত শব্দের সন্ধান পায়নি। রাধাস্বামী নামের মহিমা আমাকে শুনিয়েছেন—বিরহ এবং অনুরাগ জাগিয়ে (তুলে) আমাকে ঘরে পৌঁছিয়েছেন।

এ আশা মেরে মন্ বসে, রহে চিত উদাসা।
বিনয় শুনো কিরপা করো, দিজে চরণ নিবাসা ॥
তুম্ বিন্ কোই সমরথ নহী, যা সে মাঁগু দানা।
প্রেমধারা বরখা করো, খোল অমৃত খানা ॥
দীন দয়াল দয়া করো, মেরে সমরথ স্বামী।
সুক্ষ কঁহু গাওত রহুঁ, নিত রাধাস্বামী ॥

সাধুসঙ্গ ক'রে আমি সার শব্দ আকণ্ঠ পান করেছি। গুরুর চরণে আমার প্রেম জেগেছে—মন শান্ত হয়নি। কি প্রকারে আমি গুরুরূপের সার পাব, নিত্য তাঁকে দর্শন করবো এবং মন স্থির হবে এই চিন্তায় মন ব্যস্ত ও ব্যাকুল। শ্রবণ যা কানে উঠে শব্দের বিলাস ভোগ করে। বাণের পর বাণ দেখতে দেখতে নিজ ঘরে বাসা পাই। এই আশা আমার মনে যেন চিত্ত উদাস থাকে। আমার বিনতী শোন, দয়া করে চরণে স্থান দাও। তুমি ভিন্ন সমর্থ পুরুষ আর কেহ নাই যাঁর নিকট থেকে দান ভিক্ষা করবো। প্রেমের ধারা বর্ষণ করো, অমৃতের খনি খুলে দাও। হে দীনদয়াল সর্ব্ব শক্তিমান প্রভু! দয়া করো—কৃতজ্ঞতার সাথে নিত্য "রাধাস্বামী" নাম গান করি।

॥ ভোরের ও সন্ধ্যা-বিনতী ॥

(২)

বার্ বার্ কর্ জোর কর সবিনয় কঁরু পুকার।
সাধ্ সঙ্গ মোহি দেও নিত, পরম গুরু দাতার ॥
কৃপা-সিন্ধু সমরথ পুরুষ, আদি অনাদি অপার।
রাধা-স্বামী পরম পিতু, মৈ তুম্ সদা অধার ॥
বার বার বল জাউঁ, তন্‌মন্ ওয়ারু' চরন পর্।
ক্যা মুখ্ লে মৈ গাউঁ, মেহর করি যস্ কৃপা কর্ ॥
ধন্য ধন্য গুরুদেব, দয়া-সিন্ধু পূরণ ধনী।
নিত্য করু' তুম্ সেব, অচলা ভক্তি মোহি দেও প্রভু ॥
দীন অধীন অনাথ, হাতগহ্য তুম্ আন কর্।
অব রখো নিত সাথ, দীন দয়াল কৃপা নিধি ॥
কাম ক্রোধ মদ লোভ, সব বিধি অবগুণ-হারমৈ।
প্রভু রখো মোরি লাজ, তুম্ দ্বারে অব মৈ পড়া ॥

বঙ্গানুবাদ : পুনঃ পুনঃ হাত জোড় ক'রে বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করছি। হে পরমগুরু দাতা! আমাকে নিত্য সাধুসঙ্গ দাও। হে সর্ব্বশক্তিমান কৃপাসিন্ধু পুরুষ! তুমিই আদি, অনাদি ও অপার। হে রাধাস্বামী পরমপিতা! তুমি সদাই আমার অবলম্বন। পুনঃ পুনঃ

রাধাস্বামী তুম্ সমরথ, তুম্ বিন্ আউর ন দুসরা ।
অব করো দয়া পরতচ্ছ, তুম্ দ্বারে এতি বিলম্ব কেঁউ ॥
দয়া কর মেহের সাঁইয়া, দেও প্রেম কি দাত্ ।
দুঃখ সুখ তুম্হু ব্যাপে নাহি, ছুটে সব উৎপাত ॥

বলিহারী যাই— তোমার চরণে দেহ মন অর্পণ করি। আমি কোন মুখ নিয়ে গান করবো, তুমি অনুগ্রহ করে যে প্রকারে আমাকে কৃপা করেছো। হে দয়ানিধি পূর্ণধনি গুরুদেব! তুমি ধন্য। প্রভু! আমি নিত্য তোমার সেবা করি— তুমি আমাকে সাচ্চা ভক্তি দাও। আমি দীন, অধীন, অনাথ; তুমি এসে আমার হাত ধরেছ। হে দীনদয়াল কৃপানিধি! তুমি আমাকে নিত্য সাথে সাথে রাখ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি সমস্ত রকম রোগে আমি রোগী। হে প্রভু আমার লজ্জা রক্ষা করো—আমি তোমার দ্বারে পড়ে আছি। হে সর্ব্বশক্তিমান গুরু রাধাস্বামী! তুমি বিনা আমার দ্বিতীয় কেহ নাই। এখন প্রত্যক্ষভাবে দয়া কর—তোমার দ্বারে এত বিলম্ব কেন? হে প্রভু! আমাকে দয়া কর ও প্রেমদান দাও। সুখ দুঃখ কিছুই যেন ব্যাপৃত না হয়— সমস্ত উৎপাত ছুটে যায়।

আর্য্যসন্ধ্যা (সমবেত প্রার্থনা)

আচমন মন্ত্র (হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া)

হে পরম কারুণিক! হে সর্ব্ব! হে সর্ব্বানুস্যূত নাদ্য প্রাক্ প্রথম শব্দ! সর্ব্ব স্বর্গ সর্ব্বহৃদয় প্রাণন পরিমল অদ্বিতীয় ঈশ্বর! জীব জগৎরূপে প্রতিভাত! রক্ত মাংসে সম্পূর্ণ উদ্ভাসিত তুমিই তোমার অজ্ঞাত সন্তান! এই আমিও তোমার তুমিরই উৎক্ষেপ, এই তাপাক্রান্ত হৃদয়ের যা-কিছু মলিনতা উৎসারিত অমৃত আশিসে জন্ম-মরণ-দুঃখ-দুরিত বিপাত যা-কিছু অপসারিত করিয়া তোমাতে উদ্ভাসিত করিয়া তোল! এই আমি আমার আত্মস্থ স্তম্ভ (কুলপুঞ্জ) পর্য্যন্ত তোমাকে স্মরণ করিয়া অমৃত আচমনে পবিত্র হইলাম! আমি পবিত্র! আমি পবিত্র!! আমি পবিত্র!!!

পুরুষোত্তম বন্দনা

বন্দে পুরুষোত্তমম্
স্বাং হ্রীষ্টং হৃদয়োৎসবং শ্রীবিগ্রহম্ (স্বাং + হি + ইষ্টম্)
বৈশিষ্ট্যাপূরকং সমস্তোৎসারকম্
একাচার্য্যণম্ !

সৃজনোৎসবং স্বামীশ্বরং প্রকটপরায়ণম্
নিখিল জগজ্জীবজীবনবীচিস্পন্দিতম্ (ঢেউ)
বাস্তবায়তস্বরূপকম্ পরমদৈবতম্
নরং নারায়ণম্ !

মৎস্য-কূর্ম্ম কোল নৃসিংহ বামন শরীরম্ (বরাহ)
রামকৃষ্ণ-বুদ্ধ-যীশু-মহম্মদ রূপায়িতম্
চৈতন্য-রামকৃষ্ণানুকূলং পূর্ব্বতনী পূরণম্
শাশ্বতং-বর্ত্তমানম্ !

ব্যক্তি-দম্পতি-গৃহ-সমাজ রাষ্ট্রোন্নয়নে
যজনযাজনেষ্টভৃতি স্বস্ত্যয়নী প্রবর্ত্তকম্
প্রাচ্যপ্রতীচ্যানিয়মনে বর্ণাশ্রমানুশাসকম্
আর্য্য চিরায়ণম্ ! (পথ)

আর্য্যকৃষ্টিতৃষ্ণাধ্যানিত পল্লীনিকেতনম্
আর্য্য ভূমি ধূলি পাবন চিদানন্দকম্ (পবিত্রতাকারক)
সকলশিল্পবিজ্ঞানভূতং পূর্ণং পুরাণম্ (প্রাচীন)
পরাৎপরকম্ ! (শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ)

ধর্ম্মগ্লানিগ্রস্তভুবনে বৃত্তিদর্পণে
সকল বাদব্যামোহহর সত্যস্থাপকম্ (বাদ অর্থাৎ ism রূপ
আপূরয়ন্তমিষ্টমেকম্ অদ্বিতীয়কম্ ব্যাধি বা অজ্ঞানহারী)
যুগাদর্শ মনুত্তমম্ ! (উৎকৃষ্টতম)

প্রেমোজ্জ্বলনয়নপুলকং মন্মথমন্মথম্ (মন্মথ অর্থাৎ কামের মনকে
মুগ্ধ করেন যিনি)

নবীনার্য্য তীর্থঙ্করং বিচিত্রলীলকম্ (শাস্ত্রকার)
বিশ্ব-মিলন-হবন নবীন বেদ দায়িনম্ (যজ্ঞ)
বিনায়ক তাণ্ডবম্ ! (বিশেষ চালক)

রণতাণ্ডবপ্রোদ্ধতে ক্লিষ্টে বিশ্লেষ্টে লোকে (বিচ্ছিন্ন পৃথিবীতে)
অত্যাশিত স্নেহচ্ছায়াপূরিত বিশ্বতলে (আপূরিত=পূর্ণ)
জীবনবৃক্ষ্যসিকলকং বিধ্যাম্নিধ্বংসকম্ (জীবনবৃক্ষরূপ অসি চালক)
কান্তিরূপমুদগ্রম্ (উদ্দীপ্ত)
নমামি বিপ্লাবিনং (বিশেষপ্রকারের প্লাবন
প্রিয়ং পরমম্ এনেছেন যিনি)
কমনীয় কল্যাণম্ (সুন্দর)
পুরুষোত্তমম্ ! পুরুষোত্তমম্ !! বন্দে পুরুষোত্তমম্ !!!

[২]

(দাঁড়াইয়া)

হে বিশেষ-বিপদ-পরম কার্মুকি বিসৃষ্ট জল ! আমাদের আন্তরীর প্রাণ তোমার উদ্দীপ্ত পোষণ জীবনীয় রস সিঞ্চনে জীবন ও বৃদ্ধিতে অনুস্যূত থাকিয়া উন্নত হইয়া উঠুক ! জলময় দেশস্থ, সমুদ্রস্থ, মরুদেশোদ্ভূত ও কূপাদির জল আমাদিগকে সর্বতোভাবে তৃপ্ত করিয়া মাঙ্গলিক আপ্যায়নে উদ্দাম করিয়া তুলুক ! কুসুম-নিবদ্ধ পূতি গন্ধ দুষ্টশরীরী আর্মাজ্জিত স্নানে যেমন মলমুক্ত, তুষ্ট ও পুষ্ট হয়, হে জল ! তুমি আমাদিগকে তেমনই ভাবে সর্বপাপ বিনির্মুক্ত করিয়া তোল ! ইচ্ছাবতী মাতার ন্যায় তোমার পরম কল্যাণময় কার্মুকি-নিঃসৃত নির্যাসের ভাগী করিয়া সর্ববিষয়ে সম্যকরূপে আমাদিগকে পুষ্ট করিয়া তোল ! তোমার যে রস যাহা কিছুতে স্বেচ্ছানুস্যূত থাকিয়া যেমন তৃপ্ত করিয়া তুলিতেছে, আমাদিগকেও তেমনই করিয়া আরোতর তৃপ্তিতে তৃপ্ত করিয়া তোল ।

[৩]

(দুইবাহু প্রকোষ্ঠবদ্ধ করিয়া ঊর্ধ্বদিকে দৃষ্টি রাখিয়া)

স্ব-অয়নসূত-দুর্বাভিধান তপস্যায় সত্য ও ঋত অভিজাত হইল—প্রত্যাবৃত্ত সাড়া সম্পাদনী সংঘাতাশিথিল রাত্রি নির্ধারিত হইল ! সেই রাত্রি হইতেই আসন্ন বারংবার ব্যোমবিভক্তী উত্তরণী গর্জমান উদ্দীপ্ত অর্ণব ! এবম্প্রকার সমুদ্র অর্ণব হইতে সম্বৎসর বোধপাত হইল—ইহাতেই অহোরাত্র বিধারিত হইল । সৃজন-প্রলয়ক্ষম বশী বিধি নিঃসরণে বিসৃষ্ট হইয়া অনিমেষ প্রকটিত হইলেন—সূর্য, চন্দ্র, আকাশ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ কল্পনাবিধানে আপূর্ব প্রকারেই সৃষ্ট হইল ।

[৪]

(বীরাসনে বসিয়া)

হে সূর্য ! হে আমাদের জীবনবৃদ্ধির উৎপাতা ! আবশ্যকীয় যজ্ঞ ! হে মহান্ আসন প্রতিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞকর্তাগণ ! আমাদের অনভিপ্রাত অসামঞ্জস্যকৃত অভিনিঃসৃত

পাপ হইতে রক্ষা করুন। আমরা আমাদের প্রবৃত্তি-স্বার্থ-সম্পাদন প্রলুব্ধ হইয়া অহো-রাত্রিতে আদর্শ-বিমুখ ইন্দ্রিয়বশবর্তিতায় মন, বাক্য, হস্ত, পদ, উদর ও শিশ্নদ্বারা যে সমস্ত জীবনক্ষয়কারী দুরিত কর্ম করিয়াছি, আলোক তাহা অবলুপ্ত করিয়া দিউক। এই আমি—আমাকে পরমঅমৃতযোনি সম্ভূত প্রদ্যোতি সূর্যজ্যোতিতে আহুতি দিলাম!

[৫]

(হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া)

ঐ রশ্মিসমষ্টি যিনি যাহা কিছু হইয়া জাত হইয়াছেন—তৎবোধাধিগমনে জগৎপ্রকাশ সূর্যকে ঊর্ধ্বে বহন করিতেছে। কেমন মহান্ দেবতা বায়ু বরুণ ও অগ্নির চক্ষুস্বরূপ, সর্বদেবতার দীপ্তি-সমষ্টি স্থাবর জঙ্গমের প্রাণন-বিধায়ক—দ্যৌ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষকে আপূরিত করিয়া কি বিচিত্র চিত্রে কারুণিক প্রস্রবণে উদ্ভাসিত হইল! হে অমিততেজো দেবতা! আমি তোমার সম্মুখে আসীন হইতেছি, তোমার সেই অমৃতোৎসৃষ্ট পরম দীপ্তিতে আমার অন্তর-বাহিরের সব অন্ধকার ঘুচাইয়া আমাকে উদ্ভাসিত করিয়া তোল!

[৬]

(দাঁড়াইয়া দুই হাত কনুই পর্যন্ত তুলিয়া)

ঐ দেবহিতরতী পরম পবিত্র বিশ্বপ্রকাশী চক্ষু প্রাক্‌ভাগে ক্রমোর্দ্ধ গতিতে উদিত হইতেছে! হে সূর্য! তোমারই উদ্ভাসিত পবিত্র প্রসাদে আমরা যেন শতবর্ষব্যাপী দৃষ্টিক্ষম হই, শতাব্দাবধি জীবনব্যাপী হই, শতবর্ষ ধরিয়া শ্রুতিমান হই! আমাদের বাক্ যেন শতবর্ষ ধরিয়া অস্খলিত থাকে—দৈন্যবিহীন হইয়া শতাব্দীবর্ষ বাঁচিয়া থাকি! আরো হে দেব! হে জগৎ-দ্যুতি! শতবর্ষের পরেও বহু বহুতর বর্ষ ধরিয়া আমরা এই সকলের সম্যক্‌ভাবে অধিকারী থাকিতে পারি।

[৭]

(দাঁড়াইয়া) যিনি—সব যাহা কিছুতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দেদীপ্যমান, সেই ব্রহ্মকে নমস্কার করি! আর সেই ব্রাহ্মণ যিনি তাঁহাকে জানিয়াছেন তাঁহাকে আমার অশেষ নমস্কার! (হাঁটু গাড়িয়া) যে আচরণে তাঁহাকে জানা যায় সেই আচারকে যিনি আচরণ দ্বারা জানাইয়া থাকেন, সেই আচার্যকে প্রণিপাত করিতেছি। যাঁহারা দ্রষ্টা-পুরুষ সেই ঋষিদিগকে নমস্কার করি! যিনি মানুষের জীবন ও বৃদ্ধিকে সেবা ও সাহচর্যে উদ্দীপ্ত করিয়া প্রত্যেক হৃদয়ে দীপ্তমান—সেই দেবতাকে নমস্কার করিতেছি!

(বীরাসনে) যাহা জানা গিয়াছে এবম্প্রকার জ্ঞানকে আমি আমার সর্বশরীর ও ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রণিপাত করিতেছি। আমি পরমকারুণিক প্রসূত সর্বপ্রাণপোষণপ্রদ বায়ুকে প্রণাম করি। (সুখাসনে) মৃত্যু—যিনি জীবের জীবন ও বৃদ্ধির অপলাপ করিয়া স্থায়িত্বকে নিঃশেষ করিয়া দেন—আমি তাঁহাকেও নমস্কার করিতেছি, যেন তাঁহা হইতেও

অমৃত বহন করিতে পারি। যিনি সর্ব্ব ও প্রত্যেকের ভিতর বিশেষভাবে পরিব্যাপ্ত সেই বিষ্ণুকে আমি অশেষ প্রণিপাতে প্রণাম করিতেছি। (ভূমিষ্ঠ হইয়া দুই বাহু ভূমিতে প্রসারিত করিয়া) আর—যাহা কিছু সবের প্রতীক আদর্শ সর্ব্বদেবময় আমারই উদ্গাতা আমার সদ্গুরুকে প্রলীন প্রণিপাতে বারবার প্রণাম করি।

[৮]

(বীরাসনের মত বসিয়া বামে পা লইয়া কোলের উপর করজোড়ে)

যাহা কিছু জাত হইয়াছে তৎসমুদায়ের জ্ঞানের কারণ যিনি তাঁহার নিমিত্ত তদৈশ্বর্য্যে স্নাত হইতেছি। তিনি আমাদের অরাতিবুদ্ধিকে দহন করুন। সেই অগ্নি সর্ব্বপ্রকার দুরিত ও দুর্গতি হইতে—নৌকা যেমন সিন্ধু পার করে—তেমনই করিয়া আমাদিগকে উত্তীর্ণ করুন।

[৯]

(বীরাসনের মত বসিয়া বামে পা লইয়া বাহুদ্বয় প্রকোষ্ঠবদ্ধ করিয়া)

ঊর্দ্ধগতিশীল, অগ্নি ও প্রগতিপর দেদীপ্যান্বিত বৃদ্ধিপরম কৃষ্ণপিঙ্গল বিরূপাক্ষ, বিশ্বপ্রতীক হে পুরুষ! আমি তোমাকে নমস্কার করি।

সদ্গুরু বন্দনা

১। গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

২। অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

৩। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

৪। স্থাবরং জঙ্গমং ব্যাপ্তং যেন কৃৎস্নং চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

৫। চিদ্রূপেণ পরিব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

৬। ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

৭। মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ।
মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

৮। গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদৈবতম্।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

১। ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্ ।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যম্ ॥
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধীসাক্ষীভূতম্ ।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং ত্বাং নমামি ॥

পঞ্চবর্হিঃ

১। একমেবাদ্বিতীয়ং শরণম্ ।
২। পূর্ব্বেষামাপূরয়িতারঃ প্রবুদ্ধা ঋষয়ঃ শরণম্ ।
৩। তদ্বর্ত্মানুবর্ত্তিনঃ পিতরঃ শরণম্ ।
৪। সত্তানুগুণা বর্ণাশ্রমাঃ শরণম্ ।
৫। পূর্ব্বাপূরকো বর্ত্তমানঃ পুরুষোত্তমঃ শরণম্ ।
এতদেবার্য্যায়ণম্,
এষ এব সদ্ধর্ম্মঃ,
এতদেব শাশ্বতং শরণম্ ॥

সপ্তার্চ্চিঃ

১। নোপাসনাদ্ ব্রহ্মণো ব্রহ্মৈকমেবাদ্বিতীয়ম্ ।
২। তথাগতাস্তস্য প্রতীকাঃ অভেদাঃ ।
৩। তথাগতানামেবহি বর্ত্তমানঃ পুরুষোত্তমঃ
পূর্ব্বেষামাপূরয়িতা বিশিষ্ট-বিশেষ বিগ্রহঃ ।
৪। তদনুসরণশাসনং হ্যনুবর্ত্তনমেতৎ ।
৫। শিক্ষাদীক্ষাবিবাহকৃষিপরলোকসেবাঃ ত্রুটিমাঃ নাপোহ্যাঃ ।
৬। সদাচারা বর্ণাশ্রমানুগাজীবনবর্দ্ধনা নিত্যং পালনীয়াঃ ।
৭। বিহিতসবর্ণানুলোমাচারাঃ সদ্বংশোৎকর্ষহেতবঃ ।
অজ্ঞানপরিধ্বংসিনস্তু প্রতিলোমাচারাঃ ।

তারকব্রহ্মনাম

(ক) সত্যযুগ :—
নারায়ণ পরাবেদা নারায়ণ পরাক্ষরা ।
নারায়ণ পরামুক্তি নারায়ণ পরাগতিঃ ॥

(খ) ত্রেতাযুগ :—
রামনারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন ।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন ॥

(গ) দ্বাপরযুগ ঃ—

হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপালগোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥

(ঘ) কলিযুগ ঃ—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্‌।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

জীবন বৃদ্ধির আহ্বান ধ্বনি

১। বন্দে পুরুষোত্তমম্‌।

২। আর্য্যস্থান — পিতৃস্থান
উচ্চ সবার — পূর্ব্বমান।

৩। অমর হউক — আর্য্যবংশ
জাগুক উঠুক — আর্য্যজাত।

৪। এক আদেশে — চলে যারা
তাদের নিয়েই — সমাজ গড়া।

৫। আর্য্য কৃষ্টির — যা আঘাত
বর্শা দিয়ে — কর নিপাত।

৬। আদর্শ নাই — লোকমত
কাল্‌ কবলের — পেছল পথ।

"Democracy flourishes only when there is want of heroes to rule." Carlyle

৭। ইষ্ট নাই — নেতা যেই
যমের দালাল — কিন্তু সেই।

৮। গর্ব্বী স্বার্থী — হবে যে
নকল নেতা — জানিস সে।

৯। ইষ্টহারা — যেই সমাজ
পড়ে দরিয়ায় — মাথায় বাজ।

১০। যোগ্যতা নাই দাবী করে
বেঘোর পথে তারাই মরে।

১১। শ্রদ্ধাতপে যোগ্য যারা
দাবীর পূরণ পাবেই তারা।

১২। বাঁচাবাড়ার উল্টো চলে
স্লেচ্ছ জানিস তাদের বলে।

১৩। সবার পূরণ করেন যিনি
তাঁরই মুখে বিধির বাণী।

১৪। শঙ্খ চক্রী আজও নারায়ণ
ধর্ম্ম-স্থাপনে জনম লন।

১৫। শিষ্ট নয় মন্ত্র দেয়
মরে মারে করেই ক্ষয়।

১৬। ইষ্ট বিহীন যার চলন
টুকরোমিতে তার মরণ।

১৭। ইষ্টের চেয়ে থাক্‌লে আপন
ছিন্ন ভিন্ন তার জীবন।

"No man having put his hand to the plow and looking back is fit for the Kingdom of Heaven." St. Luke.

১৮। বিশ্বাস ঘাতক কৃতঘ্নকে
বেঁটিয়ে তাড়াও এক ধমকে।

১৯। অন্যে বাঁচায় নিজে থাকে
ধর্ম্ম বলে জানিস্ তাকে।

২০। ধর্ম্মে সবাই বাঁচে বাড়ে
সম্প্রদায়টা ধর্ম্ম নারে।

২১। ধর্ম্মে জীবন দীপ্ত রয়
ধর্ম্ম জানিস একই হয়।

২২। পূর্ব্বতনে মানেনা যারা
জানিস্ নিছক স্লেচ্ছ তারা।

২৩। প্রেরিতকে যে প্রভেদ করে
অন্ধ তমোয় সাবাড় করে।

২৪। না ধরে প্রেরিতে বর্ত্তমান
অন্ধ তমোয় হয় প্রয়াণ।

"বাদশাহী মোহর আর কোম্পানীর আমলে চলেনা। একণে কোম্পানীর মোহরই চলে।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

২৫। জাতে বর্ণে আঘাত করে
বাতুল চালে সে দেশ মরে।

২৬। বর্ণ ভাঙ্গলে সর্বনাশ
ধ্বংসে রাষ্ট্র জাতি দাস।

২৭। উচ্চে অবজ্ঞা দেখালে সেথায়
হীন বংশে জানিস সেথায়।

২৮। উচ্চে যারা সহজাত
তারাই শ্রেষ্ঠ বংশজাত।

২৯। যজন, যাজন ইষ্টভৃতি
করলে কাটে মহাভীতি।

৩০। যজন, যাজন ইষ্টভৃতি
পাতক তারণ বহুনীতি।

৩১। স্বস্ত্যয়নী পালেনা
উন্নতিতে চলেনা।

৩২। স্বস্ত্যয়নী মুক্তি আনে
রাষ্ট্র সহ প্রতিজনে।

৩৩। ইষ্টহারা যার খোলা
জাতে মরে তার পোলা।

৩৪। কর্ম নাই চিন্তা সৎ
পাথর পেছল নরক পথ।

"Hell is proverbially paved with good intentions". William James.

৩৫। না করেই যে পেতে চায়
দুঃখ তার পিছে ধায়।

৩৬। সেবাবুদ্ধিই শিল্প গড়ে
শিল্পেই সব হ'তে পারে।

৩৭। শিল্পী যথা শিল্প গড়ে
জন্মেই দেশে লক্ষ্মী বাড়ে।

৩৮। দারিদ্র্যব্যাধি ধরলে যত
করায় দক্ষ নিকেশ তত।

৫৫। প্রতি লোমে — কুপোকাৎ
বিশ্বাস ঘাতক — বংশ পাত।

৫৬। স্বামীর প্রতি — টান যেমনি
ছেলেও জীবন — পায় তেমনি।

৫৭। বৌ সর্বস্ব — হানি যেই
শয়তানেতে — ধরুন সেই।

৫৮। যে মেয়েরা — চাকরী করে
জন্ম, জাতি — তারাই মারে।

৫৯। সদাচারে — হত নয়
পড়ে পড়ে — জোর হয়।

৬০। সদাচারে — বাঁচে বাড়ে
লক্ষ্মী বাঁধা — তার ঘরে।

৬১। আমিত্বে বিধান — উৎকোচিত
অবস্থা হয় — অর্জ্জিত।

৬২। অস্তে জানিস — মন যথা
অন্য মাফিক — প্রবৃত্তি হয়।

ভাববাণী

১। যারা যারা প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস করে, প্রাণে প্রাণে ডুবে থাকে তাদের সংসার অচল হয় না। ভগবান মাথায় ক'রে তাদের খাদ্য সামগ্রী এনে থাকে। তাদের পুত্র পৌত্রাদি পর্য্যন্ত সুখে থাকে। পুণ্য পুঁথি—১০৭

২। যে স্ত্রী স্বামীকে ভগবানের দিকে যেতে দেয়না সে জানবি অসতী, তার সংসর্গে স্বামী সমেত মারা যায়। সৎ দিকে যে যেতে না দেয় সেই অসতী।

ঐ—১০৭

৩। নামকেই জানবি ভগবান বলে। ভক্তের হৃদয়ে ভগবান বাস করে। দ্যাখ, যে মুখে বলে হরি হরি, অথচ ভক্তের অপমান কানে শোনে, চোখে দেখে, তাহাকে তিন লাথি মেরে তাড়িয়ে দিবি। লাথি দিবি তার স্বভাবকে। বুকে বুক দিয়ে তার আপদ বালাই দূর ক'রে দিবি। কোন কথা তাদের প্রশ্রয় দিবিনা, তা'হলে তোদেরও পাপ হবে। ঐ—১০৭

৪। ঘুমটা খুব কম করার দরকার। চার ঘণ্টা ঘুমই যথেষ্ট। বিদ্যুৎ বেগে কাজ করবি, আলসে হ'য়ে ব'সে থাকিস না। ঐ—১০৮

৫। চব্বিশ ঘণ্টার মত হিসাবে চলতে হয়—চব্বিশ ঘণ্টা। উজান নৌকায় কতক্ষণ চলতে হয়, ও ভাটেন নৌকায় কতক্ষণ চলতে হয়, যাতে উজানের দিকে বেশী সময় থাকে তাই করতে হয়। উজানটাই ভগবান, ভাটেনটাই সংসার।

ঐ—১০৮-৯

৬। মন সরল, মধুর বচন, আর গুরুভক্ত প্রেম—তিনটিই মুক্তির প্রধান উপায়।

ঐ—১৩২

৭। ভাগবতের যাত্রা—তেসরা তিল হ'তে সোহহং। গীতা তেস্‌রা তিল হ'তে মূলাধার। তেস্‌রার পরপারের কথা-টথা নাই। কেবল প্রেমে পর্য্যবসিত হ'চ্ছে।

ঐ—১৮৭

৮। যেমন সাতটা হবে, অমনি ধ্যান করবি......বিশ্বাস না করিস, simply do it. ঐ—১৯৯

৯। নিন্দা করিস না। যার নিন্দা করবি তার সমস্ত দোষ তোর ভিতর আসবে। যদি করবি, সাক্ষাতে করবি। বলবি, "ভাই, আমরা শুনেছি তোর এই দোষ, শুধরে নে"। ঐ—১৯৯

১০। নারে, না না ; গুরু একজন সেই অনামী পুরুষ। আর বিরাট্‌—প্রেম যার ভিতর জেগে উঠেছে সেই সদ্‌গুরু। আমরা সাকার কিনা, তাই সদ্‌গুরু আমাদের উপাস্য। ঐ—২১৬

১১। মিরেকল্ দেখান, কি সত্যের বিরুদ্ধে কদাচ তা' সদ্‌গুরুর ভিতর দিয়ে বেরুতে পারে না, আর বেরুলে তিনি সদ্‌গুরু নন। ঐ—২১৭

১২। এনার্জি ক্রিয়েট কর, নাম কর, আপনিই পরমায়ু বাড়বে। ঐ—২৫৯

১৩। অনবরত নাম করবি, আর চলতে ফিরতে সব সময় নামামৃতে দৃষ্টি রাখবি। প্রাণ, যে আপন গুরুকে ঐ জায়গায় জাগিয়ে নিতে পারে তার সব হবে। নামের সঙ্গে সঙ্গেই আয়ু বল সব বেড়ে পড়ে। ঐ—১০০

১৪। গুরুর কাছেও প্রার্থনা করতে হয়—"আমার বিশ্বাসটা নিশ্চয় করে দাও"। বিশ্বাস ভেঙ্গে গেলেই সব মাটি। ঐ

১৫। এই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি যদি না হয় তার জপেও কিছু হয় না, ধ্যানেও কিছু হয় না, নিয়ত দেবতা আরাধনায়ও কিছু হয় না। ঐ আকাঙ্ক্ষা নদী—থাকলে সব ডুবে যায়, সব পুড়ে যায়। ঐ—৯১

১৬। চিন্তা বিশ্বব্যাপী করে ফেল্‌। মায়া বিশ্বব্যাপী করে ফেল্‌। সংসারী সন্ন্যাসীর মতো সন্ন্যাসীই নাই। ঐ

১৭। Spit on and spurn the sin, not the man—the sinner. ঐ—২০

১৮। Name and Love can own every one! Love and Name can conquer the universe. ঐ—১৪

সঙ্ঘবাণী—শ্রীশ্রীঠাকুর কথিত

ইষ্টস্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাই সাংসারিক সর্ব্ব উন্নতির মূল :—

"যাদের উদ্দেশ্য পারিবারিক চাহিদাগুলির সমাবেশ ও সমাধান করিয়া ইষ্টার্থকরণে প্রবৃত্ত হইতে চায়—তাদের পারিবারিক চাহিদাগুলির সমাধানতো হয়ই না, ইষ্টার্থকরণও সর্ব্বহারা হইয়া ইষ্টোদ্দেশ্যতেলাভের প্রায়োপবেশনে নিঃশেষ প্রাপ্ত হয়; আবার যারা অটুট আগ্রহে ইষ্টপ্রাণ হইয়া তৎকরণোদ্দীপনায় আর যা কিছু সবকে উপেক্ষা করিয়া ইষ্টস্বার্থ-তৎপর হয়, তাদের সব চাহিদা ক্রমশঃই পরিপূর্ণতা লাভ করতঃ ধীরে ধীরে নিরস্তই হইয়া উঠে।"

ভাগবতেও এই কথার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় :—

"দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং, ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্‌।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং, গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্‌॥" ভাগ—১১ স্কন্ধ

অর্থাৎ যিনি সর্ব্বদা মুকুন্দের শরণাগত—তিনি দেব, ঋষি ও পিতৃগণ হইতে মুক্ত। তিনি কাহারও ভৃত্য নহেন।

"কর্ম্ম ত্যজি কৃষ্ণভজে শাস্ত্র আজ্ঞা মানি।
দেব ঋষি পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী॥" চৈঃ চঃ

বাইবেলেও আছে :—He who loves his father or mother more than me is not worthy of me—son or daughter more than me is not worthy of me. He who has found his life shall lose it and he who loses his life for my sake shall find it." St. Matthew Chap X vs. 37-40

বিশ্বাসের স্বধর্ম্ম ও স্বরূপ :—

৬। বিশ্বাস যুক্তি তর্কের পার—যদি বিশ্বাস কর সব যুক্তি তর্ক তোমার সমর্থন করবেই করবে। বিশ্বাসই বিস্তার ও চৈতন্য এনে দিতে পারে—আর অবিশ্বাস জড়ত্ব, অবসাদ, সঙ্কীর্ণতা এনে দেয়।

(ক) "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া"—কঠোপনিষদ।
—শুষ্ক তর্ক দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারিণী মতিকে নষ্ট করিও না।

(খ) "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ"—ব্রহ্মসূত্র।
—তর্কের দ্বারা প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা যায় না।

(গ) "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য"—ঈশোপনিষদ।

(ঘ) "তোমার নাহিক দোষ, শাস্ত্রে এই কহে।
পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান কভু নহে॥" চৈঃ চঃ॥

(ঙ) "All the scholastic scaffolding falls, as a ruined edifice, before one single word—Faith." —Napoleon.

ইষ্টনিন্দার অপ্রতিবাদী দুর্ব্বলবিশ্বাসীর চরিত্র :—

৭। "যখনই কেহ তোমার কাছে তোমার আদর্শ, ধর্ম্ম বা গুরু প্রমুখ কোন কিছুর নিন্দা বা অপবাদ করিবার সুযোগ বা অবসর পাইয়াছে বা অপবাদ করিতেছে—ঠিক বুঝিও এই নিন্দা, অপবাদ অপযশের উপকরণ যাহাতে সেগুলি পোষণ পেতে পারে—তা' তোমার অন্তর, তোমার হাবভাব ইত্যাদিতেই প্রকৃষ্ট ভাবে লুক্কায়িত আছে।"

ভগবান্ যীশুও বলেছেন :—"He who is not with me is against me and he who does not gather with me scatters."

—St. Mark, Chap. XI, Vs 23.

"Submit yourself to God, resist the devil and he will fly from you." —St. James, Chap. IV, Vs 7.

সৎদীক্ষায় কালাকাল বিচার নাই :—

৮। (ক) "যে কোন সম্প্রদায়, যে কোন মত বা গুরু ও কুল গুরু উপদিষ্ট মন্ত্র ইত্যাদিতে কেহ নিবিষ্ট থাকুক বা না থাকুক, তাহা ত্যাগ করিয়াই হউক বা না করিয়াই হউক, সৎগুরু প্রত্যেকেরই দীক্ষিত হইয়া যজনায় নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করা উচিৎ।"

(খ) "সৎগুরু পেলেই কাল ও অবস্থা বিবেচনা না ক'রে তৎক্ষণাৎ যে দীক্ষাগ্রহণ না করে, কাল তার পাতকী অন্তরে বিদ্রোহী সর্ব্বনাশে তাকে উৎসৃষ্ট কিছুতেই ছাড়বে না।"

শাস্ত্রেও আছে :—

(ক) "যদি ভাগ্যবশেনৈব সিদ্ধবিদ্যাং লভেৎ প্রিয়ে।
তদৈব তাস্তু দীক্ষেত ত্যক্ত্বা গুর্ব্বাদিচালনম্ ॥"—সিদ্ধযামল।

(খ) "সিদ্ধমন্ত্র গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণে বিহিত তিথি ও নক্ষত্রাদির শুদ্ধি আবশ্যক হয় না।"—তন্ত্রসার।

(গ) "স্বেচ্ছা প্রাপ্তে তু সদ্গুরৌ"—হরিভক্তিবিলাস।

(ঘ) "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ।"

(ঙ) "ন তিথি ন ব্রতং পূজা ন সন্ধ্যা ন জপক্রিয়া।
দীক্ষায়াং কারণং স্বেচ্ছা প্রাপ্তে চ সদ্গুরৌ ॥" —যামলবচন।

সদ্গুরু প্রাপ্ত হইলে তাঁহার জ্ঞান ও ইচ্ছাই জানে, শুভতিথির, সংযমাদি, ব্রত, পূজা ও সন্ধ্যার অপেক্ষা করিবে না।

(চ) "কাল করে সো আজ কর, আজ করে সো অব্
পলমে পরলে হোয়েগে, বহুরি করেগা কব্ ॥" —কবীর।

—কাল যা করিবে আজ করে ফেল
আজ যা করিবে কর তা এখন
পলকে প্রলয় হয়ে যেতে পারে
সৎকাজ তবে করিবে কখন?

বাধ্যবাধকতার খাতিরে ইষ্টকর্ম্মকরণে :—

৯। "প্রেষ্ঠের প্রেম ছাড়িয়া যেখানে শুধু মাত্র বাধ্যবাধকতার খাতিরে বা কর্ত্তব্য হিসাবে তোমাকে নিয়োজিত ক'রে তুলবে—নিশ্চয় জানিও সেখানেই তোমাকে ক্লান্তি আচ্ছন্ন ক'রে অবসাদ অবশতার আপশোষে স্থবির ক'রে তুলবেই।"

জাতিস্মরতা লাভের উপায় :—

১০। "অটুট ইষ্টপ্রাণতার সহিত জ্ঞান বা জানার দিকে ঝোঁক রাখিয়া—অর্থাৎ জ্ঞানাভ্যাস ও সেবাভ্যাস তৎপর হইয়া তপস্যা বা অভীষ্টলাভে প্রচেষ্টাপরায়ণ হওতঃ মানসিক এবং শারীরিক শুদ্ধতার সহিত প্রায় পারিপার্শ্বিকের উপকার প্রচেষ্টাপ্রবণ থাকিয়া অন্তরের দ্রোহভাবকে—অর্থাৎ অপকার করার ভাবকে তিরোহিত ক'রে দাও—আর তোমার বিগত দৈনন্দিন কার্য্যগুলিকে অর্থাৎ এ যাবৎ যাহা কিছু করিয়া আসিয়াছ—পরপর দৈনিক হিসাবে প্রাত্যহিক পশ্চাদপসরণী চিন্তাধারাই হউক বা যথাসম্ভব সেই কর্ম্ম বা সংস্কারগুলিকে স্মরণে আনিয়া বা সাক্ষাৎকার করিয়া স্মৃতিকে উজ্জ্বল রাখিতে চেষ্টা কর। ভগবান্ মনু এবং মহর্ষি পতঞ্জলির নির্দ্দেশানুপাতিক এই হ'চ্ছে জাতিস্মরতা লাভ করিবার স্বাভাবিক উপায়।"

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর "চলার সাথী"তেও বলেছেন :—

"আর অবিনশ্বর যদি কিছু থাকে তা' হ'চ্ছে স্মৃতিবাহী চেতনা—যা জীবন ও মরণকে ভেদ করিয়া পরবর্ত্তীতে পৌঁছাইয়া দেয়।"

মহর্ষি পতঞ্জলিও জাতিস্মরতা সম্বন্ধে বলেছেন :—

"সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্ ।"

ভগবান্ মনুও এ সম্বন্ধে বলেছেন :—

"বেদাভ্যাসেন সততং শৌচেন তপসৈব চ ।
অদ্রোহেণ চ ভূতানাং জাতিং স্মরতি পৌর্বিকীম্ ॥"

—মনু ৪।১৪৮

পাশ্চাত্য মনীষী Charles Lancelin ও জাতিস্মরতা লাভের উপায় স্বরূপ এই "regression of memory" কে নির্দেশ করিয়াছেন।

প্রকৃত ভালবাসার কষ্টিপাথর :—

১১। "যেখানে বা যাঁহাকে দিবার প্রবৃত্তি আগ্রহ মুখর হ'য়ে ওঠেনি বা যাঁহাকে পুষ্ট ও তুষ্ট করা তোমার জীবনে অভ্যাস হ'য়ে ওঠেনি—ঠিক বুঝিও সেখানে বা তাঁহার সহিত সম্বন্ধ প্রকৃতই হ'য়ে দাঁড়ায়নি।"

ইষ্টভৃতি :—

(ক) "জপধ্যান যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি ছাড়া।
সবই কিন্তু ব্যর্থ জানিস্ বন্ধ্যা শাস্ত্রধারা ॥"

(খ) "যতই আসুক আপদ বিপদ, যেমনই হউক প্রাণ।
ইষ্টভৃতি আনতে পারে সবার পরিত্রাণ ॥"

(গ) "ইষ্টভৃতির ধাক্কা যাহার মগজ থাকে জুড়ে।
সব প্রবৃত্তি ইষ্টার্থে তার বিনিয়ে ওঠে ফুঁড়ে ॥"

(ঘ) "বিপদ আপদ বেড়াজালে, শান্তিই যদি পেতে চাস্।
শ্রদ্ধাভরে ইষ্টভৃতি নিত্য পালিস্ কাটবে পাশ ॥"

(ঙ) "লাখ খাবায় মনটি যায়, ইষ্টখাতাই রইল না।
তবুও চাস্ বিধির দয়া মতিভ্রম বুঝলি না ॥"

(চ) "আপন খেলায় সব চলে তোর ফেলে দিয়ে ঝাঁটিকুটি।
উন্নতি তাই পথ হারাল, পাওয়ার পথ তাই দিল লুটি ॥"

(ছ) "ভিক্ষা করেও ইষ্টভৃতি করলে আর্য ছেলে।
অযুত তীর্থ পর্যটনের ফল তাহাতে মেলে ॥"

(জ) "ইষ্টভৃতির দায়ই যদি মাথায় মজুত রইল না।
লক্ষ টাকা করলেও দান, ধর্ম তোরে বইল না ॥"

(ঝ) "ইষ্টে চেতন যাজনটা, যত্নে চেতন মন।
ইষ্টভৃতে দীক্ষা চেতন, সেবায় চেতন ধন ॥"

(ঞ) "ইষ্টভরণ, পিতৃপোষণ পারিপার্শ্বিকের উন্নয়ন।
এ'না ক'রে যাই ভাবিস্ না, অধঃপাতেই তোর চলন ॥"

"মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্যদেবো ভব, অতিথিদেবো ভব।" তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ১।১১।২।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণও গীতায় বলেছেন :—

"ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ॥
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥" (৩ + অধ্য)

তৈঃ দত্তান এভ্যঃ অপ্রদায়—তাঁহাদিগের প্রদত্ত ভোগ্যবস্তুসকল তাঁহাদিগকে প্রদান না করিয়া।
যজ্ঞভাবিতা—যজ্ঞদ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়া।
বো দাস্যন্তে—তোমাদিগকে দিবেন।
স্তেন—চোর।
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তঃ—যজ্ঞাবশেষ ভোজী সজ্জনগণ।
পাপাঃ—পাপিষ্ঠগণ।
মনুও বলেন :—

"বিঘসাশী ভবেন্নিত্যং নিত্যং বামৃতভোজনঃ।
বিঘসো ভুক্তশেষন্তু যজ্ঞশেষং তথামৃতম্॥" ৩/২৮৫।

বিঘস—অতিথি, কুটুম্ব প্রভৃতি ভোজন করাইবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে।
অমৃত—যজ্ঞ হইবার পর অর্থাৎ দেবতা ভোজন করাইবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে।
ঋগ্বেদেও আছে :—"কেবলাঘো ভবতি **কেবলাদী**" ঋক্ ১০।১১৭।৬
[যে কেবল নিজেই খায়]

"**পঞ্চসূনা** গৃহস্থস্য পঞ্চযজ্ঞাৎ প্রণশ্যতি"।
পঞ্চসূনা—পঞ্চজীবহিংসাস্থান (উদূখল, যাঁতা, চুল্লী, জলকুম্ভ ও ঝাঁটা)।
পঞ্চযজ্ঞ—ঋষিযজ্ঞ (ব্রহ্মযজ্ঞ), পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ।

"নার্পিতমন্নং হরয়ে কদাচিদপি ভক্ষয়েৎ"।

—হরিকে অর্থাৎ ইষ্টকে আগে সমর্পণ না করিয়া কোন অন্নই ভক্ষণ করিবে না।
হরিভক্তি বিলাসেও আছে :—

"যৎ কিঞ্চিদন্নপানাদি প্রিয়ং দ্রব্যং মনোহরম্।
সমর্প্য গুরবে পশ্চাৎ স্বয়ং ভুঞ্জীত প্রত্যহম্॥"

"ভৈক্ষং চর"—এই বৈদিক উক্তিতেও ইষ্টভৃতির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভিক্ষায় দিয়া আগে গুরুভজন করিয়া পরে তাঁহারই প্রসাদ ভক্ষণ করিতে হইবে।

ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবও বল্‌তেন—"আর দেখ যখন আস্‌বে তখন হাতে ক'রে একটু কিছু আন্‌বে। নিজে বল্‌তে নাই—অভিমান হয়। অধর সেনকেও বলি—এক পয়সার কিছু নিয়ে এসো। ভবনাথকে বলি—এক পয়সার পান আনিস্।"

তাই আর্য্য সন্তানেরা দিনের প্রথম ভাগে অগ্রে ইষ্টকে বাস্তবভাবে অন্নপানাদি নিবেদন না করিয়া নিজে কিছুই গ্রহণ করিতেন না—এবং ইহারই ফলে তাঁহাদের সমস্ত বৃত্তিগুলি ইষ্টে সুনিবদ্ধ হইয়া সার্থকতা লাভ করিত—এবং এইভাবে তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার গ্রহ বিপর্য্যয় হইতে মুক্ত হইতেন।

"সংসারের মাঝখানে থেকে অন্তত একটা মঙ্গলের যজ্ঞ আরম্ভ করে দাও। সেই মঙ্গলযজ্ঞের জন্য তোমার ভাণ্ডারের একটা অতি ছোটো দরজাও যদি খুলে যায় তা হ'লে দেখবে, আজ যে অনভ্যাসের বাধে একটু টান দিতে গেলেই আর্তনাদ করে উঠছে, যার মরচে পড়া তালায় চাবি ঘুরছে না, ক্রমেই তা খোলা অতি সহজ ব্যাপারের মতো হয়ে উঠবে—একটি শুভ উপলক্ষ্যে ত্যাগ আরম্ভ হয়ে তা ক্রমশই বিস্তৃত হতে থাকবে। সংসারকে তো আমরা অহোরাত্র সমস্তই দিই, ভগবানকেও কিছু দাও—প্রতিদিন একবার অন্তত মুষ্টি ভিক্ষা দাও—সেই নিস্পৃহ ভিখারি তাঁর ভিক্ষাপাত্রটি হাতে হাসিমুখে প্রতিদিনই আমাদের দ্বারে আসছেন এবং প্রতিদিনই ফিরে যাচ্ছেন। তাঁকে যদি একমুঠো করে দান করা আমরা অভ্যাস করি তবে সেই দানই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠবে। ক্রমে সে আর আমাদের মুঠোয় ধরবে না, ক্রমে কিছুই আর হাতে রাখতে পারব না। কিন্তু তাঁকে যেটুকু দেব সেটুকু গোপনে দিতে হবে, তার জন্যে কোনো মানুষের কাছে একটুকু খ্যাতি চাইলে চলবে না। কেননা লোককে দেখিয়ে দেওয়া, সেটুকু এক রকম করে দিয়ে অন্য রকম করে হরণ করা। সেই মহাভিক্ষুককে যা দিতে হবে তা অল্প হলেও নিঃশেষে দেওয়া চাই। তার হিসেব রাখলে হবে না, তার রসিদ চাইলে চলবে না। দিনের মধ্যে আমাদের একটা কোনো দান যেন এইরূপ পরিপূর্ণ দান হতে পারে—সে যেন সেই পরিপূর্ণস্বরূপের কাছে পরিপূর্ণ ত্যাগ হয় এবং সংসারের মধ্যে এইটুকু ব্যাপারে কেবল তাঁরই সঙ্গে একাকী আমার প্রত্যহ একটি গোপন সাক্ষাতের অবকাশ ঘটে।"

(শান্তিনিকেতন ঃ রবীন্দ্রনাথ)

এই কয়টি কথার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কিছুই বলতে বাকী রাখলেন না। কেমন-ভাবে দিতে হবে, কখন দিতে হবে—সব কথাই বললেন। শ্রেয় ভজনের ভিতর দিয়েই যে শ্রেয় লাভ হয়, তাও অতি স্পষ্ট ভাষায় বললেন।

ইষ্টস্বার্থ ও প্রতিষ্ঠা ঃ—

(ক) "সেই প্রয়োজন করতে শিখিস, ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠায়।
সেটাই জানিস সেইটিতে জোর, জগৎকে খুলে সকল দায় ॥"

(খ) "ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠা তোর থাক জীবনের যেই খানে।
মরণ হন্যায় অসুখ বিপাক ঐ সবেতেই সেই টানে ॥"

(গ) "ইষ্টপুরুষ স্বার্থরক্ষা, প্রাণ গেলেও তুই ছাড়িস না।
সব পাপেতেই তরে যাবি, ঋষির বাণী ভুলিস না ॥"

(ঘ) "আপন ধাঁধায় ঘোরে যারা, হয়ে আছে জাড্যে জরা।
ইষ্টের ধাঁধায় ঘোরে যে, বাজিমাৎ করল সে ॥"

বাইবেলেও আছে ঃ—"He who has found his life shall lose it and he who loses his life for my sake shall find it."

—St. Matthew, Chap. X, Vs. 40-42.

গীতায়ও আছে :—

(ক) "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" ১৮।৬৬

(খ) "মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥" ১৮।৫৮

[সর্ব্বদুর্গাণি—সমস্ত সঙ্কট ; বিনঙ্ক্ষ্যসি—বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।]

শিক্ষা :—

(ক) "ইষ্টপ্রাণ জনসেবা কর্ম্মতপমননে
এইতো শিক্ষার মূল রাখিও স্মরণে।"

(খ) "শেখাই যদি সাধ
হাতে কলমে না শিখ্লে তুই
সবই বরবাদ।"

(গ) "বৈশিষ্ট্যকে ক'রে নাকাল হ'লি কতই বিদ্যাবান্।
শিখ্তে গিয়ে সার্লি থোড়া জনম ছাপ তোর ক'রে ম্লান॥"

(ঘ) "দায়িত্বপূর্ণ যা কিছু সব সবার সেরা শিক্ষকতা।
ইষ্টস্বার্থী স্বভাব ছাড়া, শিক্ষক হওয়া বর্ব্বরতা॥"

(ঙ) "শিক্ষানাড় মূল গাঁথনা, ছেলের কাছে শ্রদ্ধার আনন।
মুগ্ধ হ'য়ে শিউরে উঠে বাড়ায় হয় দক্ষ চেতন॥"

(চ) "আধকথার সময় হ'তেই ক'রে কায়েম যা শিখানি।
সেইটি হ'বে মোক্ষম ছেলের, হিসাবে চল নয় পস্তানি॥"

"It is during these years (1st 7 years) that the parents play the most important role in the inner history of the child's life, not so much by anything they directly teach through verbal exhortations, warnings or command, as by those subtler influences which are conveyed in gesture, tone and facial expressions."

—Marie Stopes.

(ছ) "জিদ্, আক্রোশ, হীনত্বেতে কর্লি শিক্ষার উদ্বোধন।
প্রকৃতি তোর নীচুই রইল, আরো নীচু জীবন মন॥"

(জ) "পিটুনি দিয়ে শাসন ক'রে শেখাতে যাস্নে ছেলেরে কিছু।
কুবুদ্ধি জন্মা যেয়ে ছুট্বে সর্ব্বনাশের পিছু॥"

(ঝ) পারে না ছেলে এককতর, বুদ্ধি ও হাত কোন কালে।
মাথায় কিছু নেই ধরাতে, এতেই জানিস নষ্ট ছেলে॥"

(ঞ) "ছেলের নেশা মায়ের উপর, মেয়ের নেশা বাপে।
এমনতর ছেলে মেয়ে, নষ্ট হয় না চাপে॥"

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্ তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।"—গীতা ৪।৩৯।

"যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ।" —গীতা ১৭।৩।

—যে যেইরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত সে সেইরূপই হয়।

তৎপরঃ—একনিষ্ঠ, নিরলস।

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"—গীতা ৪।৩৪।

জ্ঞানলাভের উপায়—শ্রদ্ধা, একনিষ্ঠা ও আত্মসংযম—এগুলি অন্তরঙ্গ সাধন। আর প্রণতি, প্রশ্ন ও সেবা—এগুলি বহিরঙ্গ সাধন। এই দ্বিবিধ সাধনের সঙ্গতি হ'লে প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ হয়।

বিবেকানন্দ বলেন ঃ—

"শিক্ষাই বলিস্, আর দীক্ষাই বলিস—ধর্মহীন হ'লে তাতে গলদ থাকবেই থাকবে। এখন ধর্মকে কেন্দ্র ক'রে শিক্ষার প্রচার ও সমাজ সংস্কার করতে হবে। এমন man-making education দে—উপযুক্ত মানুষ তৈরী কর।"

"The notion of Discipline and Interference lies at the root of all human progress or power :—the "Let alone" principle is, in all things which man has to do with, is the principle of Death."
—Ruskin (The Political Economy of Art).

"It is the live coal that kindles others, not the dead."
—Ralph Waldo Trine (In Tune with the Infinite).

পুরুষ ও নারী ঃ—

(ক) "পুরুষ মাগে নারীর হৃদয় নারী মাগে টাকা।
এমনি করেই চলতি জগৎ বাঁচা মরার ফাঁকা॥"

(খ) "প্রয়োজন পূরণে স্বামীতে টান, পতিত্বে টান নয়।
এমনই প্রিয়ার প্রিয় যিনি, হবেই তাহার ক্ষয়॥"

(গ) "স্বামীর ঝোঁকে ছুটলে নারী, শ্রেষ্ঠ ছেলের মা।
ইষ্ট ঝোঁকে ছুটলে পুরুষ, প্রজ্ঞা অনুপমা॥"

(ঘ) "অসুর সকল হ'য়ে নারীর তুষ্টি যেথায় মন দিলি।
নিজেরে তুই কর্‌লি গরল তাকেও সাবাড় ক'রে দিলি॥"

(ঙ) "নারীর খেয়াল করতে জানিস, ঢ্যালিস ক'রে কি নিয়ত?
ইষ্টনীতি চুলোয় গেল, করতে তারে অনুগত॥"

(চ) "নিজ সত্তার প্রতীক পুরুষ, সেই তো নারীর স্বামী।
তারই জীবন-সাথী নারী, ধর্ম-অনুগামী॥"

(ছ) "শতেক কাজের সমাধানেও স্বামীর চর্য্যায় হয় না বাধা।
পতিপ্রাণা নারী চরিত্রে, দেখাব কেমন এইটি সাধা॥"

(জ) "জীবন বৃদ্ধির পরিচর্য্যায় সাধলে স্বামীর উন্নতি।
পতিব্রতা কয় তাহারেই, সিদ্ধকামা সেই সতী॥"

(ঝ) "কামিনীকাঞ্চন ন্যায়ে দোষের, শ্রেষ্ঠস্বামী যদি হয়।
শ্রেষ্ঠস্বার্থে আনলে ব্যাঘাত, প্রাণই কি তার উচিত নয়?"

(ঞ) "একেকে নিয়ে ডুবে থাকা, এই ত' নারীর ধাত।
বহুস্ত্রীতে সম মমতা মুখ্য পুরুষ জাত॥"

(ট) "কত অংশে কত বেশীর পোষণ করতে পারিস।
গৃহিণীপনার আকেলই এই, নিত্য মনে রাখিস॥"

(ঠ) "পুরুষ ছোটে নারীর পিছে।
খোয়ায় শক্তি মেধা মিছে॥"

(ড) "স্ত্রীর চাহিদায় সহবাস।
করলে শক্তি হয় না হ্রাস॥"

(ঢ) "স্ত্রীর বিরাগ জন্মাতে গিয়ে কামাসক্ত হবে না।
শিশু হ'লে খিন্ন হবে, তুমিও ভাল থাকবে না॥"

(ণ) "জামাই হ'য়ে পুরুষ যদি, প্রলুব্ধ করে নারী।
সদা আয়ু হারাবে সেই, সমাজধ্বংসকারী॥"

ভগবান্ মনু বলেন :—

"অর্থস্য সংগ্রহে চৈনাং ব্যয়ে চৈব নিয়োজয়েৎ।
শৌচে ধর্মেঽন্নপক্ত্যাং চ পারিণাহ্যস্য বেক্ষণে॥"

অর্থাৎ—মনু স্ত্রীকে সৎ পথে রাখিবার উপায় বলিতেছেন—"অর্থের সংগ্রহে ও ব্যয়সাধনে, স্বশরীর ও গৃহসামগ্রীর শুচিবিধানে, ধর্মকর্ম্ম অতিথি শুশ্রূষাদি কার্য্যে, অন্ন পাকক্রিয়ায় ও গৃহোপকরণের পর্য্যবেক্ষণে সর্ব্বদা স্ত্রীলোককে নিয়োজিত রাখা কর্ত্তব্য।"

"মেয়েরা উপযুক্ত হ'লে, তবে তো কালে তাদের সন্তান সন্ততি দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল হ'বে। যাদের মা শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণা হন, তাদের ঘরেই বড়লোক জন্মায়।"—বিবেকানন্দ।

"পুরুষ মানুষে দশ গণ্ডা বিবাহ করিলে তত ক্ষতি নাই বরং বংশ বৃদ্ধি খুব হয়। স্ত্রীলোকের একটী তাড়া আর একটী একসঙ্গে চলে না—ফল বরবাদ।"—বিবেকানন্দ [ভারতীয় নারী]।

"বিবাহ করিয়াছিস্ তাহাতে ভয় কি ? এখানকার কৃপা থাকিলে লাখটা বিবাহ করিলেও কোন ক্ষতি হইবে না ; যদি সংসারে থাকিয়া ঈশ্বর লাভ করতে চাস্ তাহা হইলে তোর স্ত্রীকে একদিন এখানে লইয়া আসিস্—তাহাকে ও তোকে সেইরূপ করিয়া দিব।"

লীলাপ্রসঙ্গ—৫ম খণ্ড, ২০৯ পৃঃ।

"সতীত্বই জাতির জীবনী শক্তি। তুমি কি ইতিহাসে দেখ নাই যে জাতির মৃত্যুচিহ্ন অসতীত্বের মধ্যেই পরিস্ফুট হইয়াছে ?"

—বিবেকানন্দ [ভারতীয় নারী]।

"সগোত্রে বিবাহে জাতির দৈহিক অবনতি ও বন্ধ্যাত্ব উপস্থিত হইবে।"

—বিবেকানন্দ [ভারতীয় নারী]।

"The biological masculine traditions point to polygyny much more than the feminine traditions point to polyandry".

—Havelock Ellis (Sex in Relation to Society).

"Polygynic conditions have also proved advantageous, as they have permitted the most vigorous and successful memb ers of a community to have the largest number of mates and go to transmit their own superior qualities."—Havelock Ellis.

"Christ is the head of every man, man is the head of woman, and God is the head of Christ. Man was not made from woman, woman was made from man and man was not created for woman but woman for man."

—St. Paul (Epistle to the Corinthians). Vs. 3-10.

"Dr. Le Bon thinks that the laws of western civilisation will sooner or later legalise polygamy."

—Edward Mark, Ph. D., L.L.D.,
Prof. of Sociology, London University.

"No matter what our moralists may say, the fact remains that man is a strongly polygamous or varietist animal. This is the way man and woman have been made by nature, by a thousand centuries of heredity, by a thousand centuries of environment. The differences lie in biological roots and it is futile to fight and rail against nature and biology."

—Dr. William Robinson [Woman, Her Sex and Love Life.]

"শিষ্য। স্ত্রী যদি বলে 'আমায় ছেড়ো না, আমি আত্মহত্যা করবো' তা হ'লে কি হবে ?

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। অমন স্ত্রী ত্যাগ কর্‌বে, যে ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন করে। আত্মহত্যাই করুক আর যাই করুক। যে ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন দেয় সে অবিদ্যা স্ত্রী।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ২য় ভাগ।

স্বাস্থ্য ও সদাচার :—

(ক) "শাক মাংসে খাস্‌নে আর, পিঁয়াজ রসুন মরিচ ছাড়।
আমিষে বিধান উত্তেজিত, অযথা হয় জর্জরিত॥"

(খ) "অন্নে জানিস মন বয়।
অন্ন মাফিক প্রবৃত্তি হয়॥"

(গ) "সদাচারী নয়কো যে জন, ইষ্টে তুষ্ট নয়।
পান ও ভোজন তাহার হাতে বিষবহ্নী হয়॥"

(ঘ) "যা ছুঁলে যা ধর্‌লেবে তোর শরীর জীবন বিষাক্ত হয়।
সেই ধরা সেই কর্মগুলিকেই অস্পৃশ্যতার নীতি কয়॥"

(ঙ) "স্পর্শদোষে বীজগু যায় সংক্রামেতে মন।
এই বুঝে তুই চলিস্ ফিরিস্, বুঝলি বিচক্ষণ?"

(চ) "ইষ্টনেশায় তুষ্টপ্রাণ, সদাচারী হ'লে।
মনের স্বাস্থ্য জীবন শান্তি, অটুটভাবেই চলে॥"

(ছ) "বাসিমুখে গুরুভারা, কাবু এ'টোই খেতে নাই।
এতে কিছু হ'লেই থাকে, জীবন ভরই রোগ-বালাই॥"

(জ) "শিকনি ফেড়ে ধোয় না হাত।
বক্ষঃব্যাধির হয় উৎপাত॥"

(ঝ) "নাকে মুখে আঙুল দিয়ে অমনি তাহা ধুতে হয়।
নইলে কুটিল রোগের হাতে, নষ্ট মানুষ হয়ই প্রায়॥"

(ঞ) "মন দুষ্ট হইলেই জানিস্ রোগের আবাস হয়।
এটাকে তুই এড়িয়ে গেলেই, অর্দ্ধেক ব্যাধি জয়॥"

(ট) "কাজের ঝোঁকে চল্‌বে যতই শরীর ভুলে থেকে।
শরীর হবে সহনপটু স্বাস্থ্য আস্‌বে ডেকে॥"

মৎস্যাহার সম্বন্ধে ভগবান্ মনু বলেন :—

"যো যস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥"—মনু ৫।১৫।

যে যাহার মাংস ভক্ষণ করে তাহাকে তন্মাংসাদ কহে, পরন্তু মৎস্যভোজীকে সর্ব্ব-মাংসাদ বলে; অতএব মৎস্য ভক্ষণ পরিত্যাগ করিবে।

"আমি নিজে একজন সম্পূর্ণ নিরামিষভোজী না হইতে পারি, কিন্তু আমি নিরামিষ ভোজনের আদর্শটি বুঝি। যখন আমি মাংস খাই, তখন আমি জানি, আমি অন্যায় করিতেছি। ঘটনা বিশেষে আমি উহা খাইতে বাধ্য হইলেও আমি জানি, উহা অন্যায়। আমি আদর্শকে নামাইয়া আমার দুর্বলতার সমর্থন করিতে চেষ্টা করিব না।"

—"জ্ঞানযোগ", বিবেকানন্দ।

"খাদ্যাখাদ্যের বিচার মনের স্থিরতারূপ উচ্চাবস্থা লাভের জন্য বিশেষ আবশ্যক; নতুবা সহজে এই স্থিরতা লাভ করা যায় না।"

"ভক্তিযোগ", বিবেকানন্দ।

"I know how much of the prevailing meat diet is not merely a wasteful extravagance, but a source of serious evil to consumers". —Sir Henry Thomson, M.D., F.R.C.S.

"It is capable of proof that the vegetarians in any profession or occupation will endure more labour without uneasiness than the flesh-eater". —Dr. E. Goodell Smith.

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে:—

"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ; সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ; স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ।"—অর্থাৎ শুদ্ধ আহারের ফলে সত্ত্বশুদ্ধি হয়, আবার সত্ত্বশুদ্ধি হইলে তাহার চিত্তে ঈশ্বরের স্মৃতি অব্যাহত থাকে এবং ঈশ্বরের স্মৃতি অব্যাহত থাকিলে সর্ব্বপ্রকার গ্রন্থি হইতে মন মুক্ত হয়।"

ত্রিবিধ দোষে আহার দুষ্ট হয়:—

১। জাতি দোষ—খাদ্যের প্রকৃতিগত দোষ—মদ্য, মাংস, পেঁয়াজ, রসুন, গাজর, ব্যাঙের ছাতা ইত্যাদি। —মনু ৫।১৯।

২। আশ্রয় দোষ—অশুচি, অতি কৃপণ, আসুর স্বভাব, দুর্নীতির লোভাক্রান্ত খাদ্য বিক্রেতা, পাচক ও পাত্রও এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

৩। নিমিত্ত দোষ—খাদ্যে ধূলি, ময়লা, কেশ, মুখের লালা ইত্যাদি অপবিত্র দূষিত দ্রব্যের সংস্পর্শ।

ভগবান্ গীতাতেও বলেছেন:—

"আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥" ১৭।৮।
(স্থিরা—সারবান্; হৃদ্যা—প্রীতিকর)।

"যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥" ৬।১৭।

অর্থাৎ পরিমিত আহার, বিহার, কর্মচেষ্টা, নিদ্রা ও জাগরণ আমাদের অনেক দুঃখ দূর করে। ইহাকেই বুদ্ধ "মজ্ঝিম পটিপদা"—(the Middle Path) বলিয়াছেন। Aristotle ইহাকে 'Doctrine of the Middle' আখ্যা দিয়াছেন।

কূর্ম পুরাণে আছে :—

"দুষ্কৃতং হি মনুষ্যাণাং সর্ব্বং অন্নে প্রতিষ্ঠিতম্।
যো যস্য অন্নমশ্নাতি স তস্য অশ্নাতি কিল্বিষম্॥"

—মানুষের পাপ সকল তাহার অন্নকে আশ্রয় করিয়া থাকে। যে যাহার অন্ন গ্রহণ করে—সে তাহার পাপ ভক্ষণ করে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবও বলেছেন :—

"বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন।
মন দুষ্ট হইলে নহে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ॥"—চৈঃ চঃ।

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে :—

"অন্নং অশিতং ত্রেধা বিধীয়তে, তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎপুরীষং ভবতি, যঃ মধ্যমস্তৎ মাংসম্—যঃ অণিষ্ঠস্তন্মনঃ।"

—অন্নের সূক্ষ্মতম অংশ মনকে প্রভাবান্বিত করে।

শ্রীহর্ষ বলেন :—

"অন্নানুরূপং তনুরূপঋদ্ধিঃ।
কার্য্যং নিদানাদ্ধি গুণানধীতে॥"

—অন্নের শুদ্ধির তারতম্য অনুসারে শরীর, রূপ, বল, বীর্য্য, লাবণ্য প্রভৃতির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ হইয়া থাকে।

অদৃষ্ট ও পুরুষকার :

(ক) "জ্যোতিষ ধরে, করতে যে চায় বাঁচাবাড়ার কিস্তিমাৎ।
জীবন চলনা খাবি খেয়ে, হ'য়েই থাকে ধূলিসাৎ॥"

(খ) "অদৃষ্টেতে বাবুড়খোলা হ'য়ে জ্যোতিষ ধ'রে চলে।
পুরুষকার পুরস্কৃষ্টের অজ্ঞতাতেই ওঠে ফ'লে॥"

(গ) "ইষ্টটানের অমোঘ চলায়, দেখ্‌বে অনেক গ্রহের ফের।
খাবি খেয়ে পাল্টে গেছে, রেখে সত্তের কনক জের॥"

(ঘ) "দৈবী বিপাক প্রবল হবে, পুরুষকারে বিমুখে জোর।
পুরুষকারের দক্ষ পূরণ, কমিয়ে দেবে দৈব তোড়॥"

যোগবাশিষ্ঠে আছে :—

"পরং পৌরুষমাশ্রিত্য দন্তৈর্দন্তান্ বিচূর্ণয়ন্।
শুভেনাশুভমুদ্যুক্তং প্রাক্তনং পৌরুষং জয়েৎ॥"

—ঐহিক শুভকর্মদ্বারা প্রাক্তন অশুভ ফল জয় কর।

গীতায়ও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :

"প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু।" ৭।৮

—সর্ব্ববেদে আমি ওঁকার, আকাশে আমি শব্দ, আর মানুষের মধ্যে আমি পুরুষকার-রূপে বিদ্যমান আছি।

"তথা পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি।"—মহাভারত।

—পুরুষকার বিনা দৈব কিছুতেই সিদ্ধ হয় না।

কোরানে দেখতে পাই :—

"খোদা তাহার উপর অনুগ্রহ করেন যে স্বীয় পরিশ্রমদ্বারা রুজি (খাদ্য) অর্জন করে।"

"The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves, that we are underlings".—Shakespeare.

"দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং হি পৌরুষম্।"

—কর্ণের উক্তি [মহাভারত]।

ঋগ্বেদে আছে :—

"ন ঋতে শ্রান্তস্য সখ্যায় দেবাঃ।"—৪।৩৩।২১।

—অর্থাৎ নিজে পরিশ্রম করিয়া শ্রান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত দেবতারাও কোন সাহায্য করেন না। পুরুষকারের ভিতর দিয়াই দৈব সিদ্ধ করিতে হয়।

"তুই প্রাণপণে চেষ্টা ক'রে দেখ্—তবে তাঁর কৃপা হয়। Struggle না ক'রে ব'সে থাক্—দেখ্‌বি তাঁর কৃপা হবে না।"

—বিবেকানন্দ।

"ওঠ্, লেগে পড়্, কোমর বাঁধ—শক্তি ফক্তি কেউ কি দেয়? উহা তোর ভেতরেই রয়েছে—তুই কাজে লেগে যা না—দেখ্‌বি এত শক্তি আসবে যে সামলাতে পার্‌বি না।"

—বিবেকানন্দ।

শ্রীশ্রীঠাকুর আরো বলেছেন :—

"মানুষের নিম্ন প্রবৃত্তিগুলির আকাঙ্ক্ষা পূরণের টানের চাইতে ইষ্টে বা আদর্শে (Ideal) বেশী টান না থাকিলে অদৃষ্ট বা সঞ্চিত কর্মফলের বিরুদ্ধে কিছুতেই কৃতকার্য্য হওয়া যায় না।"

"আমাদের প্রবৃত্তিদুষ্ট দুষ্কর্ম যা দুরদৃষ্ট সৃষ্টি ক'রে চলেছে—তাকে এড়িয়ে তাঁর করুণামুখ হ'তে চাই না—তাই জীবনে স্বস্তিও পাই না।"

—শ্রীশ্রীঠাকুর।

বিশ্বাস :—

"মুকুল-খোলা নদী থেকে, প্রশ্নশূন্য হয় যখন।
বিশ্বাস বলে' তাকেই জানিস্ অটুট মন হয় তখন॥"

যোগ :—

"কাম আবেশে স্ত্রী পুরুষে, যেমন করে উপভোগ।
শ্রেষ্ঠ কাজে বাস্তবতায়, তেমনি হ'লে তবেই যোগ॥"

ধ্যান :—

(ক) "নাম কর আর মনন কর
ইষ্টের যত গুণাবলী
ভাবে কাজে মূর্ত্ত ক'রো
গুণে জ্ঞানে হবে বলী॥"

(খ) "ইষ্টার্থই মূল হ'ল তোর, মূর্ত্ত চিন্তাই কর্ম্মীর।
ধ্যানটী যেন যোগায় কিন্তু, এমনি করাই ধ্যানীর।"

(গ) "শ্রেষ্ঠ চিন্তা তাঁর চাহিদা, প্রাণ ভ'রে' যার থাকে।
পূরণ প্রয়াস আবেগ নিয়ে—ধ্যানীই বলে তাকে॥"

(ঘ) "মরম ভরা ইষ্টে টান।
তবেই সিদ্ধ জপ আর ধ্যান॥"

(ঙ) "বাক্যে আর কায়মনে, বন্ধু কিংবা বিবরের।
ইষ্টোজ্জ্বল নিয়ন্ত্রণই সাধনা ধেয়ানের॥"

(চ) "সুষ্ঠুসার্থক বিবেক বিচার সফল অনুভব।
ক্ষিপ্র চিন্তা, শ্রুতিকর্ম ধ্যানেরই বিভব॥"

ব্রহ্মবোধ :—

(ক) "ঘটে ঘটে ইষ্টস্ফুরণ হবেরে তোর যবে।
ব্রহ্মবোধের প্রথম ধাপটি ঠিক পাবি তুই তবে॥"

(খ) "পৃথক যা' তা' তেমনি থেকে
একীভূত যে বোধটি পেকে।
বৃহৎ জ্ঞানে হয় আসীন
তখনই তো ব্রহ্মলীন॥"

ভগবান্ :—

(ক) "যা কিছু সব ভব দুনিয়ার অর্থবাদা নিয়ে।
সেই ভগবান্ সার্থকতায় দাঁড়ায় যাকে দিয়ে॥"

"পরস্পরবিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়ঃ ভগবান্"—যাঁহাতে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী গুণগুলি একত্রে সার্থকতা প্রাপ্ত হয়—তাঁহাকেই ভগবান্ বলা হয়। থিওসফিষ্ট Jinraj Dasa বলেছেন—The supreme unity of all contradictions is God

জৈনগণ বলেন :—

"সর্ব্বজ্ঞো জিতরাগাদিদোষ স্ত্রৈলোক্য পূজিতঃ ।
যথাস্থিতার্থবাদী চ দেবোঽর্হন্ পরমেশ্বরঃ ॥"

(খ) "বীর্য্য, শ্রী, যশঃ, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য সব দীপ্ত যেথায় ।
যে প্রতীকে এই সকলই বিকীরণ হয় প্রতিভায় ॥
যা কিছুরই পূরণ পুরুষ, সেইতো জানিস্ ভগবান্ ।
পুণ্যশ্লোকী মূর্ত্তিটি সেই, সব যা কিছুর শ্রেষ্ঠ স্থান ॥"

পতঞ্জলি বলেন :—

"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টপুরুষবিশেষঃ ঈশ্বরঃ ।"

প্রেম :—

"লক্ষ বাধা ডিঙিয়ে চলে প্রীণন পোষণ বেগে ।
সার্থকতায় দৃপ্তিপাগল—হয় সেথা প্রেম জেগে ॥"

কবিরাজ গোস্বামীও বলেন :—

"কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তার প্রেম নাম ।"—চৈঃ চঃ ।

কাম :—

(ক) "প্রত্যাহারা বুদ্ধি ইতর, গর্হিত উপভোগ ।
দুষ্কর্ম্মী ডাইনী চলন, সেইতো কামুক যোগ ॥"

(খ) "ইষ্টপ্রীতি মলিন যখন ইচ্ছা অবসাদ ।
নিশ্চয় জানিস্ কাম ডাইনী ধরেছে তোর কাঁধ ॥"

(গ) "কথার খোঁকড়ী নিছুনিছু, বাঁধায় নাজেহাল ।
এমনি হ'লেই বোঝিস্ খুঁজে কোথায় কামের জাল ॥"

চৈতন্য চরিতামৃতে আছে :—

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম ।"

গুরু, ইষ্ট :—

"বিপাক পথে হাত ধ'রে যে চলার কায়দা জানিয়ে দেয় ।
তাঁকেই জানিস্ গুরু বলে—যাঁকে পেলে নাইকো ভয় ॥"

শ্রীশ্রীঠাকুর আরও বল্ছেন :—

(ক) "ইষ্টগুরু পুরুষোত্তম, প্রতীকগুরু বংশধর ।
রেতঃ শরীরে সুপ্ত থেকে, তিনি জীবন্ত নিরন্তর ॥

(খ) "ইষ্ট জানিস্ পুরুষোত্তমে, আসেন ধর্ম্ম স্থাপনায় ।
গুরু জানিস্ তাঁরই পার্ষদ, এ দুনিয়ায় তাঁরেই বয় ॥"

(গ) "ইষ্টস্বার্থী গুরু না হ'লে গুরুই সে তো নয় ।
অনুসরণে তাঁকে জানিস্, আত্মেই মহাভয় ॥"

অনুরাগ ও জন্মগত ভ্রষ্টতা :—

(ক) "অনুরাগের টান ধরাতে কেউ কাকেও পারে না।
টান ফোটে তার তেমনতর, যেমনটি যার কামনা ॥"

(খ) "অনুরাগটি যেমনতর, তেমনি মানুষ হয় সে।
তেমনি হয় তার চালচলন, বেড়ায়ও সে সেই বেশে ॥"

(গ) "জোর ক'রে কেউ কোনদিনই ধরাতে কারেও পারে না।
বিবশ বিহ্বল করতে পারে—যাদু কুহকী যার জানা ॥"

†(ঘ) "জন্মগত ভ্রষ্ট যারা সং বা দয়ায় হয় না বশ।
ভয়েই কেবল অনুগত, শুভের পথে পায় না রস ॥"

†(ঙ) "শিষ্টাচারে শঠ প্রবঞ্চক না-ই যদি হয় জয়।
তুল্য ভয়াল সংঘাতে কর্ শাঠ্যবৃত্তি ক্ষয় ॥"

†(a) "Break thou the arm of the wicked and the evil man ; seek out his wickedness till thou find none."

—Psalm, Old Testament.

(b) "Resist the devil and he will fly from you."

—St. James, Chap. IV, Vs 7.

কপট পীরিত :—

"টান কেমন তার সাক্ষী হ'ল পুরণপ্রবণ দান।
কপট পীরিত চায়ই কেবল, করে অভিমান ॥"

নরক :—

"বুঝিস্, সুঝিস্, সবই বলিস্, মত নিয়ে হামবড়াই।
ধরা করার ধার ধারিস্ না, নরকে তোর নাই রেহাই ॥"

ভ্রান্তি :—

"ভ্রান্তি এল সেই—
উৎস বিমুখ চলন যখন
বসূল পেয়ে যেই ॥"

অভ্যাস- ব্যবহার :—

*(ক) জোড়ু থাড়ু যাই না করিস্, অভ্যাস কর্ম ব্যবহারে।
সেই সংবেগও চালায় তোরে, জীবন কিংবা সংহারে ॥"

*Lenin-এর চরিত্র বিশ্লেষক লিখেছেন :—

"Utopia is always adjusted exclusively to the nearest momentary interests".

(খ) "একটু ক'রে ধীর চলনে হয় না অভ্যাস এস্তামাল।
এমন ক'রে চললে বাড়েই ব্যর্থ খেয়াল, কুজঞ্জাল ॥"

(গ) "যা করবি তুই বুঝ্‌লি মনে এক ঝাঁকিতে কর তাহা।
সমানে চল সেই চলনে, এমন চলাই ঠিক যাহা॥"

ইষ্টটান ও বৃত্তিটান :—

(ক) "প্রভু আমার অন্তে যাউক দুষ্ট বৃত্তি স'রে।
তোমার ব্রত করব পালন মরণ জয় ক'রে॥"

(খ) "ঘৃণা, লজ্জা, মান, অভিমান, ভয় আনিবে বিদায় দিয়ে।
শ্রেষ্ঠস্বার্থে ওঠ্‌রে ফুটে, আপন মায়ায় উচ্ছলিয়ে॥"

(গ) "নটের মত চল্‌ ওরে তুই, ভবরঙ্গমঞ্চ মাঝে।
ইষ্টস্বার্থ রাখ্‌তে অটুট, কর অভিনয় যেমন সাজে॥"

(ঘ) "ইষ্টচলন থাকেই যদি, বুঝবে না তোর দুর্গতি।
দুর্গতি সব চূর্ণ হ'য়ে, আন্‌বে তোরে উন্নতি॥"

(ঙ) "সংস্পর্শেতে কেহই যাহার, শ্রেষ্ঠে যুক্ত হয় না যখন।
শ্রেষ্ঠে টানটী শিথিল তাহার, দৃঢ়তায় নাকো সেজন॥"

(চ) "তাদের শুধু ভক্তিবাগীশ, কর্মহারা ধর্মপ্রাণ।
আজগবীতেই আস্থা শুধু, আহাম্মকেই তাহার স্থান॥"

(ছ) "বৃত্তিস্বার্থ প্রতিষ্ঠাতে শ্রেষ্ঠপ্রেমী সাজ্‌বে যে জন।
প্রত্যাহারবিহীন থাকলে তার, শ্রেষ্ঠে যুক্ত কেউ না কখন॥"

†(জ) "এক নজরের বেখাপ্ কথা, চিন্তা, কর্ম, আলোচনা।
জোটেই নিয়ে পিছু পিছু দুর্দৈবের কি লাঞ্ছনা॥"

† For whoever obeys the whole of the law and only makes a single slip is guilty of everything.

—St. James, Chap. II, Vs 10.

*(ঝ) "বৃত্তিগুলো অহংটাকে টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়েই খায়।
শ্রেষ্ঠপ্রাণ হ'লে কিন্তু, ওসব হ'তে রেহাই পায়॥"

*(ঞ) "ইষ্টতন্ত্রী না হ'লে জানিস্‌ বৃত্তিতন্ত্রী হবি।
বৃত্তিতন্ত্রের অদ্ভুত টুক্‌রোয়, স্বাতন্ত্র্যহীন রবি॥"

* "To live undisturbed by passing occurrences you must first find your own centre and live in it. Surrender it to no person, to no thing."

—Ralph Waldo Trine (In Tune with the Infinite).

পাঁচটি দক্ষ মানুষের লক্ষণ :—

(ক) "অর্জনে পটু, সাশ্রয়ী কাজে, সুন্দরে সমাপন।
এই দেখে তুই চিন্‌বি লোকের দক্ষতা কেমন॥"

(খ) "কাজে কথায় শ্রেষ্ঠগামী, উদ্দেশ্যে অমোঘ গতি।
সাশ্রয়ী নিপুণ অর্জনপটু, স্বার্থে শিথিল রতি॥
এই সবগুলি দেবলক্ষণ দেখ্‌বি চরিত্রে যার।
সেই ত জানিস্ শ্রদ্ধার মানুষ বীরের হৃদয় তার॥"

মানুষ চেনার কৌশল :—

(ক) "মুখের বুলি যাই বল না চল্‌ছ তুমি যা ক'রে।
সেটাই কিন্তু আছে মাথায় যাই বল যে বোল ধ'রে॥"

(খ) "যাতেই তুমি নিয়োজিত, কর্মতঃ তুমি তা।
ভগবানের দৃষ্টি তাতেই 'ভাব' বা 'চিন্তায়' না॥"

*"পাঁজিতে বিশ আড়া জল লিখা আছে—কিন্তু নিংড়ালে এক ফোঁটাও পড়ে না।"—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব।

*"By example and not by precept. By living, not by preaching. By doing, not by professing. There is no contagion equal to the contagion of life."

—Trine, "In Tune with the Infinite."

"Hell is proverbially paved with good intentions."

—W. James.

হিসাবে গণ্ডগোল :—

"হিসাব পত্রে গণ্ডগোল
ছোটোবুদ্ধি অন্তরে
ভণ্ডা সেজে চুপটি ক'রে
পশুবৃত্তির চল করে।
বিশ্বাসেরই দাবী করে
হিসাব পত্র বেগোছাল
সাধুর খাঁজে ঠোকা মারে
বিবিয়ে কতই ধর্মজাল।"

প্রতিকর্মে ধর্ম :—

"ধর্ম যদি না ফুটলো তোর সংসারে প্রতিকর্মে।
বাতিল ক'রে রাখ্‌লি তারে, কি হবে তেমন ধর্মে ?"

"I would give nothing for that man's religion whose very cat and dog are not the better for it."

—Rowland Hill.

ঝোঁক্ নিয়ন্ত্রণে :—

"যে ভাব হ'তে চাহিস্ ত্রাণ।
তা' হ'তে ঝোঁক্ ফিরিয়ে আন॥"

কর্ম্মফল মোচনে :—

"পুঞ্জীভূত অপকর্ম্মের
ফলগুলি তোর কাটছে কি না।
বুঝতে পারিস চরিত্র তোর
উচ্চ কোঠে ছুটছে কি না॥"

লোকমত :—

"দশের মতে চল্‌লেরে তুই, হবি অযুতে অন্তর্ধান।
এক আদর্শে চল্‌লে পারিস, দশের পূরণ গড়ন জান॥"

Nobel Laureate Alexis Carrel বলেন :—

"The democratic principle has contributed to the collapse of civilisation in opposing the development of an elite." —(Man the Unknown).

"Strength of numbers is the delight of the timid. The valiant of spirit glory in fighting alone and the valour of spirit cannot be achieved without sacrifice, determination, faith and humility."—M. K. Gandhi.

ভগবান্ মনুও বলেন :—

"একোঽপি বেদবিদ্ধর্ম্মং যং ব্যবস্যেদ্দ্বিজোত্তমঃ।
স বিজ্ঞেয়ঃ পরোধর্ম্মো নাজ্ঞানামুদিতোঽযুতৈঃ॥" ১২।১১৩।

অর্থাৎ—একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের মত অযুত অবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের মত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

মনুসংহিতায় আরো আছে :—

"অজ্ঞেভ্যো গ্রন্থিনঃ শ্রেষ্ঠা গ্রন্থিভ্যো ধারিণো বরাঃ।
ধারিভ্যো জ্ঞানিনঃ শ্রেষ্ঠা জ্ঞানিভ্যো ব্যবসায়িনঃ॥" ১২।১০৩।

"অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্।
সহস্রশঃ সমেতানাং পরিষত্ত্বং ন বিদ্যতে॥" ১২।১১৪।

অর্থাৎ—অজ্ঞলোক অপেক্ষা যে গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছে সে শ্রেষ্ঠ ; গ্রন্থের কেবলমাত্র অধ্যেতা অপেক্ষা যিনি অধীত বিষয় স্মরণ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি শ্রেষ্ঠ ; গ্রন্থোক্ত বিষয় কেবলমাত্র ধারণকারী অপেক্ষা যাঁহার তাহাতে জ্ঞান জন্মিয়াছে তিনি শ্রেষ্ঠ এবং যিনি জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তদপেক্ষা জ্ঞানানুযায়ী কর্মানুষ্ঠানকারী শ্রেষ্ঠ। (১২।১০৩)। যাহারা সাবিত্র্যাদি ব্রত রহিত, যাহারা জাতিমাত্রে ব্রাহ্মণ—এরূপ বহু সহস্র ব্যক্তিরও পরিষত্ব নাই—অর্থাৎ এরূপ পরিষদের উপদেশ গ্রাহ্য নহে। (১২।১১৪)।

লোভ :—

"যাতে তোমার জীবন চলে, তার অধিক চাও যখন।
তখনি বুঝো লোভ রিপুতে নুইয়ে দেছে তোমার মন ॥"

শাস্ত্রেও আছে :—

"যাবদ্‌ ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্‌।
অধিকং যোঽভিমন্যেত সস্তেনো দণ্ডমর্হতি ॥"—ভাগবত, ৭।১৪।৮।

অর্থাৎ—নিজের—উদরপূর্ত্তির জন্য যাহা লাগে তদতিরিক্ত যে কামনা করে, সে লোভী, চোর—দণ্ডার্হ।

অথর্ব্ব বেদেও আছে :—

"সহবো ঽন্নভাগঃ"—তোমাদের অন্নভাগ সকলের সহিত একত্রে ভোগ কর।

অনাহূত পাণ্ডিত্য :—

(ক) "নিন্দা কথায় কাণ দেয় যে, মোকাবিলায় মিলায় না।
অনাহূত পাণ্ডিত্য পায়, শুভ তারে চালায় না ॥"

(খ) "লোকের কথা শুনেই যারা নিন্দা নিয়ে চলে।
বিষাদসহ বিপদ তাদের পদে পদেই ফলে ॥"

সৎবিচারক :—

"আদর্শেতে তাল রেখে যে সুষ্ঠু বিচার ধরে।
সৎবিচারক শ্রেষ্ঠপূজক, মানের মুকুট পরে ॥"

যমের দূত :—

(ক) "সংহতিতে আগুন ধরায় চাল মেলায়েম যমের দূত।
এমন এদের সাহচর্য্যে হর মানুষ হয় জ্যান্ত ভূত ॥" (প্রত্যেক)

(খ) "সাধু ধাঁজের কায়দা কথা, মতলববাজী অন্তরে।
ইষ্টস্বার্থে মিথ্যা উদার, নাশক জানিস্‌ সেই নরে ॥"

পরনিন্দায় পাণ্ডিত্য :—

"নিজের ত্রুটির ধার না ধেরে, পরের ঘাড়ে দোষ চাপায়।
অহং মত্ত এমন যেজন, ক্রমে ক্রমেই নষ্ট পায় ॥"

আবেদনী সুর :—

"গুণ গরিমায় আঘাত দিয়ে, কস্মিনে কথা সম্ভব মত।
অনুরোধী আবেদনের সুরে কথা ক'স নিয়ত ॥"

আবির্ভাব :—

"ধর্ম যেখানে বিপাকী বাহনে ব্যর্থ অর্থে ধায়।
তখনি প্রেরিত আবির্ভূত হন, পাপী পরিত্রাণ পায় ॥"

বৌদ্ধ শাস্ত্রেও আছে :—

"ভূতিসু রক্ষাবরণেষু উৎসুকো।" (লক্ষণসূত্রগীতা, ৪ অঃ/৮।)

—জীবের রক্ষা ও আবরণের জন্য উৎসুক হইয়াই শ্রীবুদ্ধ দেহধারণ করিয়াছিলেন।

গীতায়ও ভগবান্ বলেছেন :—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥" ৪।৬

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥" ৪।৭

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥" ৪।৮

"তাদৃশস্য বিনা শক্তিং ন সিদ্ধেৎ পরমেশতা।"—লঘু ভাগবতামৃত। অর্থাৎ—নিরাকার ভগবান্ যে সাকাররূপ ধারণ করিতে পারেন ইহা অনেকে বিশ্বাস করেন না। ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—"যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ তাঁহাতে সকলই সম্ভব—ইহা স্বীকার না করিলে পরমেশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তা অস্বীকার করা হয়।"

"আর একবার আসতে হবে। তাই পার্ষদদের সব জ্ঞান দিচ্ছি না।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ৪র্থ ভাগ।

প্রেরিত (পূর্ব্বতন ও বর্ত্তমান) :—

(ক) "পূর্ব্বতনের সূত্র ছিঁড়ে যে মহানই আসুক না।
উন্মাদনা গেলেই নিবৃত্তে, আনে নাকো দীপনা ॥"

(খ) "মৃত ধর্ম্ম দোহাই দিয়ে কত রং ঢং লাগিয়ে গায়।
বর্ত্তমানে প্রেরিত যিনি, পড়্‌লি নাকো তাঁরি পায়॥
হচ্ছিস্ নাবাড়, কাঁদ্‌ছিস্ কাদায়, পয়মালেতে যাচ্ছিস্ কত।
এখনও ফের জীবনের জের, ভাঙিস্ নারে হ'স না হত॥"

(গ) "বুদ্ধ, ঈশায় বিভেদ করিস্, শ্রীচৈতন্য, রসুল, কৃষ্ণে।
জীবোদ্ধারে আবির্ভাব হন, একই ওঁরা, তাও জানিস্ নে॥"

"হে মানব! মৃতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে জীবন্তের পূজাতে আহ্বান করিতেছি। গতানুশোচনা হইতে বর্ত্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি। বুদ্ধিমান্ বুঝিয়া লও।"—বিবেকানন্দ।

"Old forms of religion are like the skeletons of once mighty animals preserved in museums. They should be regarded with due honour. They cannot satisfy the true cravings of the soul for the Highest, just as a dead mango tree cannot satisfy the craving of a man for a bunch of luscious mangoes."

—Vivekananda.

মাতাপিতা ও ইষ্ট:—

"মাতা পিতা গুরুজনে শ্রদ্ধা ভক্তি যাই রাখ না।
ইষ্টানুগ না হ'লে তা আনবে নাকো সংবর্দ্ধনা॥"

ভীষ্মদেব বলিতেছেন:—

"গুরুর্গরীয়ান্ পিতৃতো মাতৃতশ্চেতি মে মতিঃ।"—মহাভারত।

—হে যুধিষ্ঠির! সদ্‌গুরু মাতাপিতা হইতেও শ্রেষ্ঠ।

ভগবান্ মনু বলেন:—

"উৎপাদক ব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।
ব্রহ্মজন্ম হি বিপ্রস্য প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতম্॥" ২।১৪৬

উৎপাদক পিতা ও ব্রহ্মদ পিতার (গুরু) মধ্যে ব্রহ্মদ পিতাই গরীয়ান্—কারণ ব্রহ্মজন্মই দ্বিজগণের ইহলোক ও পরলোকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির হেতু বলিয়া নিত্য শাশ্বত।

তন্ত্রসারও বলেন:—

"উৎপাদক ব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।
তস্মান্মন্যেত সততং পিতুরপ্যধিকং গুরুম্॥"

"He who loves his father or mother more than me is not worthy of me—son or daughter more than me is not worthy of me."—St. Matthew, Chap. 10, Vs 37-8.

প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে :—

"যুগগুরু আর পূর্বজনে শ্রদ্ধানতি যার মলিন
এমন জনায় প্রতিনিধি নয়কো করা সমীচীন।
পূর্বজনে শ্রদ্ধাভরা, দায়িত্বশীল শুভার্থ মন
ইষ্টীকৃত এমন জনই প্রতিনিধির পাত্র হন ॥"

আচার ও অনুষ্ঠান :—

(ক) "সদাচারে রত নয়।
পদে পদে তার ভয় ॥"

(খ) "সদাচারে বাঁচে বাড়ে।
লক্ষ্মী বাঁধা তার ঘরে ॥"

(গ) "পথ খুঁজে দুই কান হারালি অনুষ্ঠানের মহড়ায়।
অনুষ্ঠানেই দখল পেয়ে, পাওয়া গেল গোল্লায় ॥"

"অনেকের বাহ্য আচার ও বিধিনিষেধের জালেই সময় কেটে যায়, আত্মচিন্তা ও ধ্যান আর হয় না।"—বিবেকানন্দ।

"নীতির উপরই যেন সকল ধর্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, আর আচারকে যেন ধর্ম হইতেও উচ্চাসন প্রদান করা হয়। আচার অর্থে বাহ্য ও আভ্যন্তর উভয় প্রকার শুচি।"

—বিবেকানন্দ, (ভারতে বিবেকানন্দ, ৪৬৭ পৃষ্ঠা)।

মনুও বলেন :—

"বেদঃ, স্মৃতি, সদাচারঃ, স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্মস্য লক্ষণম্ ॥" ২।১২।

"আচারঃ পরমোধর্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত এব চ।" ১।১০৮।

—আচার যে পরম ধর্ম—তাহা শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

শ্রীবুদ্ধ বলিতেছেন :—

"ভিক্ষুগণ! তোমরা ব্যঞ্জন শরণ হইও না, অর্থ শরণ হও"—অর্থাৎ তোমরা অক্ষরকে অনুসরণ না করিয়া শাস্ত্রের যথার্থ অনুসরণ করিও।

দারিদ্র্যব্যাধি ও তাহার প্রতিকার :—

(ক) "দরিদ্রতার শ্রেষ্ঠ কর।
নেওয়ায় গরজ, দেওয়ায় ডর ॥"

(খ) "স্বভাব দোষেই অভাব ঘটে।
সৎক্রিয়তায় বিভব ঘটে ॥"

(গ) "শতাব্দপূণে অভাব নষ্ট ।
এটা কিন্তু খাঁটি স্পষ্ট ॥"

(গ) "অভাব যখন মারবে ঠোঁ ।
যা জোটে দিস্ পাবি জো ॥"

যাজনের কষ্টিপাথর :—

"যাজন সেবায় দান প্রবৃত্তি উথলে যদি উঠ্‌লো না ।
নিরর্থক সে যাজন সেবা, অভাব কারু ঘুচ্‌লে না ॥"

অন্য বর্ণের উপেক্ষায় :—

"অন্য জাতি বর্ণ যারা তাদের সংএ উন্নয়ন ।
উপেক্ষি' চায় বাড়তে নিজে, অদূরেই হয় তার নিধন ॥"

সাহিত্য :—

"বিষয়, বস্তু বা ব্যাপারের রসব্যঞ্জনার ভিতর দিয়ে ভাবের রূপ ভাষায় এ'কে তুলে আগ্রহমদির করে'—অন্যতে সেই ভাবের প্রতিধ্বনন্ করে' তোলে সাহিত্য—সাহিত্য সত্তার তাৎপর্য্যই সেখানে—আর তা' যেমনতর হিতী-সুন্দর—সাহিত্যের মেকদারও তেমনি—শিল্পকলার তাৎপর্য্যও ওতেই ।"

"জগৎত্রিতয় বৈচিত্র্যচিত্রকর্ম বিধায়িনম্ ।
শিবং শক্তিপরিস্পন্দমাত্রোপকরণং নুমঃ ॥"—কুন্তক ।

—তত্ত্বরূপী শিবের সহিত রহিয়াছে শক্তিপরিস্পন্দ । সেই তত্ত্ব ও প্রকাশ মিলিয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড । তত্ত্ব ও প্রকাশের অন্বয় রূপের মধ্যে যেমন নিহিত রহিয়াছে বিশ্ব-সৃষ্টির মূল রহস্য—তেমনি ভাব ও ভাষার ঘনিষ্ঠ যোগের ভিতরেই রহিয়াছে খাঁটি কাব্যের প্রাণ ।

প্রকৃত কাব্যের লক্ষণ কি তাহা নিম্নের শ্লোকগুলিতে পাওয়া যায় :—

"বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে ।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ ॥"—রঘু ১।১ ।
বাক্ + অর্থৌ + ইব—বাগর্থাবিব ।
"যেন দ্বিতয়মপ্যেতত্তত্ত্বনির্মিতি লক্ষণম্ ।
তদ্বিদামদ্ভুতামোদচমৎকারং বিধাস্যতি ॥"—কুন্তক ।
"সহৃদয়া হ্লাদকারিস্পন্দসুন্দর ।"—ঐ

আবার ভামহ তাঁহার কাব্যালঙ্কার গ্রন্থে বলেছেন :—

"শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যং গদ্যং পদ্যঞ্চ তদ্দ্বিধা"—শব্দ ও অর্থের যে সাহিত্য বা মেলন তাহাই কাব্য ।

ভগবান্ :—

"অসীম যখন সসীম হ'য়ে সীমাতে লন স্থান।
বুঝিতেনী টানেই তাহে দেখ্‌বি ভগবান্ ॥"

"কোন কোন ভক্তের পক্ষে তিনি নিত্য সাকার। এমন জায়গা আছে, বরফ গলে না, স্ফটিকের আকার ধারণ করে।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ২য় ভাগ।

"হাঁ, ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার—আবার সাকার নিরাকারেরও পার। তাঁর ইতি করা যায় না।"—ঐ ২৪ পৃষ্ঠা।

"নরলীলায় অবতারকে ঠিক মানুষের মত আচরণ কর্‌তে হয়—তাই চিন্তে পারা কঠিন। সেই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক কখনও বা ভয়—ঠিক মানুষের মত।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ৪র্থ ভাগ।

"কলির শেষে কল্কি অবতার হ'বে। ব্রাহ্মণের ছেলে—সে কিছু জানে না—হঠাৎ ঘোড়া আর তরবার আস্‌বে।"

—ঐ ৪র্থ ভাগ, পৃষ্ঠা ১১১।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন :—

"মৎকর্মময়ং কায়ং লব্ধা মদ্ধর্মমাশ্রিতঃ আনন্দং
পরমাত্মানং আত্মস্থং সমুপৈতি মাম্ ।"—ভাগবতম্ ।

—এই নরদেহেই আমাকে দর্শন করা সম্ভব। আমার ধর্ম্ম লাভ করিয়া আনন্দময় পরমাত্মস্বরূপ আমাকে লাভ করা যায়।

"যে বিগ্রহ নাহি মানে, নিরাকার মানে।
তারে তিরস্কারিবারে কহিল নির্দ্ধারণে ॥"

—চৈঃ চঃ, মধ্যলীলা।

"মানুষে ঈশ্বরবুদ্ধি ঠিক ঠিক হ'লে তবে ভগবান্ লাভ হয়। বৈষ্ণবচরণ বল্‌ত, 'নরলীলায় বিশ্বাস হ'লে, তবে পূর্ণ জ্ঞান হয়।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ, ৪র্থ খণ্ড।

১। **কসরত ক'রে চরিত্রকে সাজান** যতকাল থাকে—ততদিন বোঝা যাবে যে তা' সত্তায় গাঁথেনি। তাই, অভ্যাস এমন ক'রে কর্‌তে হয় যাতে তা' কসরতের পারে যেয়ে স্বতঃ হয়ে ওঠে।

২। মানুষকে **দোষী করার জন্য দোষ ধরা ভাল না**—দোষ সংশোধনের জন্য দেখিয়ে দেওয়া ভাল, শুদ্ধ মনে প্রীতির সহিত; দোষ দেওয়ার জন্য দোষ ধরা হ'লে মানুষের হীনমন্য আক্রোশ জেগে ওঠে—তাতে তার সংশোধন হয় না।

৩। **প্রবৃত্তির এতটুকু প্রশ্রয়** তোমাকে নিরাশ্রয় হওয়ার পথ আলুথা ক'রে দেবেই কি দেবে; তাই সাবধান থেকো কিন্তু—চেতন থেকো।

৪। **প্রায়শ্চিত্ত মানে** চিৎ-এ গমন করা অর্থাৎ চিত্তকে আঁতি পাতি ক'রে খুঁজে যে বৃত্তি প্রবোচিত ক'রে পাতিত্য ঘটিয়েছে, তার অপসারণ ক'রে, অপনোদন ক'রে—আদর্শ বা কৃষ্টি পথে যথাবিহিত চলা। আর দৈহিক ক্ষতির অনুপূরকরূপে আহার ঔষধ ও উপবাসের তদনুপাতিক ব্যবস্থা করা।

৫। **নাম ও ধ্যান করতে গেলেই সদ্‌গুরু, আদর্শ বা প্রিয় পরম** যাই বলে অভিহিত কর না কেন অমনতর জীবন্ত ব্যষ্টি প্রতীকেরই অবলম্বন ও অনুসরণ করতে হয়। তা না পাওয়া গেলে ঐ ব্যষ্টি প্রতীকে আপ্রাণ খাড়া প্রেমী এমনতর কাউকে অবলম্বন ও অনুসরণ ক'রে ঐ আদর্শ সদ্‌গুরু বা প্রিয় পরমে উদ্বুদ্ধ ও আপ্রাণ হ'তে হয়—আর এই হ'লেই তোমার উন্নত চলনা জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে প্রগতি পরায়ণ হ'য়ে সম্বেগশালী হ'তে পারে।

৬। যা সৎ—বুঝে বা জেনেও যারা গ্রহণ করে না বা সক্রিয় সমর্থন করে না, প্রায়শঃ **অসৎ প্রলোভন অঙ্কশায়ী তাদের এখনও।**

৭। **যে জ্ঞান তুমি লাভ করেছ বা করছ আদর্শচর্য্যায় বহুদর্শিতার পথে,** তা' যদি আগ্রহউদ্দীপ্ত ক'রে নিজ পরিবার ও পরিজনদের মধ্যে চারিয়ে দিতে না পার প্রিয় সক্রিয়তায়—নিজেও ঠকবে তা'দিগকেও ঠকাবে—বঞ্চিত হবে তুমি —সাথে সাথে তারাও—এমনকি তোমার কৃষ্টিবৈশিষ্ট্য হ'তেও তা'দিগকে এমনই বিভ্রান্তিতে ফেলে দেবে—যাতে সংহত হবে না তারা তোমাতে কিছুতেই—তাই পারিবারিক সমষ্টিগ্রহণ ও সমালোচনা আর প্রাত্যহিক ভাবে তার অধিগমন ধর্ষণ, প্রাপন ও পুষ্টিদ ঠিক জেনো।

৮। **আত্মস্বার্থী অনুরাগ** যার নিজেকেই কেন্দ্র ক'রে কর্মরত থাকে তার বৃত্তি বৃত্তিমুক্ত হয় না—বরং যেমন যত প্রচেষ্টারত হয়—জোঁকের মত পাকে পাকে জড়িয়েই চলতে থাকে—করে অনেক—শেষ ফক্কা—ফলে হয় অবসন্ন, ব্যাহত, সার্থকতায় দরিদ্র! তাই কর্ম করতে হয় ঈশ্বর প্রীতির জন্য—তেমনিতর কর্মই হচ্ছে অনাসক্ত কর্ম —আর তা নিজেরও নির্বিরোধ পরিপূরক—তৃপ্তি—দীপ্তির।

৯। যে কথা কয় কম, সার্থকভাষী, লোককে ক্ষুব্ধ না ক'রে সামঞ্জস্যে ও সম্প্রীতিতে কাজ করতে পারে—অভ্রান্তভাবে উপচয়ে—সহ্য ক'রে সম্বেগে দায়িত্ব ও দূরদৃষ্টি নিয়ে—আদর্শপ্রাণতায়—সেই কিন্তু **সত্যিকার কর্ম্মী**—নইলে আবোল তাবোল ধরে নিও।

১০। বিগত যার প্রতি তোমার যতই অনুরাগ থাকুক না কেন—সেই অনুরাগে—যিনি সর্বপূরক পুরুষোত্তম এখন—তাঁর অনুসরণ কর—**তাঁতেই তাঁকে পাবে।**

১১। **সংশোধনই যদি চাও**—নিজের ভুলকে নিজেই আবিষ্কার কর—আর কাজের ভিতর দিয়ে তাকে তখনই পরিশুদ্ধ কর—বালাই হ'তে বাঁচবে অবিলম্বে।

১২। বিভিন্নে একত্বের অনুভব—একত্বে সর্বৈশিষ্ট্যে বিভিন্নের অনুভূতি—সংশ্লেষী ও বিশ্লেষী সার্থকতায়—যথাযথ ধারণে—**ব্রহ্মানুভূতির মেরুদণ্ডই** ওখানে।

১৩। **দুনিয়ায় ছোট বড় কেউ নয়কো**—প্রত্যেকেই যে যার মত; যে যেমন পূরণ প্রবণ—মান বা ওজনও তার তেমনি।

১৪। **উপচয়ী-প্রতিযোগিতাহীন ধন ও শ্রমনিরোধ মানেই** দেশের সত্তা সম্বর্দ্ধনা নিবৃত্ত, ক্ষীয়মাণ, বিধ্বস্তদুর্ব্বল।

১৫। **পারিবারিক অভ্যাস, ব্যবহার যার যেমন**—প্রকৃতিও তার তেমনি—সাধারণতঃ।

১৬। তোমার মাথা **স্ত্রী পরিবারেই লেগে আছে** কিন্তু—দেখাচ্ছ, লোক, গুরুর নামে—ঐ বাহানায়; তাঁকে উপচয়ে না রেখে তুমি দৈন্যের হাত থেকে বাঁচবে কি ক'রে?

১৭। **চিত্ত যেমন বৃত্তি সমাচ্ছন্ন,** বাস্তবও তেমনি গ্রহ গ্রস্ত।

১৮। সত্তা সম্পদ না হ'লে অর্জিত জৌলস তোমার যেমনই হোক না কেন জন্মের ভিতর দিয়ে—তা' কিন্তু বর্তাবে না কাউকে; অর্জন সত্তাসম্পদ ক'রে তোল সন্তান বাড়বে জৌলসে।

১৯। যাঁকেই অনুসরণ করবে—তাঁকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আদর্শের নীতিবিধি দেদীপ্যমান তাঁতে অচ্যুত সশ্রদ্ধ সন্দীপনায়, সক্রিয়তায়; ব্যতিক্রমে এর অঘটন ঘটতে পারে কিন্তু—এ কিন্তু সাধারণতঃ সবারই পক্ষে।

২০। প্রভাব হোক অমোঘ—কিন্তু প্রতাপ যেন জ্বালাময়ী না হয়—মানুষ শান্তি পাবে—দীপ্ত হবে, সার্থক হবে নিজেও—উপভোগে আর নন্দনায়।

২১। যা তোমার করণীয়, যখনই তা করছ না, যে সময়ে সেগুলি তোমার বাস্তবে পরিণত করবার ছিল তা' করলে না, অবহেলায় সময়কে সাবাড় করলে—বুঝে প্রস্তুত হ'য়ে থেকো—ব্যাধি, বিপাক ও বিপর্য্যয় অদূরেই তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। সাবধান হও—সামাল থেকো!

২২। **বর্ণাশ্রমে** জাতিভেদ নেই—বর্ণবৈশিষ্ট্যের পুষ্টি আছে—আর আছে **কৃষ্টিসম্বর্দ্ধনী সুপ্রজনন**—যা সবর্ণ এবং অনুলোমে উদ্ভূত হয়ে ওঠে; জাতিভেদ নাই, ঘৃণা নাই, বরং আছে পারস্পরিক সহযোগিতা—সত্তা ও স্বার্থের উপকরণ বৈশিষ্ট্য—জাতি হিসাবে দ্বি-জাতি—এক-তায় বিশ্ব দ্বিজাধিকরণের সমষ্টি সংপোষণে।

২৩। জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, ভালবাসা ও ধর্ম্ম যাঁহার ভিতর সহজ উৎসারিত, আর যাঁর প্রতি আসক্তিতে মানুষের বিচ্ছিন্ন জীবন ও জগতের সমস্ত বিরোধের চরম সমাধান লাভ হয় **তিনিই মানুষের ভগবান।**

২৪। যখনি কেহ তোমার কাছে তোমার আদর্শ, ধর্ম্ম বা তদ্রূপ মাঙ্গল্য কোন কিছুর নিন্দা বা অপবাদ করিবার সুযোগ বা অবসর পাইয়াছে বা অপবাদ করিতেছে;—ঠিক বুঝিও এই নিন্দা অপবাদ, অপযশের উপকরণ যাহাতে সেগুলি পোষণ পেতে পারে তা' তোমার অন্তর—তোমার হাব-ভাব ইত্যাদিতেই প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত আছে।

ইষ্টনিন্দা নিয়ন্ত্রণে :—

ইষ্টনিন্দা যেখানে হয়
শিষ্ট সুষ্টু রাগে
নিরোধ যদি নাই কর ত
অসৎ পাবে বাগে।

ব্রহ্মবোধের কষ্টিপাথর :—

(১) করলি সাধন করলিরে যোগ
শব্দজ্যোতিঃ দেখলি কত
ইতর আমির চরিত্র যা'
রইলো তা' সব স্বভাবগত।

(২) ঠাকুর দেখিস্ দেবতা দেখিস্
লাখ্ সিদ্ধাইই হোক্
কি হোল না বদলালে তোর
প্রবৃত্তিরঙ্গীন চোখ।

অভাব নিয়ন্ত্রণে :—

ইষ্টে যদি না র'ল ভাব
অভাব কি আর যায় ?
ডাইনী অভাব নানান ধাঁচে
রক্ত চুষে খায়।

প্রকৃত বড়োর পরখ :—

নামে কাউকে করলে বড় সত্তা বড় হয় না তার
অভ্যাস ব্যবহার দক্ষতাতে বাড়িয়ে তোলা মহিমায়।

নিষ্কাম প্রেমিকের প্রার্থনা :—

(ক) জীবন আমার অর্ঘ্য হ'য়ে
তোমাতেই যেন রাজে অতুল
তুমি যাহা চাও তাই মোরে দিও
আমি যাহা চাই ভুল।

(খ) তুমি যাহা দাও, তাই মোর ভাল
আমি যাহা চাই ভুল
আঁধারের পাশে রাখিয়াছ আলো
অসীমের পাশে কূল।

অন্তরে ইষ্টনিষ্ঠার প্রতিষ্ঠা

ইষ্ট, শ্রেষ্ঠ বা গুরুর
তাড়ন, পীড়ন, অনাদর ও অবজ্ঞাতেও
তোমার সশ্রদ্ধ আনতি
সক্রিয় অচ্যুত হ'য়েই চ'লছে—
দেখতে পাচ্ছ যখন থেকে,
বীতরাগ বিভ্রান্তির উপঢৌকনে
তোমার আনাচ-কানাচকেও
স্পর্শ ক'রতে পারছে না যখন,
দোষদর্শিতা, তোমার অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি-অন্ধতা।
হীনমন্যতার কুহকী অন্ধকার
সৃষ্টি ক'রতে পারছে না যখন—
বুঝে নিও—অন্তরে তোমার
নিষ্ঠার প্রতিষ্ঠা হ'য়েছে,
তোমার পদবিক্ষেপ
শাশ্বতের দিকে এগিয়ে চলেছে ;
নজর রেখো কোনও দুর্ব্বল মুহূর্ত্তেও যেন
ওরা তোমাকে স্পর্শ ক'রতে না পারে। (প্রীতিবিনায়ক—পৃঃ ৩৬)

আধ্যাত্মিক জীবনের সূচনা হয় কখন ?

তোমার ইষ্ট, আচার্য্য বা সদ্‌গুরুর প্রতি
যখনই এমনতর অনুরাগ সৃষ্টি হবে—
যে-অনুরাগ তাঁর অবজ্ঞা,
অবহেলা, আঘাত বা সংঘাতেও
অচ্যুত, অবাধ্য ও অনিবার্য্য হ'য়ে
তাঁ'তে একান্ত প্রীতিপ্রবণ ক'রে তুলবে
স্বতঃ আত্মপর্য্যবেক্ষণে,
আত্মনিয়ন্ত্রণ-সমঞ্জসা সার্থক সমাবেশে
সক্রিয় তাৎপর্য্যে—
তখন থেকেই তুমি তাঁ'তে
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে উঠছ,
তাঁর জীবন
তাঁর চাহিদার সমস্ত বোধ নিয়ে
তোমার চরিত্রে প্রাজ্জ্বল হ'য়ে উঠতে
আরম্ভ ক'রেছে,

তোমার প্রবৃত্তির কোন-কিছু চাহিদা
তাঁ'কে চাওয়ার অন্তরায় হ'য়ে
কোনক্রমেই যখন দাঁড়াতে পারছে না—
প্রবৃত্তিগুলি নিয়ন্ত্রণে সার্থক সংহত হ'তে
তখন থেকেই সুরু ক'রেছে,
তাঁর প্রতি তিলমাত্র বিরূপ বা বিক্ষেভাবের কারণও
যখন তাঁ'তে আরো অনুরাগ-উদ্দীপী
ক'রে তুলেছে
একটা সংঘাত মথিত প্রীতি-প্রেরণার
উদ্দীপনায় স্বতঃ নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে—
তখন থেকেই তোমার আধ্যাত্মিক জীবন
জন্মগ্রহণ ক'রেছে,
পূর্ব্ব-পূর্ব্ব কর্ম্মফল,
নিয়তির দুরপনেয় ডাইনী আকর্ষণ
সবগুলিই
ব্যর্থ হ'তে আরম্ভ ক'রেছে,
ভাগবত জন্ম তোমার আরম্ভ হ'লো
তখন থেকেই,
তুমি তাঁকে লাভ ক'রতে পারলে,
অতীঃ উদ্গাতা হ'য়ে তোমার জীবনে
সামগীতির সম্মোহন সুরে
দিগন্তের বিজয়বার্ত্তা
বহন ক'রতে সুরু ক'রেছে।

(প্রীতিবিনায়ক, পৃঃ ৩৮)

প্রীতি ইষ্টে কেন্দ্রায়িত না হলে

তোমার প্রীতি যতক্ষণ
ঈশ্বর, ইষ্ট বা শ্রেষ্ঠে
কেন্দ্রায়িত না হ'য়ে উঠছে
বাস্তব নিঃস্বার্থভাবে—
তুমি পিতামাতার সেবাই কর
সন্তান-সন্ততির প্রতি অনুরাগসম্পন্নই হও
তোমার স্বামীপ্রীতি থাকুক বা স্ত্রী-প্রীতিই থাকুক
অর্থ-সম্পদ, মান মর্য্যাদা যা'তেই অনুরক্ত হও
এ সবই কিন্তু নিয়তির নিগ্রহ ছাড়া
আর কিছু নয়.

আসক্তি-নিগড়-নিবদ্ধতায়
দুর্দ্দশার দুর্দ্ধর্ষ মর্দ্দনে
নিপীড়িত হ'তেই হবে তোমাকে,
কারণ সে-অনুরাগ
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী না হওয়ায় নিরর্থক-
শোষণ-সংশ্রয়ী ;
দুনিয়াকে ভালবাস ক্ষতি নাই,
সকলকে ভালবাস ক্ষতি নাই,
সে-সব ভালবাসা যেন
ইষ্টে কেন্দ্রায়িত নিবিড় প্রীতির
প্রতিফলন হয় যাহ,
বস্তুত রেহাই পাবে। (প্রীতি-বিনায়ক-পৃঃ ১০)

দুরারোগ্য রোগ আধিব্যাধির হাত হইতে পরিত্রাণের উপায়

তোমার কেন্দ্রায়িত আস্থা
যতই ধ্রুব হ'য়ে উঠবে
সক্রিয় সহজ থাকবাকিতে—
অর্থাৎ ঐ অবস্থার বিপরীত কল্পনার
আবির্ভাব হবার অবসর না পেয়ে উঠবে যতই,
যে ব্যাপারেই হো'ক না কেন
সাফল্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে ততই,
এমনকি দুরারোগ্য রোগ, আধিব্যাধি হ'তেও
অমনতর আস্থাবান্ বিশ্বাসী
অলৌকিক-ভাবে রেহাই পেয়ে থাকে প্রায়শঃ,
আস্থা বা বিশ্বাসটাকে
যতই অমনতর সহজ ক'রবে
সহজ, সক্রিয়, শ্রদ্ধা-উদ্দীপী, আকর্ষণী
অভিব্যক্তি, বাক্ ও ভঙ্গী নিয়ে—
সন্দিৎসা, বোধ ও বিবেচনা ততই
সহজ ও সক্রিয় হ'য়ে উঠবে
সাফল্যের দিকেও এগিয়ে যাবে ততই। (প্রীতি-বিনায়ক পৃঃ ১২)

ইষ্টভৃতে দীক্ষা বাঁচে
শরীর বাঁচে কর্ম্মে
সদাচারে সমাজ বাঁচে
জীবন বাঁচে ধর্ম্মে। শ্রীশ্রীঠাকুর।

দরদ নিয়ে প্রীতির পথে
শ্রদ্ধা নমনেরে
পারিস যদি বলিস কথা
হৃদয় স্পর্শ করে। — শ্রীশ্রীঠাকুর।

প্রিয়জন স্বপন দেখুক যতই
প্রিয়ের কথা বলুক না
সক্রিয় দরদী না হলে
আস্থা তাতে রেখোনা। — শ্রীশ্রীঠাকুর।

শুধু কামুক চাহিদাই কিন্তু কাম নয়কো,
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি লিপ্সু যে কোন চাহিদাই কাম। — শ্রীশ্রীঠাকুর।

To judge one
is not to punish
but to correct
to console. — S. S. Thakur.

Foppish etiquette bears a little value
but character proves one's heredity. — S. S. Thakur.

শরৎ দা (হালদার) প্রশ্ন করলেন—নামটা কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর স্ফূর্তিযুক্তভাবে উত্তর দিলেন :—নাম হ'লো কারণ স্বরূপের স্পন্দনাত্মক প্রতিচ্ছবি। আপনি, আমি দুনিয়ার যা'-কিছুই কিন্তু ঐ নামেরই বিবর্তিত রূপ। কারণরূপী যিনি তিনিই সূক্ষ্ম ও স্থূলে পর্যবসিত হয়েছেন। সৃজন-ধারার কথা জানতে গেলেই পুরুষ-প্রকৃতির কথা আসে, বিজ্ঞানে বলে Positive (কর্তা), Negative (স্ত্রী)-এর কথা। এই দুয়ের মধ্যে আছে আকর্ষণ, বিকর্ষণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ। তার মধ্য দিয়েই লীলায়িত হ'য়ে ওঠে স্পন্দন। স্পন্দনে স্পন্দনে আবার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলে। এইভাবে পারস্পরিক সংঘাত ও সংযোগ-বিয়োগের ভিতর দিয়ে সৃষ্টি গুণিত হয়ে চলে ছন্দায়িত ভাবে। এক একটির ছন্দ এক-এক রকম, তাই আমরা দেখতে পাই, সৃষ্টির কোন দুটি জিনিস এক রকম নয়, প্রত্যেকটিই বিশিষ্ট। **সমজাতীয়** বৈশিষ্ট্যের এই গুচ্ছকেই বলা হয় বর্ণ, তাই বর্ণ জিনিসটা কিন্তু মানুষের তৈরী নয়। এটা সৃষ্টির মধ্যেই অনুস্যূত। মূল কথা, বৈশিষ্ট্যবান্ স্পন্দনের ঘাত-প্রতিঘাত ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরিপ্লব চলেছে দুনিয়াময়। তার মধ্য দিয়েই সৃষ্টি নিত্যনবীন ভাবে উৎসারিত হ'চ্ছে—কারণ হ'তে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম হ'তে স্থূলে। স্থূল থেকে সূক্ষ্ম ও কারণ স্তরে যদি যেতে হয়, তবে যে স্পন্দন নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও রকমারির ভিতর দিয়ে এত পথ বেয়ে আজ এই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তাকে অনুসরণ ক'রেই যেতে হবে। নাম হ'লো সেই স্পন্দনেরই প্রাণবীজ, যে কোনো স্পন্দনের মরকোচ

আছে এই নামের মধ্যে। তাই একে বলা হয় অনামী নাম। এই নাম যদি ঠিক ঠিক ভাবে অনুশীলন করেন—নামীর প্রতি অনুরাগ নিয়ে, তবে আপনার সমস্ত অতীত আপনার সামনে উদ্ভাসিত ও উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে উঠবে। আপনি একবারে মূলে চলে যেতে পারবেন। যেমন ধরুন, আপনার সামনে এক গাছ দড়ি প'ড়ে আছে, সেই দড়িটি বাঁধা আছে দূরে একটা গাছের সঙ্গে, কোন্ গাছের সঙ্গে বাঁধা আছে, তা' যদি আপনি জানতে চান, এই দড়িটা ধরে এগিয়ে গেলেই তা জানতে পারবেন। নাম ও নামীও তেমনি এই অজানা পথে আমাদের একমাত্র অবলম্বন।

(আলোচনা প্রসঙ্গে ২য়)

প্রশ্ন—হনুমান লঙ্কা দগ্ধ করলেন, আবার শ্রীকৃষ্ণও কত লোককে হত্যা করলেন। কিন্তু অহিংসা তো পরম ধর্ম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অহিংসা পরম ধর্ম, হিংসাতো পরম ধর্ম নয়। হিংসাকে অটুট অক্ষত রাখলেতো অহিংসার প্রতিষ্ঠা হয় না। অহিংসার প্রতিষ্ঠার জন্য হিংসাকে সরাসরি ভাবে হিংসা করতে হবে, সুস্থতা আনতে গেলে অসুস্থতাকে বধ করতে হবে, পবিত্রতা জাগাতে গেলে নিষ্ক্রিয়তাকে মারতে হবে। আমিতো এই রকমই বুঝি। তবে এটা করতে হবে মঙ্গল-বুদ্ধি-প্রণোদিত হ'য়ে। তাই পাপীকে ঘৃণা বা হিংসা না ক'রে পাপকে ঘৃণা বা হিংসা ক'রে পাপীকে পাপ মুক্ত ক'রে তুলতে চেষ্টা করতে হবে। তাই বলছিলাম, হিংসকের হিংসার প্রতি যদি আমরা অহিংস হই, তবে সেইটেই হবে অহিংসা বিরোধী, অর্থাৎ হিংসাপোষণী আচরণ।

(আলোচনা প্রসঙ্গে ২য়)

কেউবা জিজ্ঞাসা করলেন—আমরা যে জপধ্যান করি, তার প্রকৃত তাৎপর্য্যই বা কী আর প্রয়োজনই বা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পাতঞ্জলে আছে, তজ্জপস্তদর্থভাবনম্। জপের মধ্যে আছে মানস আবৃত্তি। আবৃত্তি মানে সমাবর্ত্তনে থাকা। জপ্য মন্ত্র বা নাম আদি কারণের প্রতীক-স্বরূপ। আর, নাম করা মানে সেই কারণ-সত্তার প্রতি আনত হ'য়ে তাঁতেই অবস্থান করার চেষ্টা করা। অর্থ মানে গতি বা গন্তব্য। নামের গন্তব্য হচ্ছেন নামী। নামের অর্থ ভাবতে গেলেই নামীতে যেয়ে পৌঁছাতে হবে। নাম, নামী, জগৎ ও আমি এই সবগুলির সার্থক সঙ্গতি ও সম্পর্ক আবিষ্কারই জপধ্যানের কাজ। তা' যদি না করি তবে আঁধারে পথ চলার মত অবস্থা হয়। চলনাটা হয় অগোছালো রকমের। কারণ, নিজের সঙ্গে ও জগতের সঙ্গে এবং তার পিছনের কারণের সঙ্গে কোন পরিচয় বা যোগসূত্র ঘটে না। তাই চলনাটা হয় এলোমেলো ও অসঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু সেই পরিচয় আমাদের করাই চাই। অর্থসহ নাম করলে ঠাকুরের পরস্ফূর্তি হয়। নাম হ'লো শব্দব্রহ্মেরই প্রতীক, তা' থেকেই যা'-কিছুর উদ্ভব। নামের মধ্যেই আছে বিশ্বসত্তার বর্ণ পরিচয়। নামই ঠাকুরের সত্তা, প্রতিটি যা'-কিছুর সত্তা। তোমার প্রাণন-শক্তির তোষণ করলে তুমি যেমন তৃপ্ত হও, ঠাকুরের প্রতি অনুরাগ নিয়ে নাম করলে তিনিও তেমনি তৃপ্ত হন, তুষ্ট হন অর্থাৎ তোমার সত্তাস্বরূপী ঠাকুর প্রেরণাপুষ্ট ও নন্দিত

হয়ে ওঠেন। যতই নাম ধ্যান করা যায় ততই ঠাকুরের প্রতি অর্থাৎ জীবন্ত সদ্গুরুর প্রতি সত্তার সম্বেগ বাড়ে। তিনিই যে আমার জান-প্রাণ এমনতর অনুভব সমগ্র সত্তাকে ঠেসে ধরে। এইভাবে এগোতে-এগোতে 'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি' হ'য়ে ওঠেন। স্পষ্ট বোধ করা যায় তিনি ছাড়া কেউ নেই, কিছু নেই। সবের মধ্যে একেকে দেখি, আবার সেই পরম একের মধ্যে সবকে দেখি। এই দেখাই তো দেখা, এই জানাই তো জানা। আর, এই জানাটাই কিন্তু একটা ধ'রে নেওয়া বা আরোপ করা ব্যাপার নয়। সেই একই শক্তি কোথায় কিভাবে কেমন ক'রে কিরূপে পরিণয়ন লাভ করেছে, তা' খুঁটিনাটি-সহ বোধ করা যায়। Analytically (বিশ্লেষণ সহকারে) ও Synthetically (সংশ্লেষণ সহকারে) দেখা যায়—সেই একই আছেন সর্ব্বত্র। সর্ব্বদিক দিয়ে এগিয়ে, সবরকমে সেই একেকে বিচিত্ররূপে না পেলে সুখ কোথায়, মজা কোথায়? এ-আনন্দ নিত্যনূতন যোগসূত্র ও সম্পর্ক আবিষ্কারের আনন্দ। তাই বলে নিত্যলীলা। মানুষ তখন নির্ভয় হয়, নিরুদ্বেগ হয়, সদানন্দ হয়। স্ফূর্ত্তিতে গান ধরে (শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে অপার্থিব আনন্দের দ্যুতি ও লালিত্যমধুর স্বর্গীয় লাবণ্য) —তোমার খাই, তোমার পরি, তোমার ঘরে বসত করি। Theory (উপপত্তি) করলে হবে না, Concrete-এ (বাস্তবে) এসে পৌঁছান চাই। তাই বলেছেন বাসুদেব অর্থাৎ বসুদেবের ছেলে কেষ্ট ঠাকুর।

শ্রীকৃষ্ণের যতেক লীলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা

নরবপু তাঁহার স্বরূপ,

গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর

নরলীলার হয় অনুরূপ।

শুধু নরবপু ব'লে ছেড়ে দেন নি, গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর ব'লে চিহ্নিত ক'রে দিয়েছেন। তাঁকেই চাই। অর্থাৎ নিজ সদ্গুরুর প্রতি অটুট নিষ্ঠা চাই। ঐ সক্রিয় নিষ্ঠা ও অনুরাগই মূল জিনিস। নতুবা শুধু নাম করলে কি হবে? তাই আছে, 'কোটি জন্ম করে যদি নাম-সংকীর্ত্তন, তথাপি না পায় কেহ ব্রজেন্দ্র-নন্দন'। অবশ্য, আগ্রহ সহকারে নাম করতে-করতে অনুরাগ হয়। তাই চাই আগ্রহ-সন্দীপ্ত অভ্যাস-যোগ। Moodটা (ভাবটা) ঐ মুখী ক'রে ফেলতে হয়। করলেই হয়। হওয়ার রাস্তা একদম খোলা। 'মীরা কহে বিনা প্রেমসে নাহি মিলে নন্দলালা'। 'আমি বলি, নন্দলাল কেন, কাউকেই কিছুকেই 'বিনা প্রেমসে' মেলে না। প্রেম যদি ঢালতেই হয় তবে নন্দলাল ছাড়া যার-তার পায়ে ঢালতে যাব কোন্ দুঃখে? আমরা কি বেকুব নাকি?

(আলোচনা প্রসঙ্গে—১০ম খণ্ড)

শ্রীশ্রীঠাকুর ইষ্টভৃতির আশীর্ব্বাদী দেওয়ার প্রথা উঠিয়ে দিতে চান। সেই সম্পর্কে বললেন—সব ব্যাপারে democracy (গণতন্ত্র) চলতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের ব্যাপারে democracy (গণতন্ত্র) চলে না। আমি ওদের latitude (ঈষৎ ঢিল দিয়ে প্রশ্রয়) দিতে কম দিই নি, কিন্তু দেখলাম কিছু হয় না ওতে। ওরা বলল—allu-

remental incentive (লোভ ও উৎসাহ)-এর কথা। যদিও জানি এতে কোন লাভ হয় না, তবু রাজী হলাম এই ভেবে যে ক'রে বুঝুক। এমনি ক'রেই কর্মীদের allowance (ভাতা) ও benefaction (আশীর্ব্বাদী) দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু এগুলি কাজের incentive (উৎসাহ-সঞ্চারক) হওয়া দুঃখের কথা, আগের সেই urge (আকূতি) কোথায় উবে গেল। নিরাশী নির্মম হ'য়ে না নামলে এ-কাজ হবার নয়। আমি বলি কর্মীরা তাদের সেবার উপর দাঁড়াক, যোগ্যতার উপর দাঁড়াক, মানুষ-সম্পদের উপর দাঁড়াক। ঋত্বিকরা যদি ঋত্বিকীর উপর দাঁড়ায়, তাহলেই এ movement (আন্দোলন)-এর জোর বদলে যাবে। তাতে ঋত্বিক্, যজমান, সবারই হিম্মত বেড়ে যাবে। (আলোচনা প্রসঙ্গে ১০ম খণ্ড)

প্রঃ—প্রফুল্ল—Autocracy কথাটার প্রচলিত অর্থ ভাল নয়। যথেচ্ছাচার সম্পন্ন শাসন-প্রণালীকে মানুষ autocracy বলে।

উঃ—শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি autocracy ব'লতে তা' বুঝি না। আমি বুঝি স্বতঃস্ফূর্ত শাসনতন্ত্র। কেউ যদি ইষ্টকে ভালবাসে, এবং ইষ্টানুরাগের অনুপ্রেরণায় পারিপার্শ্বিকের ইষ্টানুগ সেবা-সম্বর্দ্ধনা নিয়ে চলে, তার চলনটা হয় অবাধ। যে ভগবানের বিধি মানে, সত্তাসম্বর্দ্ধনার বিধি মানে, সেই-ই প্রকৃত স্বাধীন। তার স্বাধীন চলন অন্যের সত্তাপোষণী স্বাধীন চলনে কোন ব্যাঘাত তো সৃষ্টি করেই না, বরং তাকে পুষ্ট ক'রে তোলে। এমনতর নির্বিরোধ অবাধ চলন কি খারাপ? রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনায়কের গতি-প্রকৃতি যদি এমনতর হয়, তাতেও ভাল বই খারাপ হয় না।

এরপর বললেন—

Autocracy that upholds and nurtures
every individual of adherence
with inter interested obliging service to one another,
and elates the life and growth of everyone
along the requisites,
of their own uplifting move
is a domain of interunited love-service;
democracy smiles there in an autocratic effulgence
with every freedom of love-rule.

(যে স্বতঃস্ফূর্ত শাসনতন্ত্র পারস্পরিক স্বার্থান্বিত প্রীতিমুখর সেবার মাধ্যমে প্রতিটি অনুরাগশীল ব্যক্তিকে ধারণ ও পোষণ করে এবং তাদের উন্নয়নী গতির উপযোগী লওয়াজিমার ব্যবস্থা ক'রে প্রত্যেকের জীবন এবং বর্দ্ধনকে দৃপ্ত ক'রে তোলে, তাই-ই হ'লো পারস্পরিক ঐক্যবদ্ধ প্রীতি পরিচর্য্যার আবাসভূমি, প্রীতি-প্রসূত শাসন সম্বলিত স্বাধীনতা ও স্বতঃস্ফূর্ত শাসনতন্ত্রের ঔজ্জ্বল্য সহ গণতন্ত্র সেখানে হাস্যমুখর।)

(আলোচনা প্রসঙ্গে ১০ম খণ্ড)

প্রঃ—'জীবাত্মা' 'পরমাত্মা' মানে কী ?

উঃ—যে এক সত্তা সূক্ষ্ম স্থূলে আকার হইতে আকারে পরিবর্তিত হইয়া অথচ চলায় অপরিবর্তনীয় ভাবে তাহাই থাকিয়া নিরন্তর গমনশীল আমি বুঝি তিনিই বা তাহাই পরমাত্মা। আর বহু জীবে আকারিত পরমাত্মা স্মৃতি ও চেতনাকে লইয়া স্থান ও কালের ভিতরে সৃষ্টিতে পরিবর্তিত হইতে হইতে যাহা বা যিনি চলিয়াছেন তিনি বা তাহাই জীবাত্মা। **Prime factor of all constitution অর্থাৎ যে সত্তা বা factor হইতে বা যে সত্তা বা factor যাবতীয় যাহা কিছুতেই evolved হইতে চলিয়াছে, আর যাহার মধ্যে evolved যাহা কিছু cease করিয়া অবসানে নিঃশেষ হইয়া যায় আমি তাহাকেই পরমাত্মা বলি—অর্থাৎ prime factor of all the constituents that have been evolving.

প্রঃ—ব্রহ্ম মানে কী ?

উঃ—যে common factor স্থূল, সূক্ষ্ম, স্থাবরজঙ্গম, ব্যষ্টি, সমষ্টি ইত্যাদিতে প্রকট হইয়া প্রত্যেক এক অন্যের নিকট আত্মায় দীপ্ত হইয়া অবিরাম বৃদ্ধিতে প্রগতি-পরায়ণ সেই common factor with all these qualities in itself হচ্ছে ব্রহ্ম। মনে করুন, যেমন চিনির দোকানের নানা প্রকার চিনির খেলনা—চিনি নানা রকম হয়েও যেমন আসলে চিনিই আছে, তেমনি নানা রকম হওয়ার quality যুক্ত যে চিনি তাই খেলনা-জগতের ব্রহ্ম চিনি।

প্রঃ—ধর্ম ও বিজ্ঞানে সম্বন্ধ আছে কি ?

উঃ—Science নিজেই অমৃতের পথপ্রদর্শক। Science-ই দেখিয়ে দেয় আমাদের, কি করে সুখে থাকব, বৃদ্ধি পাব, বেঁচে থাকব। তাই ধর্ম নিজেই বিজ্ঞানকে নিমন্ত্রণ করে। আধ্যাত্মিকতার দর্শনই বিজ্ঞান। আত্মাকে দেখিতে গেলে তাহাকে আবিষ্কার করিয়া যাহা যাহা আছে তাহা দৃষ্টিগোচর হবেই, আর সেই জ্ঞানই বিজ্ঞান—সেই আধ্যাত্মিকতা।

প্রঃ—স্বর্গ ও নরক মানে কি ?

উঃ—শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—স্বর্গ মানে উন্নতে যাওয়া, উন্নতে থাকা, নরক মানে কষ্টে থাকা। যারা সৎ চলনে চলে তারা দরিদ্র হ'য়েও অন্তরে স্বর্গসুখ ভোগ করতে পারে। আসুরিক বুদ্ধি যাদের, তারা ভোগ-সুখের মধ্য থেকেও অন্তরে নরকবাসের যন্ত্রণা ভোগ করতে পারে। (আলোচনা প্রসঙ্গে ১০ম খণ্ড)

প্রশ্ন—ধর্মজীবনের বিকাশের জন্য ব্যষ্টি ও সমষ্টির অবশ্যমান্য কি কি ?

উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এক এবং অদ্বিতীয় যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধারক-পালক ও স্রষ্টা, তাঁর প্রতি নতি ও আনুগত্য প্রথম প্রয়োজন, সেই সঙ্গে সঙ্গে মানতে হবে পূর্ব পরিপূরক ঋষি-মহাপুরুষগণকে, তাঁদের আবির্ভাব যেখানে যখনই হ'য়ে থাকুক না কেন। আমি শ্রীকৃষ্ণকে মানি যিশুখ্রীষ্টকে মানিনা, বা রসুলকে মানিনা, তাতে কিছু হবে না। যাঁরা স্রষ্টা ও পরমপথের সন্ধানদাতা, তাঁদের প্রত্যেককে মানতে হবে। আর, মানতে

হবে পিতৃপুরুষকে যাদের থেকে আমরা উৎসৃষ্ট হয়েছি। পিতৃপুরুষকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা ক'রে, তাঁদের প্রতি অকৃতজ্ঞ হ'য়ে ধর্মপথে অগ্রসর হওয়া যায় ব'লে আমি বিশ্বাস করি না। পিতৃপুরুষতো আমারই উৎস, আমি তো পিতৃপুরুষেরই পরিণতি। পিতৃপুরুষকে বাদ দিয়ে আমরা দাঁড়াই কোথা? আর যা, মানা দরকার তা' হলো সেই বিধান যা' আমাদের রক্তের ধারা, গুণ-বৈশিষ্ট্য ও বিশিষ্ট কর্মদক্ষতাকে বংশ পরম্পরায় সঞ্জীবিত ক'রে রাখে। এই উদ্দেশ্যগুলি যা দিয়ে ভাল ক'রে সিদ্ধ হয়, তাকে আমরা বলি বর্ণাশ্রম। তাই বর্ণাশ্রমের নীতিকে আমাদের মানতে হবে। শুধু মানা নয়, যাতে অকুলদের কুলগতি ও ধারাবাহিকতা বজায় থাকে, সেইজন্য সর্বত্র বিবাহ ও বৃত্তি-নির্বাচনের ব্যাপারে বর্ণাশ্রমের বৈজ্ঞানিক বিধানকে প্রয়োগ করতে হবে। আর, মানতে হবে বর্তমান বৈশিষ্ট্যশালী আপূরয়মাণ যুগপুরুষোত্তমকে। তাঁকে মানা মানে তাঁকে ধরা। তাঁকে ধরেই মানুষ সঙ্গতি ও সার্থকতার সূত্র খুঁজে পাবে।

(আলোচনা প্রসঙ্গে: ১০ম খণ্ড)

নিখিলদার প্রশ্ন—কোন্ মনোভাব নিয়ে আমাদের চলতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুরের উত্তর—দুঃখ-কষ্টের জন্য ষোল-আনা রাজী থাকতে হবে। এ কথা মনে করো না যে তোমার বাড়ীতে চুরি হবে না, ছেলেপেলের অসুখ হবে না, কারও অকালমৃত্যু হবে না, অভাব-অভিযোগ হবে না, ঝগড়া-ঝাটি হবে না। এগুলি যে হবে না এমন নয়। যা হবে তার থেকে experience (অভিজ্ঞতা) gain (লাভ) করা চাই যাতে ভবিষ্যতে ওগুলি আর না ঘটতে পারে এবং ঐ দুর্ঘটনাগুলিকে তুমি শুভফল-বাহী ক'রে তুলতে পার। কর্মফল ভুগতে হবেই, কিন্তু ইষ্টচলন অব্যাহত থাকলে, কোন-কোন কর্মের ফল undone (নষ্ট) হ'য়ে যায়, কোনটা lesser (কম) ভাবে আসে, কোনটা আদৌ occur করে (ঘটে) না, আবার যেগুলি ঘটে সেগুলির ফল শুভ সুনিয়ন্ত্রিত করা যায়। তা' ছাড়া, বর্তমানের চলনা যদি ইষ্টপ্রাণতার ফলে ত্রুটিহীন হয়, তাহ'লে বর্তমানের গর্ভজাত ভবিষ্যতে দুঃখ-কষ্ট পাওয়ার সম্ভাবনা রুদ্ধ হ'য়ে আসে। এইগুলিই হ'লো লাভ, কিন্তু সে লাভের মূল হচ্ছে ইষ্টানুগ আত্মনিয়ন্ত্রণ। নইলে আকাশ থেকে কোন সুখ-সুবিধা ব'য়ে পড়বে না। না ক'রে কিছু পাওয়ার দুরাশা রেখো না। সে তুক আমার জানা নেই। তুমি হয়তো বৌমাকে এমন ভাবে manipulate (নিয়ন্ত্রণ) করতে পার, যাতে সে তোমার শিষ্যার মত হ'য়ে যাবে। তোমার জন্য কষ্ট সইতে তার আর গায়ে লাগবে না। সর্বদিক adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে চলতে পারলে একজনের প্রত্যেকটি সন্তান অসাধারণ জীবনীশক্তির অধিকারী হ'তে পারে, long lived (দীর্ঘজীবী) হ'তে পারে, প্রবল resisting capacity (রোগ-প্রতিরোধী ক্ষমতা) নিয়ে জন্মাতে পারে, অনেকখানি নীরোগ হ'তে পারে, obedient (বাধ্য), intelligent (বুদ্ধিমান) ও efficient (যোগ্য) হ'তে পারে। একজনের পরিবারের লোকগুলি যদি তার asset (সম্পদ) হয়, তাহ'লে তার ভাবনা কী? চলন ও বিয়ে যদি ঠিক থাকে তবে generation after generation (পুরুষানুক্রমে) মানুষ বেড়েই চলে। তোমার ভবিষ্যত বংশধরগণ যাতে উন্নততর হয়, তার ভিত এখন থেকেই পত্তন

কর। আমি যা'-যা' কই সেগুলি চেষ্টা দিয়ে মূর্ত ক'রে চল। তাতে plus (যোগ) হবেই। যোগ যোগই সৃষ্টি ক'রে, যোগে বিয়োগ নেই, বিয়োগে আবার যোগ থাকে না।
(আলোচনা প্রসঙ্গে ১০ম খণ্ড)

বহিরাগত একটি ভাই এসে বল্লেন—চেষ্টা দিয়ে এসেছি। তিনমাস পরে final (শেষ) পরীক্ষা, যত পড়ি কিছুইতো মনে থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরীক্ষার পড়া তৈরী করছিস পরীক্ষা দিতে হবে, এসব কথা মোটেই ভাববি না। বরং অনুরাগ নিয়ে বিষয়গুলিকে এমন ক'রে আয়ত্ত করতে চেষ্টা কর যাতে যে কোন মানুষকে তুই তা বুঝিয়ে দিতে পারিস। হয়ত তোর ছোট ভাই বা বোনকে গল্পের মত করে জিনিষগুলি বুঝিয়ে দিবি। আবার ভেবে দেখবি বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে ঐ বিষয়গুলির উপযোগিতা কি, ঐ জ্ঞানকে কোথায় কি কাজে লাগাতে পারিস। এই বুদ্ধি নিয়ে পড়িস—দেখবি মাথায় গেঁথে যাবে, ভুলবি না, অযথা উদ্বেগকে প্রশ্রয় দিবি না, নাম করবি, শরীরটা ঠিক রাখবি, স্ফূর্তিতে থাকবি। (আঃ প্রঃ ২য় খণ্ড ২৭ পৃঃ)

(পিছটান যদি বড় হয়, তা হ'লে একাজ পারবে না। রামকেষ্ট ঠাকুর বলেছেন—একাজ ঈশ্বরকোটি পুরুষের কাজ। ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠা যাদের জীবনে Normally Primary Prominent (স্বতঃই প্রথম ও প্রধান), তারাই ঈশ্বরকোটি পুরুষ। এমনতর যারা, তারা কোন Selfish Consideration-এই (স্বার্থ-চিন্তাতেই) deviated (বিচ্যুত) হয় না। (আঃ প্রঃ ২য় খণ্ড ৩৬ পৃঃ)

একটি ছেলে আছাড় খেয়ে পড়ে গিয়ে কাঁদছে। তাকে উঠিয়ে শান্ত করে পরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে এসে বলা হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোদের চোখ-কান কেন যেন সজাগ থাকে না, চারিদিকে নজর না থাকলে কি হয়? সন্ধানী চোখ সন্ধানী কান সন্ধানী মন না থাকলে অনুসন্ধিৎসু সেবা হয় না। তা না হলে ব্যক্তিত্বও বাড়ে না। কে কতখানি চেতন, কে কতখানি সজাগ, কে কতখানি সক্রিয় তাই দেখে বোঝা যায় সে নাম ধ্যান কতখানি করে। চৈতন্যের রাজ্যে যে যতখানি অগ্রসর হয়, তার জড়ত্ব ততখানি চলে যায়। নিজেদের নিরাপত্তার দিক দিয়েও এই হুঁশিয়ার চলন একান্ত প্রয়োজন। (আঃ প্রঃ ২য় খণ্ড ৫২ পৃঃ)

অবিনাশদা আসলেন, তাঁর সঙ্গে কিছু সময় জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা চললো, কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—গ্রহগুলি আমাদের Complex (বৃত্তি) কেই represent (সূচিত) করে। বিশেষ কোন মানুষ বিশেষ কোন Complex-এর (বৃত্তির) আওতায় প'ড়ে কিভাবে তা' Predict করা (আগে থাকতে বলা) যায়। কিন্তু মানুষ যদি সর্বতোভাবে ইষ্ট কেন্দ্রিক হয়, তখন কিন্তু সে আর প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয় না, বরং সব প্রবৃত্তিকেই সে পরিচালনা করে, ইষ্টার্থ-প্রতিষ্ঠার উপযোগী ক'রে। এমনি করেই মানুষের গ্রহ দোষ খণ্ডন হয়। এ ছাড়া অন্য পথ নেই। তাই বলে, কিং কুর্বন্তি গ্রহাঃ সর্বে যস্য কেন্দ্রে বৃহস্পতিঃ। বৃহস্পতি মানে সদ্‌গুরু, জীবনের কেন্দ্রদেশে বসান চাই তাঁকে, তাঁর ভজনায় তাঁকেই নিজের ভাগ্য বিধাতা ক'রে

তোলা চাই, নইলে কিন্তু শুধুই দীক্ষা নিলে হবে না। তবে দীক্ষা নিয়ে যারা যজন যাজন, ইষ্টভৃতি ঠিকমত করে তারাও কিন্তু অনেকখানি বেঁচে যায়। সর্ব ব্যাপারে ইষ্টকে যারা মুখ্য ক'রে চলে, তাদের ত কথাই নেই। খারাপ কিছু আসলেও তারা তাকে ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠার মহড়ায় ফেলে ভালর দিকে বাঁকিয়ে নেয়।

(আঃ প্রঃ ২য় খণ্ড ৭৫ পৃঃ)

প্রফুল্ল—কারও যদি খুব talents (ক্ষমতা) থাকে, মানুষকে খুব Service (সেবা) দেওয়া থাকে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে go-between [ফন্দী বৃত্তি] থাকে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন talent (ক্ষমতা), কোন Service (সেবা) দেওয়ায় কিছু হবে না। অযাচিতভাবে Service (সেবা) দিয়ে যাকে পঙ্গু ক'রে তুলেছ, সেই তোমাকে বলবে 'তোর কাছে কী ? তুই-ই তো আমাকে টাকা দিয়ে সর্বনাশ করেছিস, নইলে আমি এত দিনে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারতাম।'

Go-between (ফন্দী বৃত্তি) ওয়ালারা যে Psychology (মনো-বিজ্ঞান) ও philosophy (দর্শন) আওড়ায় তা'ও Go-between এ (ফন্দীবৃত্তিতে) ভরা, Scheme (পরিকল্পনা)-ও করে সেই ধরণের, 'চাচা আপনা বাঁচলে।' কেষ্ট-দা! পাঞ্জা দেবার সময় খুব লক্ষ্য রাখবেন, মানুষটার Go-between আছে কি না। Go-between (ফন্দীবৃত্তি) থাকলে সে এ-কাজে Successful (কৃতকার্য) হতে পারবে না, কাজের থেকে অকাজ বেশী করবে, আর যেখানে সেখানে জঞ্জাল বাধাবে, আর আপনার হবে জ্বালা। (আঃ প্রঃ ২য় খণ্ড ১৫৬ পৃঃ)

বীরেন দা (ভট্টাচার্য)—মানুষ চেনার সহজ উপায় কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখতে হয় কথার সঙ্গে কাজ ও ব্যবহারের মিল আছে কি না। আর দেখতে হয় কথাবার্তার মধ্য দিয়ে সে নিষ্ঠাকে অটুট রেখে মানুষকে প্রীত করে প্রীত হ'তে চায়, না, খামখেয়ালী চালে নিজের প্রাধান্যকে জাহির করতে চায়, ভাল মানুষের একটা প্রধান লক্ষণ হ'লো সে আদর্শে অটুট থেকে পরিবেশকে আনন্দ দিয়ে আনন্দ পেতে চায়। নিজের অহমিকার বালাই নিয়ে সকলকে আঘাত করে না। একরকম আছে ব্যক্তিত্বহীন বিনয়, সব কথাতেই সায় দিয়ে যায়, সে কিন্তু ভাল নয়। সংব্যক্তিত্ব সম্পন্ন যারা, তারা ভদ্র ব্যবহার ও সেবানুসন্ধিৎসা নিয়ে চললেও আদর্শকে কখনও বিসর্জন দেয় না বা অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ রফা করে না। (আঃ প্রঃ ২৪২ পৃঃ ২য় খণ্ড)

বিমল-দা—কেউ যদি বলেন, ঠাকুর এই বলেছেন, আপনি যদি তা না মানেন, তবে গুরু দ্রোহিতা হবে, কিন্তু আমি যদি বুঝি যে তা আপনার interest (স্বার্থ)-এর বিরুদ্ধে যাবে, সেখানে আমার করণীয় কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর (চকিতে সোজা হ'য়ে উঠে ব'সে আবেগভরে বলতে লাগলেন)—আগে ঠাকুর তারপর তাঁর কথা। যেমন শোনা যায় 'resist no evil' (অন্যায়ের প্রতিরোধ করো না।) এই কথার দোহাই দিয়ে, এই কথা মান্য করার ভাণ দেখিয়ে যীশুখৃষ্টের শিষ্যবর্গ নীরবে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ হ'তে দিল, একটু আঙুলও নাড়ল না, পরন্ত ঐভাবে

সহ ইষ্ট প্রধান চলন)। অজামিল যখন নারায়ণ নারায়ণ ক'রে ডাকতো, তখন হ'য়তো 'নারায়ণ' কথাটার বোধ তার মধ্যে খানিকটা জেগে উঠতো। মৃত্যুর পূর্ব্বে সে যখন নারায়ণ কথা উচ্চারণ ক'রেছিল, তখন হয়ত সে সত্যই নারায়ণের ভাবে ভাবিত হ'য়ে উঠেছিল। আর সেই ভাবে ভাবিত হ'য়ে যদি তার জীবন-দীপ নির্ব্বাণ হয়ে থাকে, তা' হ'লে যে পরবর্ত্তী অবস্থায় সে নারায়ণ মুখী গতি প্রাপ্ত হবে, তা'তে আর আশ্চর্য্য কি?

(আঃ প্রঃ ২য় খণ্ড ২০৪ পৃঃ)

কল্কি

অসীম পথের অশেষ চলায়
    অনাচারের ধ্বংস আনি,
যে জন চালায় সেতুর পানে
    নিয়ে বিশাল দৃপ্ত বাণী।
জ্ঞানের খড়্গে কেটে-কুটে
পথের আড়াল ভেঙে ছুটে —
ধবল অশ্বের মহান বেগে
    নিজে চলে চালায় প্রাণী,
প্রাণের পথের প্রেমিক সেজে
    ধূমকেতু যত আসিতেছে
কল্কি এলো মৃত্যু শিরে
    করাল কুটিল দৃষ্টি হানি।

কলিযুগের বর্ণনা

—"তখন অর্থই হইবে আভিজাত্যের হেতু, ধনই হইবে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মের হেতু, স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রীতি বা সম্মতিই বিবাহ বলিয়া গণ্য হইবে, মিথ্যাই হইবে মোকদ্দমা জয় ও অন্যান্য কার্য্য-সাফল্যের হেতু, স্ত্রীলোকমাত্রই হইবে উপভোগের হেতু, রত্ন ও তাম্রাদি ধাতু হইবে উত্তম স্নান-লাভের হেতু, যজ্ঞসূত্রই হইবে ব্রাহ্মণত্বের হেতু, কেবলমাত্র বাহিরের চিহ্ন (যেমন গৈরিক বস্ত্র বা দণ্ড কমণ্ডলু) ধারণ হইবে আশ্রমধর্ম্মের হেতু এবং অসাধুতা হইবে জীবিকা-নির্ব্বাহের হেতু।" ৪।২৪(২১-২২)

"তখন প্রতিদিন ধর্ম্ম ও অর্থের অল্প অল্প হ্রাস ক্ষয় হইতে হইতে জগতের ক্ষয় হইবে।" ৪।২৪।২০ (বিষ্ণুপুরাণ)

চলায় কৃতার্থ হওয়ার সঙ্কেত

১। তুমি যাই থাক না কেন—করায় আর বলায় চলতে থাক ঠিক তেমনতর চাল-চলন নিয়ে যেন তুমি আপ্রাণ ও অটুটভাবে আদর্শপ্রাণ আর জানও তুমি তাই—এতে যদি তুমি ভিতরে ভিতরে আদর্শ ধর্ম-প্রেমোন্মাদ হ'য়ে পড় তা'তেও ক্ষতি নাই।

২। তোমার পারিপার্শ্বিকের কোন একেরই হউক বা বহুরই হউক—সহানুভূতি-সম্পন্ন মনোযোগ সহকারে ভাব ও চলন দেখে ঠিক করে নিও—কি রকম ভঙ্গীতে তাহার সহিত কথাবার্ত্তা ও ব্যবহার করিলে তাহার হৃদয়কে তোমার আদর্শে জয় করিতে পার;—তোমার সেবা তাহার প্রতি তেমনতর ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াই চালাও।

৩। তোমার মনে কি আছে কিংবা মনে তুমি কেমনতর তার প্রতি কোনরূপ খেয়াল না ক'রে—যা করণীয় তেজ, উদ্যম ও নিরন্তরতাকে নিয়ে বিবেচনার সহিত করে যাও।

৪। এই করতে গেলে করার রাস্তায় দু'টো বিপদ আসতে পারে :—একটি go-between আর একটা libido-র distortion—ঘাব্ড়ে যেও না, একটু নজর রেখো তাদের প্রতি—কৃতকার্য্যতা কৃতার্থতাকে নিয়ে তোমাকে সার্থকতায় সম্রাট্ করে রাখবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর।

জীবন ও বৃদ্ধির ষট্স্তম্ভ

১। তুমি ইষ্টপ্রাণ সেবাসন্ধিৎসু ইষ্টপ্রতিষ্ঠাপর হইয়া তোমার পরিবার ও পারি-পার্শ্বিককে ইষ্টানুগ যাজনে উৎফুল্ল করিয়া তুলিতে নিয়ত প্রয়াসশীল থাকিও।

২। অন্ততঃ একবার আহ্বানের সহিত সমবেত প্রার্থনা করিতে ভুলিও না। নিতান্ত অনিবার্য্য কারণ—যেমন শারীরিক অপটুতা বা শ্রেষ্ঠনির্দেশী ও অবস্থায় অবশ্য করণীয় কর্ম্ম ছাড়া—সমবেত প্রার্থনাকে অগ্রাহ্য না করিয়া, তাহাতে যোগ দিতে শ্রদ্ধাবনত যত্নশীল থাকিওই।

৩। অন্ততঃ দুইবার ব্যক্তিগত জীবন ও বৃদ্ধি সাধনাকে যাজন ও স্মরণ, মনন এবং শ্রেষ্ঠকর্ম্মাভিব্যক্তির ভিতর দিয়া অবশ্য নিত্য-নৈমিত্তিক করিয়া তুলিওই।

৪। কল্যাণকর যাহা কিছু যখনই মনে কর, তাহাকে কখনই নিবৃত্ত না করিয়া তোমার কর্ম্মনিয়ন্ত্রণে অবিলম্বেই তাহার বাস্তব পরিণতি দিতে তৎপর হইওই হইও।

৫। প্রতিমাসে অন্ততঃ একবার কোন পবিত্র দিনে তোমাতে নির্ভরশীল প্রত্যেকটি সমর্থ পরিজন সহ পূর্ব্বাহ্নে স্বল্প পরিমিত হবিষ্যাশী হইয়া বাকী দিনরাত্রি উপবাসী থাকিয়া এক বেলার আহার্য্যানুপাতিক মূল্য প্রত্যেকের অন্ততঃ সোয়া এক আনা—তোমার ঈপ্সিত প্রিয়পরমের উৎফুল্ল সম্বর্দ্ধনার সহিত তৎকর্ম্ম উদ্দীপ্ত হইয়া যাজন মুখরতায় সানন্দে তাঁহাতে উৎসর্গ করিওই। উপবাসের সময় তৃষ্ণাতুর হইলে জল, কাঁচডাবের জল, আমলকীর রস ও হরীতকীর রস ছাড়া আর কিছুই আহার না করাই বিধেয়।

৬। প্রতি বৎসর ন্যায্য সামর্থ্য-সঙ্কুলান থাকিলে অন্ততঃ পক্ষে একবার তোমার আদর্শ ঈপ্সিত প্রিয়পরমের জন্মস্থানে সশরীরী সত্তানু উৎফুল্ল অভিবাদন দিতে কিছুতেই অবহেলা করিও না। ঐ বাস্তবনীতি ও স্মরণ মননোৎফুল্ল উপাসনোদ্দীপ্ত কর্ম্মপ্রেরণায় তোমার অবসাদগ্রস্ত সঞ্জীবনীধারা উন্নত স্ফুরণে উৎফুল্ল হইয়া দীপ্ত ও সম্বেগশালী পটুত্বে যতদূর সম্ভব বর্দ্ধিত হইবেই হইবে।

সাংসারিক জীবনে নিষ্ঠার সহিত উৎফুল্ল অন্তঃকরণে ভক্তি অবনত হইয়া এগুলি প্রতিপালন করিলে তুমি পরিবার পরিজনের সহিত নিশ্চয়ই ক্রমশঃ জীবন যশ ও বৃদ্ধিতে যথোপযুক্তভাবে সমুন্নত হইতে থাকিবে—ইহা অতি নিশ্চিত। শ্রীশ্রীঠাকুর।

দশনামী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় :—

তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্ব্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতী এবং পুরী।

অবতার পুরুষের ত্রিবিধ বিশেষ লক্ষণঃ—

(১) ভ্রমপ্রমাদশূন্যতা (২) **বিপ্রলিপ্সা**শূন্যতা (বি প্র-লভ্‌ সন্ আ)
(প্রতারণা করিবার ইচ্ছা)

(৩) **করণাপাটবশূন্যতা** (করণ + অপাটব
করণ + অপটুত্ব)

উপনয়নের বয়স :—ব্রাহ্মণ—৮ম বর্ষ মধ্যে
ক্ষত্রিয়—১১শ বর্ষ মধ্যে
বৈশ্য—১২শ বর্ষ মধ্যে } প্রশস্ত কাল।

ব্রাহ্মণ—১৬শ বর্ষ
ক্ষত্রিয়—২২শ বর্ষ
বৈশ্য—২৪শ বর্ষ } —মধ্যে উপনয়ন না হইলে প্রাজাপত্য করিয়া উপনয়ন নিতে হয়।

চান্দ্রায়ণ ৪ প্রকার :—

১। যতি চান্দ্রায়ণ :—মধ্যাহ্নকালে ৮ গ্রাস মাত্র করিয়া হবিষ্যান্ন ভোজন করিলে তাহার নাম **যতি চান্দ্রায়ণ**।

২। শিশু চান্দ্রায়ণ :—সূর্য্যোদয়কালে ৪ গ্রাস এবং সূর্য্যাস্তকালে ৪ গ্রাস করিয়া ভোজন করিলে তাহাকে **শিশু চান্দ্রায়ণ** বলে।

৩। পিপীলিকা মধ্য চান্দ্রায়ণ :—কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত প্রত্যহ এক এক গ্রাস অন্ন কমাইয়া অমাবস্যায় সম্পূর্ণ উপবাস এবং শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত এক এক গ্রাস বৃদ্ধি করিয়া পূর্ণিমার দিন পূর্ণ ভোজন এবং প্রতিদিন ৩ বার স্নান করিতে হয়।

৪। যবমধ্য চান্দ্রায়ণ :—শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে পূর্ব্বোক্ত ক্রমে আরম্ভ করিয়া অমাবস্যায় আহার শেষ হয়। অধুনা চান্দ্রায়ণ ব্রতে অসমর্থ ব্যক্তি সর্ব্ব সত্ত্ব পয়স্বিনী ধেনুর মূল্য অর্থাৎ ২২৸০ কাহন কড়ির দাম উৎসর্গ করে।

ইষ্টভৃতি ব্রত ভঙ্গে

ন্যূনপক্ষে একদিন হবিষ্যাশী হইয়া অনিবেদিত অর্ঘ্য অথবা অপারগপক্ষে যথাসম্ভব নিবেদন করিয়া পুনরায় ব্রত নিয়মিতভাবে পালন করিয়া চলিতে হইবে।

ইষ্টভৃতির নিবেদিত অর্ঘ্য অন্য কোন কাজে ব্যয় করিলে বা হারাইয়া ফেলিলে, নষ্ট কিংবা অপহৃত হইলে—অনুতাপের সহিত আপনসহ ভিক্ষা করিয়া অপহৃত বা নষ্ট অর্ঘ্য সংগ্রহ করিয়া পরদিন হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া তৎপরদিন ঐ সংগৃহীত অর্ঘ মন্ত্র পাঠ করিয়া নিবেদন করিবার পর রাখিয়া দিতে হইবে।

স্বস্ত্যয়নী ব্রত ভঙ্গে

তিন দিন অহোরাত্র উপবাস থাকিয়া—অপারগপক্ষে তিনদিন একবেলা পরিমিত হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণ অনিবেদিত অর্ঘ্য মন্ত্র পাঠান্তে একসঙ্গে নিবেদন করিয়া রাখিয়া দিতে হইবে এবং পুনরায় ব্রত যথাবিধি আরম্ভ করিতে হইবে অথবা অপারগপক্ষে উপবাসান্তে নিত্যঅর্ঘ্যসহ যথাসাধ্য প্রত্যহ পৃথকভাবে উল্লেখ ও নিবেদন করিয়া ঐ অনিবেদিত অর্ঘ্য পূরণ করিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। উপবাসের তিনদিনও নিত্য অর্ঘ্য রাখিতে হইবে।

অন্য কাজে স্বস্ত্যয়নী-ব্রতের নিবেদিত অর্ঘ্য স্বেচ্ছায় ব্যয় করিলে—শিষ্ট প্রজাপত্য ব্রত শেষ করিয়া পঞ্চম দিনে মন্ত্র পাঠ করিয়া ব্যয়িত অর্ঘ্য পুনরায় নিবেদন করিয়া স্বস্ত্যয়নী ব্রত আরম্ভ করিতে হইবে।

অজ্ঞাতে স্বস্ত্যয়নী-ব্রতের নিবেদিত অর্ঘ্য হারাইয়া ফেলিলে, নষ্ট বা অপহৃত হইলে—অনুতাপের সহিত আপন সহ ভিক্ষা করিয়া নষ্ট বা অপহৃত অর্ঘ সংগ্রহ করিতে হইবে এবং পরদিন প্রাতে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া সারাদিন উপবাসী থাকিয়া তৎপরদিন ঐ সংগৃহীত অর্ঘ অর্ঘ্য-মন্ত্র পাঠ করিয়া নিবেদন করিতে হইবে এবং যত্নে রাখিয়া দিতে হইবে।

স্বস্ত্যয়নী-ব্রতের অর্ঘ্য যথাবিধি যথাসময়ে না পাঠাইলে—একদিন পূর্বাহ্ণে হবিষ্য করিয়া প্রায়শ্চিত্তান্তে ঐ অর্ঘ্য ইষ্টস্থানে প্রেরণ করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্ত সময় নিত্য-করণীয় স্বস্ত্যয়নী-ব্রতের অর্ঘ্যাদি নিবেদন যথাবিধি চলিতে থাকিবে।

অশৌচ-অবস্থায়

অশৌচাবস্থায় ইষ্টভৃতি-স্বস্ত্যয়নীর অর্ঘ্য অপর কোন সৎসঙ্গী দ্বারা নিবেদন করা বিধি—অভাবে অশৌচান্তে প্রতিদিনের অর্ঘ্য একত্রিত করিয়া নিবেদন করিতে হইবে।

শিষ্ট প্রজাপত্য ব্রত

প্রথম দিন পূর্বাহ্ণে হবিষ্যান্ন, দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ণে হবিষ্যান্ন, তৃতীয় দিন অযাচিত হবিষ্যান্ন এবং চতুর্থ দিন নিরম্বু উপবাস থাকিয়া পঞ্চম দিন প্রাতে যথাসাধ্য ইষ্ট প্রণামী নিবেদন করিয়া ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইবে।

প্রাজাপত্য ব্রত

শিশু প্রাজাপত্যের নিয়মে পর পর ১২ দিন অথবা প্রথম ৩ দিন পূর্বাহ্নে হবিষ্যান্ন, দ্বিতীয় ৩ দিন অপরাহ্নে হবিষ্যান্ন, তৃতীয় ৩ দিন অযাচিত হবিষ্যান্ন, চতুর্থ ৩ দিন নিরম্বু উপবাস থাকিয়া ত্রয়োদশ দিন প্রাতে যথাসাধ্য ইষ্ট প্রণামী নিবেদন করিয়া ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইবে।

ব্রতকালে একান্ত অশক্ত হইলে জল, ফলমূলাদিও গ্রহণ করা যাইতে পারে। সংযমী ও ইষ্টনিষ্ঠ থাকিয়া ত্রিসন্ধ্যা স্নান, ভূমিতে কম্বলে শয়ন, নগ্নপদে ভ্রমণ, ক্ষৌরকর্ম না করা এবং মাতা ভিন্ন অপর স্ত্রীলোক ও পতিতের সঙ্গে বাক্যালাপ না করাই বিধি।

কৃচ্ছ্র সান্তপন বা মহাসান্তপন ব্রত

অতি চণ্ডালত্ব কর্ম করিলে ইষ্ট সকাশে উপস্থিত হইয়া সপ্তদিনব্যাপী যথাবিধি ব্রত পালন করিয়া আত্মশুদ্ধি করিতে হইবে।

(১) প্রথম দিন ভোরে একবার এবং পরে বারে বারে কয়েকবার ক্ষুধা-তৃষ্ণার প্রয়োজন অনুসারে গো-মূত্র পান করিয়া সারাদিন উপবাসী থাকিতে হইবে।

(২) দ্বিতীয় দিন অল্প অল্প করিয়া কয়েকবার ক্ষুধা-তৃষ্ণার প্রয়োজন মাফিক টাট্‌কা গোময় সেবন করিয়া উপবাসী থাকিতে হইবে।

(৩) তৃতীয় দিন গো-দুগ্ধের সহিত সম-পরিমাণ জল মিশ্রিত করিয়া এক বলক হইলে অল্প গরম থাকিতে ক্ষুধা-তৃষ্ণার প্রয়োজন মাফিক বারে বারে এক ছটাক আন্দাজ প্রতিবারে পান করিতে হইবে।

(৪) চতুর্থ দিন উত্তম দধি বারে বারে ক্ষুধা-তৃষ্ণার প্রয়োজন মাফিক এক ছটাক আন্দাজ প্রতিবারে সেবন করিতে হইবে।

(৫) পঞ্চম দিনে গো-ঘৃত বারে বারে ক্ষুধা-তৃষ্ণার প্রয়োজন মাফিক ঈষৎ উষ্ণ করিয়া চা চামচের এক চামচ আন্দাজ পান করিতে হইবে।

(৬) ষষ্ঠ দিনে সদ্য কুশ পূর্বদিন রাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া বারে বারে ক্ষুধা-তৃষ্ণার প্রয়োজন মাফিক প্রতিবারে এক ছটাক আন্দাজ পান করিতে হইবে।

(৭) সপ্তম দিনে উপবাসী থাকিতে হইবে—অশক্ত পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন হইলে প্রয়োজনমত শুধু জল অল্প করিয়া পান করা যাইতে পারে।

ব্রত শেষে যথাবিধি গুরুপ্রণামী দিয়া ব্রাহ্মণকে ভোজ্য প্রদান করিয়া ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইবে।

পরিশিষ্ট

"অর্থ, মান, যশ ইত্যাদি পাওয়ার আশায় কেহ আমার ঠাকুর সাজিয়ে ভক্ত হ'য়ো না। তোমার ঠাকুরত্ব না জাগ্‌লে কেহ তোমার ঠাকুরও না—কেহ তোমার কেন্দ্রও নয়। ফাঁকি দিলেই পেতে হবে তা।"

—শ্রীশ্রীঠাকুর।

বেদ ও উপনিষদের বাণী

সংগঠন :—

(ক) "সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্ ।
দেবা ভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে ॥"

—ঋগ্বেদ।

(খ) "সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্ ।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥"

—ঋগ্বেদ।

(গ) "সমানীব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥"—ঋগ্বেদ

(সু-উত্তম, সহ-শক্তি, অসতি—হউক) Cf. "আহ্লানী"।

(ক) হে মনুষ্য! তোমরা সকলে এক সঙ্গে চল, এক সঙ্গে মিলিয়া আলোচনা কর, তোমাদের মন উত্তম সংস্কারযুক্ত হউক। তোমাদের পূর্ব্বতন জ্ঞানী পুরুষেরা যেরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন—তোমরাও সেইরূপ কর।

(খ) তোমাদের সকলের মত এক হউক, মিলনভূমি এক হউক, মন এক হউক, সকলের চিত্ত সম্মিলিত হউক। তোমাদের সকলকে একই মন্ত্রে সংযুক্ত করিয়াছি, তোমাদের সকলের জন্য সমানভাবে অন্ন ও ভোগ্য পদার্থ দান করিয়াছি।

(গ) তোমাদের লক্ষ্য এক হউক, তোমাদের হৃদয় সমান হউক, তোমাদের মন এক হউক। এইভাবে তোমাদের সকলের শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক।

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্ ॥"

—যজুর্ব্বেদ, ঈশোপনিষদ্।

"ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্ যশঃ।"—যজুর্ব্বেদ।

—সেই পরমাত্মার কোন মূর্ত্তি নাই (মহতী কীর্ত্তিতেই যাঁহার স্মরণ করিতে হয়)।

"একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।"

—ঋগ্বেদ।

(মাতরিশ্বানম্—বায়ু) অগ্নি, যম ও বায়ু এইরূপ বিভিন্ন নামে পরমাত্মা অভিহিত হন।

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।"

তয়োরন্যঃ পিপ্পলং (পরিপক্ক ফলকে) স্বাদু অত্তি (স্বাদের জন্য খায়) অনশ্নন্ অন্যো অভিচাকশীতি (না খাইয়া সর্বদিকে দেখিতে থাকে)।"

—ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।২০।

চাতুর্বর্ণ্য :—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥"

—যজুর্বেদ, ৩১ অ, ১১ ম।

"এষো হ দেবঃ (জীবাত্মা) মনসি প্রবিষ্টঃ প্রথমো জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ।"

—অথর্ব বেদ, ১০।৮।২৮।

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ (পরপারে)।
তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়* ॥"

—যজুর্বেদ, ৩১।১৮।

*অয়নায়—পরমপদ প্রাপ্তির জন্য।

বল প্রার্থনা :—

"তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি। বীর্যমসি বীর্যং ময়ি ধেহি। বলমসি বলং ময়ি ধেহি। ওজোঽসি ওজো ময়ি ধেহি। মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি। সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি।"—ঋগ্বেদ।

ময়ি ধেহি—আমাতে স্থাপন কর।

মন্যু—অধর্মের প্রতি ক্রোধ।

সহঃ—সহনশীলতা।

বহু বিবাহ :—

"উভে ধুরৌ বহ্নিরাপিব্দমানোঽন্তর্যোনেব চরতি দ্বিজানিঃ।"

—ঋগ্বেদ, ১০।১০১।১১।

আপিব্দমান—শব্দায়মান; বহ্নি—রথের অশ্ব।

উভে ধুরে—উভয় ধুরের; যোনৌ ইব অন্তঃচরতি—মধ্যে সংযত হইয়া চলে, দ্বিজানিঃ ইব (দুই স্ত্রীর স্বামীর ন্যায়)।

শিল্পী :—

"অনশ্বো জাতো অনভীশুরুক্থ্যো রথস্ত্রিচক্রঃ পরিবর্ত্ততে রজঃ ।"

—ঋগ্বেদ, ৪।৩৬।১ ।

হে ঋভুকারগণ! তোমাদের নির্ম্মিত যান অশ্বহীন, বল্গাহীন, সুতরাং প্রশংসনীয়। ইহা ত্রিচক্রবিশিষ্ট, আকাশে ও পৃথিবীতে ভ্রমণ করে। অনভীশু—বল্গারহিত; উক্থ্যঃ—প্রশংসনীয়; রজঃ পরিবর্ত্ততে—পৃথিবী ও আকাশে ভ্রমণ করে।

স্বস্তিবচন :—

"মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ ॥ (মাধ্বী—মধুময় ; নঃ—আমাদের জন্য) ।
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ॥
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ॥"—ঋগ্বেদ ।

ব্রহ্মের স্বরূপ :—

"দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ, মর্ত্ত্যঞ্চামৃতঞ্চ ।
স্থিতং চ যৎ চ, সৎ চ ত্যৎ চ ॥"—বৃহদাঃ উপনিষদ্, ২।৩।১ ।

—ব্রহ্মের দুইরূপ—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, মর্ত্ত্য ও অমৃত, স্থির ও চঞ্চল, সৎ ও ত্যৎ (the Beyond).

"সন্তি উভয় লিঙ্গাঃ শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ"—শঙ্করাচার্য্য ।

ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ—দুই প্রকারের শ্রুতিই দৃষ্ট হয় ।

"তদেজতি তন্নৈজতি"—ঈশোপনিষদ্ ।

—পরমাত্মা চলায়মান ও অচল দুইই ।

"হাঁ, ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার । আবার সাকার নিরাকারেরও পার তাঁর ইতি করা যায় না ॥"—কথামৃত—২য় ভাগ, ২৪ পৃষ্ঠা ।

বিদ্যা ও অবিদ্যা :—(Phenomenon and Noumenon).

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে ।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥
বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্ বেদোভয়ং সহ ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥—ঈশোপনিষদ্ ।

—যে শুধু অবিদ্যার উপাসনা করে, সে অন্ধ তমোতে প্রবেশ করে—আর যে শুধু বিদ্যার উপাসনা করে—সে অধিকতর তমোতে প্রবেশ করে । যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়কে জানেন, তিনি অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃতত্বলাভ

করেন। অবিদ্যা—phenomenal plurality (changing). বিদ্যা—noumenal oneness of God (unchanging).

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥"—ঈশোপনিষদ্।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ (শ্রেষ্ঠ আচার্য্য) নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥"

—কঠোপনিষদ্।

—(নিশ্চিতরূপে আত্মতত্ত্ব জ্ঞাত হও)।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥"

—কঠোপনিষদ্।

*যাহাকে ইনি চান তাঁহারই নিকট নিজের স্বরূপকে প্রকট করেন।
*"নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় ॥"—চৈঃ চঃ, ২।২২।

"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োঽত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥—কঠোপনিষদ্।
(তু + অগ্র্যয়া)।

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ ॥"

—মুণ্ডক উপনিষদ্।

—বলহীনের পক্ষে আত্মা লভ্য নয়—প্রমাদের দ্বারা, সন্ন্যাস রহিত জ্ঞানের দ্বারাও লভ্য নহে।

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো, মন্তব্যো, নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্।"

—বৃহদাঃ উপনিষদ্।

"অসতো মা সদ্ গময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।"—বৃহদাঃ উপনিষদ্।

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥"—মুণ্ডক উপনিষদ্।

"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি—আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। * * আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।"—বৃহদাঃ উপনিষদ্।

—পতির জন্য পতি প্রিয় হন না—নিজের তৃপ্তির জন্য পতি প্রিয় হন, ইত্যাদি।

বেদান্ত বা ব্রহ্মসূত্রের চতুঃ সূত্রী :—

"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥" ১।
"জন্মাদ্যস্য যতঃ" ॥ ২।
"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" ॥ ৩।
"তত্তু সমন্বয়াৎ" ॥ ৪।

১। অধিকারী হইয়া ব্রহ্ম জানিতে ইচ্ছা করিবে। বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দম ও মুমুক্ষুত্ব দ্বারা এই অধিকার অর্জন করিতে হয়।

২। যাঁহা হইতে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, ও প্রলয় হইতেছে—তিনিই ব্রহ্ম।

৩। বেদ ও উপনিষদই ব্রহ্মের "যোনি" প্রমাণ—ব্রহ্মের অন্য প্রমাণ নাই।

৪। সমন্বয় হেতু সর্ব্ব উপনিষদের তাৎপর্য্য। ব্রহ্ম উপদেশই উপনিষদের আদি, অন্ত ও মধ্য।

পাতঞ্জল যোগসূত্র

১। "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ—যোগ হইতে অর্থাৎ ইষ্টে যুক্ত হইলে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়।

গীতায়ও আছে :—

"নাস্তিবুদ্ধিরযুক্তস্য"—ইষ্টে অযুক্ত ব্যক্তির কোন বুদ্ধি নাই।

"ঈশ্বরে একবার অনুরাগ হ'লে কাম ক্রোধাদি থাকে না। গোপীদের ঐ অবস্থা হয়েছিল। কৃষ্ণে অনুরাগ। ভক্তিপথে অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ আপনি হয়—আর সহজে হয়। ঈশ্বরের উপর যত ভালবাসা আসবে—ততই ইন্দ্রিয় সুখ আলুনী লাগবে।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ২য় ভাগ, ৩৭ পৃষ্ঠা।

২। "ঈশ্বর প্রণিধানাৎ বা"—প্রকৃষ্টরূপ ধ্যান ধারণার মধ্য দিয়া ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়।

৩। "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ ঈশ্বরঃ।"

৪। "তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম্।"

৫। "স এষ পূর্ব্বেষামপিগুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।"

—তিনি কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা খণ্ডিত নন।

"I am before Abraham was".—Bible.

"I am come not to destroy but to fulfil".—Bible.

৬। "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।"

৭। "তজ্জপস্তদর্থ ভাবনম্।"

নামের সহিত, নাম যাঁহাতে সিদ্ধ ও সার্থক হইয়াছে, সেই নামীকে ধ্যান করিতে হয়।

৮। "জাত্যন্তর পরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ।"

—প্রকৃতির আপূরণের দ্বারা এক জাতি, এক শ্রেণী—অপর জাতি, অপর শ্রেণীতে পরিণত হয়।

ভক্তিসূত্র

(ক) "ওঁ সা ন কাময়মানা নিরোধরূপাৎ।"—নারদ।

অর্থাৎ—ভক্তিই সমুদয় বাসনার নিরোধের কারণ স্বরূপ।

"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।"—পতঞ্জলি।

(খ) "ওঁ নারদস্তু তদর্পিতাখিলাচারতা তদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি।"—নারদ।

—যখন সমুদয় চিন্তা, বাক্য ও কর্ম্ম তাঁতে অর্পিত হয়—এবং ক্ষণকালের জন্যও তাঁকে বিস্মৃত হইলে অত্যন্ত ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়—তখনই যথার্থ ভক্তির উদয় হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

গীতাও বলেন :—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

রামানুজাচার্য্যও ভক্তিকে "ধ্রুবা স্মৃতিঃ"—এইরূপ বলিয়াছেন। যখন ভগবৎ স্মরণ কিছুতেই মুহূর্ত্তের জন্য ব্যাহত বা নষ্ট না হয়—তখনই ভক্তি ঠিক ঠিক হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

(গ) "ওঁ নাস্ত্যেব তস্মিন্ তৎসুখসুখিত্বম্।"—নারদ।

এই ভক্তি ও প্রেমে কখনও ভক্ত প্রেমাস্পদের নিকট কিছুই চায় না—কিছুই প্রত্যাশাও রাখে না—প্রতিদানেরও নহে। ইহাতে ভক্ত কেবল তাঁকে সুখী ক'রে সুখী হ'য়ে থাকে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ও বলেছেন :—

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তার প্রেম নাম॥"—চৈঃ চঃ।

এই প্রেম ভক্তি আবার তিন প্রকার :

(১) সাধারণী—প্রেমাস্পদের নিকট কেবল 'দেও', 'দেও' ভাব।

(২) সমঞ্জসা—ইহাতে বিনিময়ের ভাব থাকে।

(৩) সমর্থা—কোন প্রতিদান চায় না। ভালবাসার জন্যই ভালবাসে—পতঙ্গের ন্যায় পুড়ে মরবে—তবুও আলোককে ভালবাসতে ছাড়বে না।

(ঘ) ওঁ তস্মিন্ অনন্যতা তদ্বিরোধিষূদাসীনতা।—নারদ।

—যখন সব আশ্রয় ত্যাগ করিয়া চিত্ত তাঁর প্রতি আসক্ত হয়—এবং সেই আসক্তির বিরোধী সব বিষয়েই উদাসীন হয়—তখনই ভক্তি ঠিক ঠিক হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

ভক্তি শাস্ত্রে শরণাগতির ৬টী লক্ষণ বর্ণিত আছে :—

"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা॥
আত্মনিক্ষেপ কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥" —হরিভক্তি বিলাস।

শ্রীভগবানের প্রীতিকর কার্য্যে প্রবৃত্তি, তাঁর প্রীতির প্রতিকূল কার্য্য হইতে নিবৃত্তি,

তিনি রক্ষা করিবেন বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস, রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া তাঁহাকেই বরণ, তাঁহাতে আত্মসমর্পণ, এবং 'রক্ষা কর' বলিয়া দৈন্য ও আর্ত্তি প্রকাশ—এই ছয়টী শরণাগতির লক্ষণ।

(ঙ) "ওঁ মুখ্যতস্তু মহৎকৃপয়ৈব ভগবৎকৃপালেশাদ্বা ॥"—নারদ।

—ভগবান্ ও ভগবান্ পাওয়া মহাপুরুষের কৃপা লাভই ভগবান্ লাভের প্রধান উপায়।

কবিরাজ গোস্বামীও বলিয়াছেন ঃ

"অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞানে।
কৃপা বিনে ঈশ্বরতত্ত্ব কেহ নাহি জানে ॥"

শ্রীভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন ঃ—

"ন মাং বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।

চৈতন্য চরিতামৃতে আরো আছে ঃ—

"মহৎ কৃপা বিনা কভু কার্য্যসিদ্ধি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয় ॥"

(চ) "ওঁ গুণরহিতং কামনারহিতং প্রতিক্ষণ বর্দ্ধমানমবিচ্ছিন্নং সূক্ষ্মতরমনুভবরূপং।"—নারদ

প্রকৃত প্রেম বা ভক্তি অহৈতুকী। এতে কোন কামনা নেই। এটী নিত্য নূতন ও প্রতিমুহূর্ত্তে বাড়তে থাকে—ইহা সূক্ষ্ম অনুভবস্বরূপ।

"মা! এই নাও তোমার অজ্ঞান (অবিদ্যা), এই নাও তোমার জ্ঞান (বিদ্যা)—আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব।

"এই ত পরম ফল পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥"—চৈঃ চঃ।
"ভক্তি বিনা কোন সাধনা দিতে নারে ফল।
সব ফল দেন ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"—চৈঃ চঃ।
"জ্ঞান কর্ম্ম যোগ ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণ বশ হেতু এক কৃষ্ণপ্রেমরস ॥"—চৈঃ চঃ।

ভক্তি পথের কণ্টক ঃ—

"অসৎ সঙ্গ সদা ত্যাগ, এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর ॥"—চৈঃ চঃ।
"জাতিবিদ্যামহত্ত্বঞ্চ রূপং যৌবনমেব চ।
পঞ্চৈব ভক্তি কণ্টকান্ যত্নেন পরিবর্জ্জয়েৎ ॥"—ভক্তি রসসিন্ধু।
"ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্য প্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎ সঙ্গাদ্ যথা পুংসো যথা তৎ-সঙ্গি-সঙ্গতঃ ॥"—ভাগবত।

—স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ—এই দুইটি বস্তু যত মোহ ও বন্ধনের কারণ ; অন্য কোন প্রসঙ্গই এ প্রকার বন্ধনের কারণ নহে।

(ছ) "ওঁ অন্যস্মাৎ সৌলভ্যং ভক্তৌ।"—নারদ।

—ভক্তি সব চেয়ে সহজ সাধন—এতে পতনের আশঙ্কা খুব কম।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন :—

"ধাবন্নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ।"

—এই ভক্তি পথে চোখ বুজিয়া দৌড়িয়া গেলেও কোন স্খলন বা পতনের ভয় নাই।

(জ) শ্রীমদ্ভাগবত বলেন :—

"ন সাধয়তি মাং যোগো
ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো
যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥"—(ঊর্জ্জিতা—প্রবলা)।

"সেখানে ভক্তির কাজ নয়। বোধ চাই।"—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব।

(ঝ) "শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥"—ভাগবত।

—ভক্তির এই নয়টি লক্ষণ।

(ঞ) "ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।"—গীতা, ১৩।১০।

—আমাতে অনন্যা ভক্তিকেই প্রকৃত জ্ঞান বলে—ইহা ভিন্ন অন্য জ্ঞানকে অজ্ঞান বলে। গীতার ১৪।২৬ শ্লোকেও অব্যভিচারিণী ভক্তির কথা উল্লেখ আছে।

"To live in Christ is life."—St. Paul.

(ট) "সর্বোপাধি বিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলং।
হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥"—ভক্তি রসামৃত।

—সর্ব প্রকার উপাধি (জাতি, কুল, বর্ণ ইত্যাদি) বর্জন করিয়া—সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার নামই শুদ্ধা ভক্তি। অর্থাৎ সকল প্রবৃত্তিকে ইষ্টে সংন্যস্ত করিয়া তাঁহার হইয়া চলার নামকেই শুদ্ধা ভক্তি কহে।

ভক্ত চারি প্রকার :—

(১) আর্ত ; (২) জিজ্ঞাসু ; (৩) অর্থার্থী ; (৪) জ্ঞানী।

ইহাদের মধ্যে আবার "তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।"

—গীতা, ৭।১৭।

(একভক্তিঃ—একমাত্র আমাতে ভক্তিমান্)।

(ঠ) "ত্যাগ ভোগ বুদ্ধির বিভ্রম, প্রেম, প্রেম এই মাত্র ধন।"

—বিবেকানন্দ।

(ঙ) "আমার বলে' যা পেয়েছি, শুভক্ষণে যবে
তোমার করে' দেব তখন তারা আমার হবে।"—রবীন্দ্রনাথ।

"হে পূর্ণ! তব চরণের কাছে
যাহা কিছু সব আছে, আছে, আছে
নাই, নাই ভয়, সে শুধু আমারি
নিশিদিন কাঁদি তাই।" —রবীন্দ্রনাথ।

"নিজের করিতে গৌরব দান
নিজেরে কেবলি করি অপমান
আপনারে শুধু ঘিরিয়া ঘিরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।"—রবীন্দ্রনাথ।

"না রাখো তার ঘরের আড়াল
না রাখো তার মান
পথে এনে নিঃশেষে তায় কর অকিঞ্চন।
এ দয়া যে পেয়েছে তার লোভের সীমা নাই
সকল লোভ সে সরিয়ে রাখে
তোমার দিতে ঠাঁই।"—রবীন্দ্রনাথ।

"তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক্ তীরে
তাকাস্‌নে ফিরে।
সম্মুখের বাণী নিক্ তোরে টানি মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হ'তে
অতল আঁধারে—অকূল আলোতে।"—রবীন্দ্রনাথ।

(চ) "Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul and with all thy mind. This is the first and great Commandment. And the second is like unto it. Thou shalt love thy neighbour as thyself."—St. Matthew, Chap. XXII. Vs 38-39.

"And blessed is he who is repelled by nothing in me".—St. Matthew, Chap. XI. Vs 6.

"No man having put his hand to the plow and looking back, is fit for the kingdom of heaven."

—St. Luke.

"Knowledge puffeth up but charity* edifieth."

—N. T. Corinthians.

* (ভক্তি, ভালবাসা)

"We are shaped and fashioned by what we love."

—Goethe.

মনুসংহিতা

১। "লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥" ১।৩১।

—আদিপুরুষ ব্রহ্মা চারিবর্ণের সৃষ্টি করিলেন।

২। "আচারঃ পরমো ধর্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ।
তস্মাদস্মিন্ সদাযুক্তো নিত্যং স্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ॥" ১।১০৮।

৩। "বেদোঽখিলো ধর্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্।
আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ॥" ২।৬।

—সমগ্র বেদ, বেদবিদ্‌গণের স্মৃতি ও তাঁহাদের শীল, বেদজ্ঞ সাধুগণের আচার এবং আত্মপ্রসাদ—এই সমুদায় ধর্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

৪। ধর্মের লক্ষণ কি? উত্তরে মনু বলিতেছেন :—

"বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্মস্য লক্ষণম্॥" ২।১২।

৫। ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপযুক্ততা সম্বন্ধে মনু বলেন :—

"স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ।
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ॥" ২।২৮।

বেদাধ্যয়ন, ব্রত, হোম, ত্রৈবিদ্য নামক ব্রত—দেব-ঋষি-পিতৃতর্পণ, গৃহস্থাশ্রমী হইয়া সন্তানোৎপাদন, পঞ্চ-মহাযজ্ঞ ও অন্যান্য যজ্ঞ—ইহারা দেহস্থ আত্মাকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপযুক্ত করিয়া তোলে।

৬। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন :—

"অধিক ভোজন যারাই করে।
দারিদ্র্যতায় ধরেই ধরে॥"

মনুও বলেন :—

"অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্যঞ্চাতিভোজনম্।
অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥" ২।৫৭।

অন্ন গ্রহণের সময়—"দৃষ্ট্বা হৃষ্যেৎ প্রসীদেচ্চ প্রতিনন্দেচ্চ সর্বশঃ।"
২।৫৪।

৭। "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥" ২।৯৪। (অগ্নি)।

৮। শ্রদ্ধা ও পরিপ্রশ্ন সহকারে কিছু জিজ্ঞাসা না করিলে জ্ঞানী ব্যক্তিরা চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে মনু বলেন :—

"নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ ব্রূয়ান্ন চান্যায়েন পৃচ্ছতঃ।
জানন্নপি হি মেধাবী জড়বল্লোক আচরেৎ॥" ২।১১০।

৯। "যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥" ২।১৬৮।

(পুত্রপৌত্রাদিসহ)

দ্বিজের তিন প্রকারের জন্মের উল্লেখ আছে শাস্ত্রে :—

১। মাতা হইতে প্রথম জন্ম ;
২। উপনয়ন সংস্কারে দ্বিতীয় জন্ম ;
৩। যজ্ঞদীক্ষা লাভে তৃতীয় জন্ম।

—মনু, ২।১৬৯।

যজ্ঞদীক্ষা সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন :—

"পুনর্বা ঋত্বিজো গর্ভং কুর্বন্তি যদ্দীক্ষয়ন্তীতি।"

১০। "আচার্যো ব্রহ্মণো মূর্তিঃ প্রজাপতেঃ।
মাতা পৃথিব্যা মূর্তিস্তু ভ্রাতা স্বো মূর্তিরাত্মনঃ॥" ২।২২৬।

"ইমং লোকং মাতৃভক্ত্যা পিতৃভক্ত্যা তু মধ্যমম্।
গুরু শুশ্রূষয়ৈবং ব্রহ্মলোকং সমশ্নুতে॥" ২।২৩৩।

১১। "শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি। (শূদ্র হইতেও)।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥" ২।২৩৮।
(চণ্ডাল হইতেও)। (২।২৪২ শ্লোকও দ্রষ্টব্য)।

১২। "সন্তুষ্টো ভার্যয়া ভর্তা ভর্ত্রা ভার্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্॥" ৩।৬০।

"যদি হি স্ত্রী ন রোচেত পুমাংসং ন প্রমোদয়েৎ।
অপ্রমোদাৎ পুনঃ পুংসঃ প্রজনং ন প্রবর্ততে॥" ৩।৬১।

"যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥" ৩।৫৭।

(নিষ্ফলা)।

"শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলম্। (কুলরমণীগণ)।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্ধতে তদ্ধি সর্বদা॥" ৩।৫৭ (শ্রীবৃদ্ধি)।

১৩। মাংসাহার সম্বন্ধে ভগবান্ মনু বলেন :—
"বর্ষে বর্ষেঽশ্বমেধেন যো যজেত শতং সমাঃ।
মাংসানি চ ন খাদেদ্ যস্তয়োঃ পুণ্যফলং সমম্॥" ৫।৫৩।

"ফলমূলাশনৈর্মেধ্যৈর্মুন্যন্নানাঞ্চ ভোজনৈঃ।
ন তৎ ফলমবাপ্নোতি যন্মাংসপরিবর্জনাৎ ॥" ৫।৫৪।

"মাংসভক্ষয়িতামুত্র যস্য মাংসমিহাদ্ম্যহম্।
এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥" ৫।৫৫।

শেষ দুই শ্লোকের অর্থ :—

সম্যক্ প্রকারে মাংস বর্জন করিলে যে ফল লাভ করা যায়, পবিত্র ফল মূল সেবন অথবা মুনিজন সেবিত অন্ন গ্রহণ করিলেও তাদৃশ ফল লাভ হয় না।

ইহলোকে আমি যাহার মাংস ভক্ষণ করিতেছি—পরলোকে সে আমাকে ভক্ষণ করিবে। পণ্ডিতগণ মাংস শব্দের অর্থ (মাং—আমাকে, সঃ—সে ভক্ষণ করিবে) এইরূপ বলিয়া থাকেন।

১৪। নিষিদ্ধ খাদ্য :—

"ছত্রাকং (বেঙের ছাতা) বিড় বরাহঞ্চ (গ্রাম্য শূকর) লশুনং গ্রামকুক্কুটম্।
পলাণ্ডুং গৃঞ্জনঞ্চৈব (গাঁজর) মত্যা জগ্ধ্বা পতেদ্দ্বিজঃ ॥"—৫।১৯।

ইহার যে কোন একটী ভোজন করিলে সপ্তাহসাধ্য সান্তপন ব্রত করিতে হয়।

১৫। "অনধীত্য দ্বিজো বেদাননুৎপাদ্য তথা সুতান্।
অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ ॥"—৬।৩৭।
(যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া)।

(এই সম্পর্কে ৬।৩৫ ও ৬।৩৬ শ্লোকও দ্রষ্টব্য)।

—দ্বিজগণ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া, সন্তানোৎপাদন না করিয়া এবং যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া মোক্ষলাভের ইচ্ছা করিলে অধোগতি লাভ করেন।

১৬। গৃহস্থ আশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে মনু বলেন :—

"সর্বেষামপি চৈতেষাং বেদস্মৃতিবিধানতঃ।
গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ স ত্রীনেতান্ বিভর্তি হি ॥"—৬।৮৯।

১৭। ধর্ম্মের দশবিধ লক্ষণ :—

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্ ॥—৬।৯২।

১৮। দণ্ডের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা :—

"স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ। (দণ্ড)।
চতুর্ণামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্মস্য প্রতিভূঃ স্মৃতঃ ॥"—৭।১৭।

১৯। মন্ত্রিদের লক্ষণ ৭টী বা ৮টী :—

"মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শূরান্ লব্ধলক্ষান্ **কুলোদ্গতান্**।—(সদ্বংশজ)।
সচিবান্ সপ্ত চাষ্টৌ বা প্রকুর্বীত পরীক্ষিতান্ ॥—৭।৫৪।

—মৌলান্—বংশপরম্পরাক্রমিক সেবক। লব্ধলক্ষান্—যুদ্ধবিশারদ।

২০। উৎকৃষ্ট দূতের লক্ষণ :—

"অনুরক্তঃ শুচির্দক্ষঃ স্মৃতিমান দেশকালবিৎ।
বপুষ্মান্ বীতভীর্বাগ্মী দূতো রাজ্ঞঃ প্রশস্যতে ॥"

২১। "সর্ব্বং কর্ম্মেদমায়ত্তং বিধানে দৈব মানুষে।
তয়োর্দ্দৈবমচিন্ত্যন্তু মানুষে বিদ্যতে ক্রিয়া ॥—৭।২০৫।

—সংসারে সকল কর্ম দৈব ও পুরুষকার অধীন; কিন্তু দৈব অদৃষ্ট বলিয়া মনুষ্যের অগোচর—পৌরুষ দৃষ্ট—সুতরাং ক্রিয়াসাধ্য।

২২। শূদ্র ও নাস্তিক আধিক্যে রাজ্যের বিপদ :—

"যদ্রাষ্ট্রং শূদ্রভূয়িষ্ঠং নাস্তিকাক্রান্তম**দ্বিজম্**।—(দ্বিজ শূন্য)।
বিনশ্যত্যাশু তৎ কৃৎস্নং দুর্ভিক্ষব্যাধিপীড়িতম্ ॥"—৮।২২।

২৩। পাপ ও অন্যায় নিরোধে :—

নিগ্রহেণ হি পাপানাং সাধূনাং **সংগ্রহেণ** চ।"—(রক্ষা করিয়া)।
দ্বিজাতয় **ইবেজ্যাভিঃ পূয়ন্তে** সততং নৃপাঃ ॥—৮।৩১১।
(যজ্ঞ দ্বারা)। (পবিত্র হন)।

২৪। স্ত্রীকে সযত্নে রক্ষা :—

"যাদৃশং ভজতে হি স্ত্রী সুতং সূতে তথাবিধম্।
তস্মাৎ প্রজাবিশুদ্ধ্যর্থং স্ত্রিয়ং রক্ষেৎ প্রযত্নতঃ ॥"—৯।৯।

২৫। ধর্মকার্য্যে ও সুসন্তান লাভে স্ত্রী :—

অপত্যং ধর্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ ॥—৯।২৮।

২৬। বীজ ও ক্ষেত্রের মধ্যে বীজের প্রাধান্য :—

"বীজস্য চৈব যোন্যাশ্চ বীজমুৎকৃষ্টমুচ্যতে।
সর্ব্বভূতপ্রসূতির্হি বীজলক্ষণলক্ষিতা ॥—৯।৩৫।
(উৎপন্ন সন্তান প্রায় সকলেই)।

২৭। অসবর্ণ অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহে সংহিতাকারগণের মতামত :—

(ক) "ব্রাহ্মণস্যানুপূর্ব্ব্যেণ চতস্রস্তু যদি স্ত্রিয়ঃ।
তাসাং পুত্রেষু জাতেষু বিভাগেঽয়ং বিধিঃ স্মৃতঃ ॥"—৯।১৪৯।

(খ) "তপোবীজ প্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ ॥" ১০।৪২।

—পূর্ব্বোক্ত চতুর্বিধ জাতি যুগে যুগে তপস্যা প্রভাবে ও বীর্য্যোৎকর্ষে মনুষ্য মধ্যে যেমন জাত্যুৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তদ্বৈপরীত্যে তাহাদের জাত্যপকর্ষও হইয়া থাকে।

(গ) "যত্র ত্বেতে পরিধ্বংসা জায়ন্তে বর্ণদূষকাঃ।
রাষ্ট্রিকৈঃ সহ তদ্রাষ্ট্রং ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি ॥" ১০।৬১।

(ঘ) "শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সা চেৎ প্রজায়তে।
অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যাসপ্তমাদ্ যুগাৎ ॥" ১০।৬৪।
"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব চ ॥" ১০।৬৫।

—পারশবী নাম্নী কন্যাকে যদি অন্য ব্রাহ্মণ বিবাহ করে, এবং তাহার কন্যাকে যদি অপর ব্রাহ্মণ বিবাহ করে—এবং এইরূপ ব্রাহ্মণ সংসর্গ যদি সাত পুরুষ হয়—তবে ঐ পারশবাখ্য বর্ণ বীজের উৎকর্ষ হেতু ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এইক্রমে যেরূপ শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়—তদ্রূপ ব্রাহ্মণেরও শূদ্রত্ব প্রাপ্তি ঘটে—ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্বন্ধেও ঐরূপ জানিবে।

(ঙ) "শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ ॥"

—শূদ্রের ভার্য্যা শুধু শূদ্রা, বৈশ্যের ভার্য্যা বৈশ্যা ও শূদ্রা, ক্ষত্রিয়ের ভার্য্যা ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা—আর বিপ্রের ভার্য্যা বিপ্রা, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা হইতে পারে।

(চ) বিষ্ণু সংহিতায় অসবর্ণ অনুলোম বিবাহের ব্যবস্থা আছে :—
"অথ ব্রাহ্মণস্য বর্ণানুক্রমেণ চতস্রো ভার্য্যা ভবন্তি ॥" ১।

তিস্রঃ ক্ষত্রিয়স্য ॥ ২।
দ্বে বৈশ্যস্য ॥ ৩।
একা শূদ্রস্য ॥ ৪।

আবার ব্যাস সংহিতায় আছে :—

"উদ্বহেৎ ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো বৈশ্যাঞ্চ ক্ষত্রিয়ো বিশাম্।
ন তু শূদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিন্নাধমঃ পূর্ববর্ণজাম্ ॥"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাকে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাকে, বৈশ্য, শূদ্রাকে বিবাহ করিতে পারে—কিন্তু কখনও নিম্নবর্ণের পুরুষ উচ্চবর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিবে না।

মহর্ষি নারদও বলেন :—

"আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম স বিধিঃ স্মৃতঃ।
প্রাতিলোম্যেন যজ্জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ ॥"

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় আছে :—

"অসৎ সন্তস্তু বিজ্ঞেয়াঃ প্রতিলোমানুলোমজাঃ।"

—প্রতিলোমজ সন্তান অসৎ ও অনুলোমজ সন্তান সৎ হয়।

বিষ্ণু সংহিতায় আরো আছে :—

"প্রতিলোমাসু আর্য্য বিগর্হিতাঃ।"

—প্রতিলোমা কন্যাতে আর্য্য বিগর্হিত সন্তান উৎপন্ন হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে :—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকং।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দিশেৎ ॥" ৭।১১।৩৫।

—যে পুরুষের বর্ণজ্ঞাপক যে লক্ষণ বলা হইল যদি তদন্যবর্ণেও সেই লক্ষণ দেখিতে পাও—তবে সেই ব্যক্তিকেও সেই লক্ষণ নিমিত্ত সেই বর্ণ বলিয়া নির্দেশ করিবে।

"বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি ।"

—মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব।

—সচ্চরিত্রসম্পন্ন শূদ্র ব্রাহ্মণত্বই লাভ করেন।

২৮। জাতিভ্রংশকর পাপ :—

"ব্রাহ্মণস্য রুজঃ কৃত্বা ঘ্রাতিরঘ্রেয়মদ্যয়োঃ।
জৈহ্ম্যঞ্চ মৈথুনং পুংসি জাতিভ্রংশকরং স্মৃতম্ ॥" ১১।৬৮।

(হস্ত বা দণ্ড দ্বারা পীড়ন)।
(কৌটিল্য)

"জাতিভ্রংশকরং কর্ম কৃত্বান্যতমমিচ্ছয়া।
চরেৎ সান্তপনং কৃচ্ছ্রং প্রাজাপত্যমনিচ্ছয়া ॥" ১১।১২৫।

(ইচ্ছা পূর্ব্বক করিলে)।
(অনিচ্ছায় করিলে প্রাজাপত্য বিধান)।

"গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্। (দুধ) (ঘৃত)
একরাত্রোপবাসশ্চ কৃচ্ছ্রং সান্তপনং স্মৃতম্ ॥" ১১।২১৩।

২৯। লোকমত সম্বন্ধে ভগবান মনু বলিতেছেন :—

একোঽপি বেদবিদ্ধর্ম্মং যং ব্যবস্যেদ্দ্বিজোত্তমঃ।
স বিজ্ঞেয়ো পরোধর্ম্মো নাজ্ঞানামুদিতোঽযুতৈঃ ॥" ১২।১১৩।

—অযুত অজ্ঞান ব্যক্তির মতের বিরুদ্ধেও একজন বেদবিৎ ব্রাহ্মণের মত গ্রহণীয় হইবে।

"অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্।
সহস্রশঃ সমেতানাং পরিষত্ত্বং ন বিদ্যতে ॥" ১২।১১৪।

—যাহারা সাবিত্র্যাদি ব্রত রহিত, যাহারা জাতিমাত্রে ব্রাহ্মণ—এরূপ বহুসহস্র ব্যক্তিরও পরিষত্ব নাই—অর্থাৎ এরূপ পরিষদের উপদেশ গ্রাহ্য নহে।

গীতাসার

১ম অধ্যায়—"অর্জ্জুন-বিষাদ-যোগঃ"

১। ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ১।৩১।

২। অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ! প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয়! জায়তে বর্ণসঙ্কর ॥ ১।৪০।

২য় অধ্যায়—"সাংখ্যযোগ"

৩। কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন! ২।২।
(অনার্য্য-সেবিত—মূঢ়জনোচিত)।

৪। ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ! নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ! ২।৩।

৫। কার্পণ্য-দোষোপহত স্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ২।৭।

৬। বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২।২২।

৭। অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥ ২।২৪।

৮। হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ২।৩৭।

৯। সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ২।৩৮।

১০। স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ২।৪০।

১১। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥ ২।৪২।

১২। ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ২।৪৫।

১৩। যাবানর্থ **উদপানে** সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে। (ক্ষুদ্র জলাশয়)।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু **ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ** ॥ ২।৪৬।
(ব্রহ্মনিষ্ঠ)।

১৪। **যোগস্থঃ** কুরু কর্ম্মাণি **সঙ্গং** ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ২।৪৮।
(ঈশ্বরযুক্ত)। (কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ)।

১৫। ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎসংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥ ২।৬২।

১৬। ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ২।৬৩।

১৭। নাস্তিবুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥—২।৬৬।

তৃতীয় অধ্যায়—কর্ম্মযোগ

১৮। ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥—৩।৪।

১৯। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥—৩।৬।

২০। **যজ্ঞার্থাৎ** কর্ম্মণোঽন্যত্র **লোকোঽয়ং** কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় **মুক্তসঙ্গঃ** সমাচর ॥—৩।৯।
(ঈশ্বরার্থে)। (লোক সকল)। (নিষ্কাম হইয়া)।

২১। যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥—৩।২১।

২২। ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ৩।২২।
(অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য)।

২৩। যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ৩।২৩।

২৪। ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ৩।২৬।

২৫। ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব **বিগতজ্বরঃ** ॥ ৩।৩০।
(cured of mental fever).

২৬। শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩।৩৫।

২৭। কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩।৩৭।
(দুষ্পূরণীয়)। (অতিশয় উগ্র)।
বিদ্ধি (জানিবে) এনম্ + ইহ + বৈরিণম্ (শত্রু বলিয়া)ঃ
(কাম হইতেই সব রিপুর উৎপত্তি হয়—ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য)।

চতুর্থ অধ্যায়—জ্ঞানযোগ

২৮। বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ **পরন্তপ** ॥ ৪।৫। (শত্রুতাপন)।

২৯। অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৪।৬।

৩০। জন্ম কর্ম্ম দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥ ৪।৯।

৩১। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ৪।১১।

৩২। চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ৪।১৩।

৩৩। যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ৪।১৯।

৩৪। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৪।৩৪। (দ্রষ্টাপুরুষ)।

৩৫। ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি **বিন্দতি** ॥ ৪।৩৯। (প্রাপ্ত হয়)।

৩৬। শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৪।৪০।

(৪১ শ্লোকে 'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি' এইরূপ উক্তি আছে)।

৩৭। যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্ ।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪।৪১ ।

পঞ্চম অধ্যায় কর্ম্ম-সন্ন্যাসযোগ

৩৮। সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ ।
তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ৫।২ ।
(নিঃশ্রেয়সকরৌ + উভৌ)।

৩৯। ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে ॥ ৫।১৪ ।

৪০। কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং **যতচেতসাম্** । (সংযতচিত্তের)।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥ ৫।২৬ ।
(ইহ ও পরলোকে)।

ষষ্ঠ অধ্যায়—অভ্যাসযোগ বা ধ্যানযোগ

৪১। অনাশ্রিতঃ কর্মফলং **কার্য্যং** কর্ম করোতি যঃ । (কর্তব্য)।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন **নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ** ॥ ৬।১ ।
(যে যজ্ঞাদি বর্জিত অথবা কর্মহীন—এ দুইএর কেহই নহে)।

৪২। উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৬।৫ ।

৪৩। **যুক্তা**হারবিহারস্য **যুক্ত**চেষ্টস্য কর্মসু । (পরিমিতরূপ)।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ৬।১৭ ।

যোগীর আহার বিহার সবই পরিমিতরূপ হওয়া প্রয়োজন। ষোড়শ শ্লোকে অত্যাহারী বা অনাহারী, অতিনিদ্রালু বা অতিজাগরণশীলেরও যোগসমাধি হয় না—এইরূপ বলা হইয়াছে।

৪৪। যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ৬।২২ ।

৪৫। যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি ।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৬।৩০ ।
(আমি তাহার নিকট অদৃশ্য হই না—এবং সেও আমার অদৃশ্য হয় না।)

৪৬। পার্থ **নৈবেহ নামুত্র** বিনাশস্তস্য বিদ্যতে । (ইহ ও পরলোকে)।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৬।৪০ ।

৪৭। তপস্বিভ্যোঽধিকো **যোগী** জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
(ভগবানে যুক্ত)।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন॥ ৬।৪৬।

৪৮। যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ ৬।৪৭।

(এই শ্লোকে যোগীর লক্ষণ বলা হইয়াছে।)

সপ্তম অধ্যায়—জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ

৪৯। বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু **কামোঽস্মি** ভরতর্ষভ॥ ৭।১১।

৫০। দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ৭।১৪।

৫১। চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ ৭।১৬।

(জিজ্ঞাসু—আত্মজ্ঞান লাভেচ্ছু ; অর্থার্থী—ইহ ও পরলোকে ভোগাকাঙ্ক্ষী)।

৫২। তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্ব্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥ ৭।১৭।

৫৩। বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং **প্রপদ্যতে**। (ভজনা করে)।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ ৭।১৯।

৫৪। অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥ ৭।২৪।

৫৫। বেদাহং **সমতীতানি** বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন। (অতীত)।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন॥ ৭।২৬।

অষ্টম অধ্যায়—অক্ষরব্রহ্মযোগ।

৫৬। যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ ৮।৬।

৫৭। তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু **মামনুস্মর** যুধ্য চ। (আমাকে স্মরণ কর)।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ॥ ৮।৭।

৫৮। আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ৮।১৬।

নবম অধ্যায়—রাজগুহ্যযোগ।

৫৯। অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ৯।১১।

৬০। মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥ ৯।১২।

(ইহারা আমাকে অবজ্ঞা করে)।

৬১। গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং **নিধানং** বীজমব্যয়ম্॥ ৯।১৮।
(সৃষ্টিকর্ত্তা)। (প্রলয়স্থান)।

৬২। অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন। ৯।১৯।
(আমিই মৃত্যু, আমিই অমৃত, আমিই সৎ, আমিই অসৎ)।

৬৩। অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ ৯।২২।
(যোগ—অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি, ক্ষেম—প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ)।

যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্। ৯।২৫।

৬৪। যৎ করোষি যদশ্নাসি **যজ্জুহোষি** দদাসি যৎ। (হোম কর)।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ৯।২৭।

৬৫। অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ ব্যবসিতো হি সঃ॥ ৯।৩০।
(সম্যক্ ব্যবসিতঃ—শ্রেষ্ঠ বিষয়ে অধ্যবসায়যুক্ত)।

৬৬। ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা **শশ্বচ্ছান্তিং** নিগচ্ছতি। (নিত্য শান্তি)।
কৌন্তেয় **প্রতিজানীহি** ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥ ৯।৩১।
(প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিও)।

দশম অধ্যায়—বিভূতিযোগ

৬৭। মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ ১০।৯।

৬৮। তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ১০।১০।

৬৯। যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদ**ূর্জ্জিতমেব** বা। (অতিশয় প্রভাবযুক্ত)।
তত্তদে**বাবগচ্ছ** ত্বং মম তেজোংশসম্ভবম্॥ ১০।৪১। (জানিও)।

৭০। অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ১০।৪২।

(পৃথক্ পৃথক্ এইরূপ বহুজ্ঞানে তোমার প্রয়োজন কি? আমি এই নিখিল জগৎ আমার একাংশ দ্বারা ধারণ করিয়া আছি।)

একাদশ অধ্যায়—বিশ্বরূপদর্শনযোগ

৭১। ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ১১।৮।

৭২। কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ **প্রবৃদ্ধো**। (অতি উৎকট)।
লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে
যেঽবস্থিতাঃ **প্রত্যনীকেষু যোধাঃ** ॥" ১১।৩২।
(প্রতিপক্ষ সৈন্যগণ)।

(পরের শ্লোকেই 'ময়ৈবৈতে নিহতাঃ' ইত্যাদি আছে)।

৭৩। ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম, ত্বয়া **ততং** বিশ্বমনন্তরূপ ॥" ১১।৩৮।
(ব্যাপ্ত)।

৭৪। নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন **চেজ্যয়া**। (যজ্ঞ দ্বারা)।
শক্য এবংবিধো **দ্রষ্টুং** দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ১১।৫৩।
(দৃষ্ট হইতে পারি)।

৭৫। ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥ ১১।৫৪।

৭৬। মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ১১।৫৫।

দ্বাদশ অধ্যায়—ভক্তিযোগ।

৭৭। ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ১২।৫।
"আমরা সাকার কি না—তাই সদ্‌গুরু আমাদের উপাস্য—"
—শ্রীশ্রীঠাকুর (ভাববাণী)।

৭৮। ময্যেব মন **আধৎস্ব** ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। (স্থাপন কর)।
নিবসিষ্যসি ময্যেব **অত ঊর্দ্ধং** ন সংশয়ঃ ॥ ১২।৮। (ইহার পরে)।

৭৯। অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১২।১৬।

অনপেক্ষ—নিস্পৃহ, দক্ষ—নিরলস, উদাসীন—পক্ষপাতশূন্য, সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী—যিনি কোন ফল কামনা করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন না।

৮০। যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১২।১৭।

৮১। "তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥ ১২।১৯।

(গৃহাদিতে মমত্ব বুদ্ধিশূন্য)।

ত্রয়োদশ অধ্যায়—ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগযোগ

৮২। ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জ্জনসংসদি॥ ১৩।১০।
(নির্জ্জনে বাস)। (জন সংসর্গে বিরাগ)।

৮৩। অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥ ১৩।১৬।

তিনি ভূতগণের মধ্যে অবিভক্ত (অপরিচ্ছিন্ন) থাকিয়াও বিভক্তের ন্যায় (ভিন্ন ভিন্ন রূপে) প্রতীত হন। তাঁহাকে ভূত সকলের পালয়িতা, সংহর্ত্তা ও সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া জানিবে।

৮৪। সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ১৩।২৭।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়—গুণত্রয়বিভাগযোগ।

৮৫। মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ **সমতীত্যৈতান্** ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥" ১৪।২৭।২৬।

(অতিক্রম করিয়া)

৮৬। ব্রহ্মণো প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥ ১৪।২৭।

"Thus in Him—Jesus Christ—dwelleth all the fulness of the Godhead bodily".—Swedenburg.

পঞ্চদশ অধ্যায়- পুরুষোত্তমযোগ।

৮৭। মমৈবাংশো জীব লোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ১৫।৭।
"জীব নিত্য কৃষ্ণদাস"—ইহাই এখানে বলা হইতেছে।

৮৮। যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৫।১৮।
ক্ষর—পরিবর্তনীয় সৎ ; অক্ষর—অপরিবর্তনীয় সৎ।

৮৯। যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
সর্ববিদ্ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥ ১৫।১৯।

ষোড়শ অধ্যায়—দৈবাসুর-সম্পদ্-বিভাগযোগ।

৯০। ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ১৬।২১।

সপ্তদশ অধ্যায়—শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগ।

৯১। সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং **পুরুষো** যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ১৭।৩ (মনুষ্য)।

সত্ত্বানুরূপা—যাহার অন্তঃকরণ যেরূপ সংস্কারযুক্ত—অর্থাৎ যাহার যেরূপ স্বভাব—তাহার শ্রদ্ধা তদনুরূপ হইয়া থাকে।

অষ্টাদশ অধ্যায়—মোক্ষযোগ।

৯২। কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ১৮।২।
কর্মত্যাগকে প্রকৃত সন্ন্যাস বলে না।

৯৩। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ১৮।৪১।

৯৪। সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ১৮।৪৮।

৯৫। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ১৮।৫৫।
(যাবান্ যশ্চাস্মি—যে যে বহুরূপ এবং একরূপ হই।)

৯৬। মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ১৭।৫৮।

"ইষ্টীচলন থাকেই যদি বুঝ্বেনা তোর দুর্গতি।
দুর্গতি সব চূর্ণ হ'য়ে আন্বে ক্রমে উন্নতি॥" শ্রীশ্রীঠাকুর।

৯৭। ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

৯৮। মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ১৮।৬৫।

৯৯। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ১৮।৬৬।
সর্ব্বধর্ম্মান্—সমস্ত প্রবৃত্তির ধর্ম্ম।

১০০। ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥ ১৮।৬৭।

"Don't cast the pearls before the swine."—Proverb.

১০১। নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥ ১৮।৭৩।

১০২। যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥ ১৮।৭৮।

যেখানে ধর্ম্ম—সেখানেই শ্রী (লক্ষ্মী), বিজয়, ভূতি (অভ্যুদয়—becoming), ও অমোঘ নীতি দেখা যায়।—(সঞ্জয়ের উক্তি)।

শ্রীবুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম্ম

শ্রীবুদ্ধের জন্ম, মহাবোধির লাভ ও মহাপরিনির্ব্বাণ—একই দিনে হয়—অর্থাৎ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতেই তাঁহার জীবনের এই তিনটি প্রধান ঘটনা সংঘটিত হয়।

যে রাত্রিতে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন—সেই রাত্রির প্রথম প্রহরে তিনি

(১) পূর্ব্ব নিবাস জ্ঞান—অর্থাৎ জাতিস্মরত্ব লাভ করেন—দ্বিতীয় প্রহরে

(২) দিব্য চক্ষু অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করেন—এবং তৃতীয় প্রহরে

(৩) প্রতীত্য সমুৎপাদ—অর্থাৎ জগতের কার্য্যকারণ জ্ঞান লাভ করেন।

তাঁহার প্রথম গুরু ছিলেন 'আড়ারকালাম' এবং দ্বিতীয় গুরু ছিলেন 'রুদ্রক'।

মহাপ্রজ্ঞা লাভের তিনি যে দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়া আসন পরিগ্রহ করেন—তাহা নিম্নোক্ত শ্লোকে পাওয়া যায়ঃ—

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।"—ললিত বিস্তর।

কামনা ও বাসনার পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"হে গৃহকারক! আমি তোমায় দেখিতে পাইয়াছি—তুমি আমাকে প্রলুব্ধ করিয়া আর গৃহনির্ম্মাণ করিতে পারিবে না।"

"গৃহকারক! দৃষ্টোঽসি গেহং কর্ত্তাসি নো পুনঃ।
সর্ব্বাস্তে পার্শুকা ভগ্না গৃহকূটং বিসংস্কৃতং।
বিসংস্কারগতং চিত্তং তৃষ্ণানাং ক্ষয়মধ্যগাৎ॥"

তাঁহার সাধনার সময় 'মার' অর্থাৎ শয়তান আসিয়া নানা প্রকার প্রলোভন ও বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল; কিন্তু তথাগত কঠোর সঙ্কল্প ও তীব্র পুরুষকারের সহিত সমস্ত বাধা ও প্রলোভনকে অতিক্রম করিয়া তাহাকে বলিলেন—

"বরং মৃত্যুঃ প্রাণহরো ধিগ্ গ্রাম্যনো জীবিতম্।
সংগ্রামে মরণং শ্রেয়ো ন চ জীবেৎ পরাজিতঃ॥
ন শূরো জায়তে সেনাং জিত্বা চৈনাং ন মন্যসে।
শূরস্তু জায়তে সেনাং লঘু মার জয়ামি তে॥"—ললিত বিস্তর।

—হে নীচ মার! গ্রাম্য জীবনের চাইতে, ইন্দ্রিয়ের অধীন হ'য়ে জীবন যাপন করার চাইতে মরণও শ্রেয়স্কর। পরাজিত হ'য়ে জীবন যাপন করার চেয়ে সংগ্রামে প্রাণ ত্যাগ করাও শ্রেয়ঃ, রণক্ষেত্রে যে সৈন্যদলকে জয় করে—তাকে যথার্থ বীর বলা যায় না—যিনি তোর সেনাকে জয় করিতে পারেন—তিনিই হ'চ্ছেন যথার্থ বীর—অতএব তোকে আমি নিশ্চয়ই পরাভূত করব।"

তিনি মারকে আরো বলেছিলেন, "রে মার! তোর সেনাদল দেবতা ও মানবগণকে সদা পীড়ন করছে। জলে যেমন আমপাত্র (কাঁচা মাটির পাত্র) নষ্ট হ'য়ে যায়—তেমনি আমিও প্রজ্ঞার দ্বারা তোর সেনাদল সহ তোকে দলন করব। রে দুর্মতি! আমি স্মৃতিকে জাগ্রত রেখে, বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার অনুগত থেকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির আশ্রয় গ্রহণ করব—তুই আমার কী করবি?"

শ্রীবুদ্ধ পুরুষকারের উপর বিশেষ জোর দিয়া বলেছেন :—

"অত্তাহি অত্তনো নাথো
কোহি নাথো পরোসিয়া।"

—মানুষ নিজেই নিজের মুক্তিদাতা—অপরে তাহাকে মুক্তিদান করিতে পারে না।

ধর্ম্মপদে আছে :—

"Evil is done by self alone, by self alone is one stained; by self alone is evil left, undone, by self alone one purified. Purity and impurity depend on one's own self. No man can purify another." —Canto XII, sl. 9. Cf. গীতা ৬।৫।

ত্রিপিটকে শ্রীবুদ্ধের বাণী লিপিবদ্ধ আছে :—

১। অভিধর্ম পিটক—মহাস্থবির কাশ্যপ প্রণীত। ইহাতে দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

২। সুত্ত পিটক—আনন্দ প্রণীত। ইহাতে বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী সন্নিবেশিত আছে।

৩। বিনয় পিটক—উপালী প্রণীত। ইহাতে সঙ্ঘের নিয়মাবলী লিখিত আছে।

শ্রীবুদ্ধ বোধি লাভের পর ঋষিপতন মৃগদাবে (সারনাথ) প্রথম ধর্ম্মোপদেশ দান করেন অগ্রধর্ম্মবোধক পঞ্চবর্গীয় পাঁচজন শিষ্যকে। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ! ভোগবিলাস ও কঠোর তপশ্চরণ দুইই পরিত্যাগ করিয়া মধ্যপথ অবলম্বন করাই প্রব্রজিতগণের পরম ও চরম অবলম্বন। সেই মধ্যপথ হইতেছে চার আর্য্যসত্য ও অষ্টাঙ্গিক মার্গ।" —Cf. গীতা ৬।১৭।

চারি আর্য্যসত্য :—

(১) 'দুঃখ জ্ঞান'—সংসার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময়।

(২) 'দুঃখ সমুদায় জ্ঞান'—বিষয়-তৃষ্ণাই দুঃখের মূল কারণ।

(৩) 'দুঃখ নিরোধ জ্ঞান'—বিষয়-তৃষ্ণা সমূলে উৎপাটন করাই দুঃখ নিবৃত্তির উপায়।

(৪) 'দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা বা মার্গজ্ঞান'—অর্থাৎ অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা পথ—যাহা অনুশীলন করিয়া জীব দুঃখকে সমূলে উৎপাটন করিতে পারে।

অষ্টমার্গ ঃ—

১। সম্যক্ দৃষ্টি ; ২। সম্যক্ সঙ্কল্প ; ৩। সম্যক্ বাক্য ; ৪। সম্যক্ ব্যবসায় ; ৫। সম্যক্ আজীব (জীবিকা) ; ৬। সম্যক্ চেষ্টা ; ৭। সম্যক্ স্মৃতি ; ৮। সম্যক্ সমাধি।

শ্রীবুদ্ধের প্রধান দুই শিষ্যের নাম—১। সারীপুত্র। ২। মৌদ্গল্যায়ন। উভয়েই শ্রী বুদ্ধের জীবদ্দশায় দেহরক্ষা করেন।

ভগবান্ যীশু যেমন বলেছেন ঃ—

"I am come not to destroy but to fulfil".—পূর্ব্বতন মহাপুরুষগণকে পূর্ণ করবার জন্য আমি আসিয়াছি,—তাঁহাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য নয়। ভগবান্ তথাগতও ঠিক এইরূপ বলিয়াছেন—"ভিক্ষুগণ ! আমিও সেইরূপ একটি প্রাচীন পথ আবিষ্কার করিয়াছি। পুরাকালের মহাজ্ঞানীরা এই পথেই যাতায়াত করিতেন। এই পথে বিহার করিয়া আমি জন্মমৃত্যুর রহস্য বুঝিয়াছি। আমি যাহা বুঝিয়াছি—তাহাই ভিক্ষু ও শ্রাবকদের নিকট প্রচার করিয়াছি।"

নির্ব্বাণ সম্বন্ধে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে যে ইহা বিলোপ সাধনের নামান্তর মাত্র ; কিন্তু শ্রীবুদ্ধ নির্ব্বাণ বলিতে এইরূপ বিলুপ্ত হইয়া যাওয়া বুঝিতেন না। তিনি বলেছেন ঃ—

১। "নির্ব্বাণং পরমং সুখং"—ধর্ম্মপদ।

২। "গম্ভীরমিতি সুভূতে শূন্যতায়া এতদধিবচনম্। শূন্যতায়া এতদধিবচনং যদ্ অপ্রমেয়মিতি। যে চ সুভূতে অক্ষয়াপি তে"—হে সুভূতি ! শূন্য সেই পদার্থ যাহা গম্ভীর, অপ্রমেয় ও অক্ষয়।

৩। "আমি বৈনাশিক (Nihilist) নহি—অথচ শ্রমণ ব্রাহ্মণেরা আমাকে অসত্য ভাবে সেইরূপ বর্ণনা করেন।" মজ্ঝিমনিকায়, ২২ সুত্ত।

'রত্নমেঘ' নামক গ্রন্থে আছে ঃ—

"তৃষ্ণা বিপ্রহানেন নির্ব্বাণমিতি কথ্যতে।"
—তৃষ্ণার সম্যক্ নিবৃত্তির নাম নির্ব্বাণ।

'রত্নকূট সূত্রে' আছে ঃ—

"রাগদ্বেষমোহক্ষয়াৎ পরিনির্ব্বাণম্।"
—রাগ দ্বেষ ও মোহ হইতে মুক্তির নাম নির্ব্বাণ।

শঙ্করাচার্য্যের উক্তিতেও দেখিতে পাই ঃ—

"যৎ শূন্যবাদিনাং শূন্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাং চ যৎ।"
—সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্ত সংগ্রহ।

—শূন্যবাদিগণের নিকট যাহা শূন্য—ব্রহ্মবাদিগণের নিকট তাহাই ব্রহ্ম।

নির্ব্বাণ লাভের উপায় :—

(১) মৈত্রী ; (২) করুণা ; (৩) মুদিতা (সকল ধর্ম্মের লোকের প্রতি প্রেম) ; (৪) উপেক্ষা (অন্যের দোষ দর্শন একদম না করা) ; (৫) অহিংসা ; (৬) সত্য ও (৭) ব্রহ্মচর্য্য।

বৌদ্ধমতে ত্রিশরণের উপর খুব জোর দেওয়া হইয়াছে।

১। বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।
২। ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।
৩। সংঘং শরণং গচ্ছামি।

বৌদ্ধদের পঞ্চ বল :—

(১) শ্রদ্ধা (২) সমাধি (৩) বীর্য্য (৪) স্মৃতি (৫) প্রজ্ঞা।

প্রতীত্যসমুৎপাদ :—

ব্যাধি, জরা, দুঃখ ও মৃত্যুর কারণ জন্ম।
জন্মের কারণ ভব অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম।
ভবের কারণ উপাদান অর্থাৎ আসক্তি।
উপাদানের কারণ তৃষ্ণা।
তৃষ্ণার কারণ বেদনা অর্থাৎ সুখদুঃখাদির অনুভব।
বেদনার কারণ স্পর্শ অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্পর্ক।
স্পর্শের কারণ ষড়ায়তন অর্থাৎ মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়।
আয়তনের কারণ নামরূপ অর্থাৎ অন্তঃকরণ চাতুর্ভূত।
নামরূপের কারণ বিজ্ঞান অর্থাৎ অন্তঃকরণ ও বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান।
বিজ্ঞানের কারণ সংস্কার।
সংস্কারের কারণ অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান।
এই দ্বাদশাঙ্গ মতের নাম "প্রতীত্যসমুৎপাদ"।

চাতুর্ব্বর্ণ্য, সুপ্রজনন ও বহুবিবাহ সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীগণের অভিমত :—

"জাতে বর্ণে আঘাত করে
বাতুল চালে সে দেশ মরে।"—শ্রীশ্রীঠাকুর

"বর্ণ ভাঙলে সর্ব্বনাশ
ধ্বংসে রাষ্ট্র জাতি দাস।"—শ্রীশ্রীঠাকুর।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন :—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্॥" ৪।১৩।

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥" ১৮।৪১।

বায়ু পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :—

"যো (শ্রীকৃষ্ণ) পাতুর্ধর্মযুক্তানাং অপাতিঃ পাপকর্মণাম্।
চাতুর্বর্ণ্যস্য প্রভবশ্চাতুর্বর্ণ্যস্য রক্ষিতা॥" ১৭।৩৬-৩৭।

1. "There is no doubt that the caste system is the main cause of the fundamental stability and contentment by which Indian society has been braced for centuries against the shocks of Politics and the cataclysms of Nature. It provides every man with his place, his career, his occupation, his circle of friends".—'A Vision of India'—Sidney Low.

* * *

2. "I consider the institution of castes among the Hindu nations as the highest effort of their legislation and I am well convinced that if the people of India never sank into a state of barbarism and if India kept up her head, preserved and extended the siences, the arts and civilisation, it is wholly to the distinction of castes that she is indebted for that high celebrity".—Abble Dubois.

* * *

3. Johnson নামে একজন মনীষী তাঁহার 'Oriental Religion' নামক বইএ লিখেছেন :—"ইউরোপের ন্যায় এ দেশে পাশব জোরাধিকার লইয়া বর্ণ ভেদ হয় নাই। লোকের শক্তির প্রকৃতি ও পরিমাণ ভেদে বর্ণ ভেদ সৃষ্ট হইয়াছে।"

* * *

4. A. G. Gardinerও বলেন :—"The castes of India have at least some basis in great traditions and fundamental ideas. The caste system of our own has only a basis in riches."

* * *

5. বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক Gidding বলেন :—"ক্ষমতার, কর্মকুশলতার বা প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়া যে সকল মানুষ সমান—একথা একেবারে অযৌক্তিক এবং মনুষ্য সমাজের প্রকৃতিগত বর্ণপার্থক্য তুলিয়া দিয়া উহাকে এক শ্রেণীহীন

মানব সমাজকে পরিণত করার সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে—কারণ তথাকথিত সাম্যবাদ শুধু কল্পনা বিলাস মাত্র।"

*　　　*　　　*

6. Aldous Huxley তাঁহার 'Ends and Means' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বলেছেন :—We must begin by the frankest, the most objectively scientific acceptance of the fact that human beings belong to different types."

*　　　*　　　*

7. Karl Landsteiner (Noble Prizeman of 1930) আবিষ্কার করেন যে প্রত্যেক মানুষেরই রক্ত সমশ্রেণীর নয় এবং রক্তের শ্রেণী বিভাগ আছে। পৃথিবীর সব মানুষের রক্তকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

*　　　*　　　*

8. Lord Avebury বলেছেন :—"সকল জীব বা সকল মানুষই যে বৈচিত্র্যবিহীন এক শ্রেণীভুক্ত—একথা শুধু সেই সব পুঁথি পোকেরাই বলবেন যারা কোন দিন প্রকৃতি ও মনুষ্য সমাজের বৈচিত্র্য মনকে দেখেন নি।"

*　　　*　　　*

9. Noble Laureate Dr. Alexis Carel তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'Man the Unknown'এ বলেছেন :—"Indeed human beings are equal. But individuals are not. The equality of their rights is an illusion. * * * * Every man is a history unlike all others."

ভগবান মনু বলেছেন :—

"লোকানাং তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্তয়ৎ ॥" ১।৩১।

Cf. ঋগ্বেদ, পুরুষসূক্ত।

আর্য ভারতে এই চারিবর্ণের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতি, সহানুভূতি ও সৌহার্দ্য ছিল—এবং গুণ ও কর্ম অনুসারে ইহাদের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ হইত। ব্রাহ্মণও কর্মদোষে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেন—এবং শূদ্রও কর্মগুণে ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্ত হইত।

"শ্বপচোঽপি কুলজ্ঞানী ব্রাহ্মণাদতিরিচ্যতে।
কুলাচার বিহীনস্তু ব্রাহ্মণঃ শ্বপচাধমঃ ॥"—মহানির্বাণ তন্ত্র।

—আচারনিষ্ঠ চণ্ডাল ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং আচার বিহীন ব্রাহ্মণ চণ্ডাল অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

বৈষ্ণব শাস্ত্রেও আছে :—

"মুচি হয়েও শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে।
শুচি হ'য়েও মুচি হয়, যদি কৃষ্ণ ত্যজে॥"

মনুও বলেন :—

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাৎ তথৈব চ॥" ১০।৬৫।

(ক) বিশ্বামিত্র, আর্ষ্টিষেণ, সিন্ধুদ্বীপ, দেবাপি, মুদ্গল, দিবোদাস, মিত্রায়ু ও গার্গ্য ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন।

—হরিবংশ, ভাগবত ও মহাভারত, শল্যপর্ব্ব।

(খ) নাভাগারিষ্টের দুই পুত্র বৈশ্য হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন।

—হরিবংশ, ১১।৬৫৮, ভাগবত ৯।২ অধ্যায়।

(গ) ভলন্দ, বৎস্য ও সঙ্কীর্ত্তি—এই তিনজন বৈশ্য বেদের মন্ত্র প্রকাশ করেন।

(ঘ) কবষ ঐলুষ ঋষি একজন শূদ্র। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৩০-৩৪ সূক্ত এই ঋষি দ্বারা রচিত।—কৌষিতকী ব্রাহ্মণ।

(ঙ) মনুর পুত্র পৃষধ্র গুরুর গোহত্যা করিয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।

—হরিবংশ, ১ম অধ্যায়।

(চ) অনার্য্যতা, নিষ্ঠুরতা, ক্রূরতা, নিষ্ক্রিয়াত্মতা।
পুরুষং ব্যঞ্জয়ন্তীহ লোকে কলুষযোনিজম্॥—মনু, ১০।৫৮।

—অনার্য্যতা, নিষ্ঠুরতা, ক্রূরতা ইত্যাদি হীন যোনিজদের লক্ষণ।

সদাচার সম্পন্ন ইতরজাত দ্বিজাতিগণের মধ্যে পরস্পর আহারাদি আর্য্য সমাজে প্রচলিত ছিল। এ সম্বন্ধে পরাশর স্মৃতি বলেন :—

ক্ষত্রিয়োঽপি বৈশ্যো বা ক্রিয়াবন্তৌ শুচিব্রতৌ।
তদ্গৃহেষু দ্বিজৈর্ভোজ্যং হব্যকব্যেষু নিত্যশঃ॥

মহাভারতেও আছে :—

"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, ইহারা সকলে পরস্পরের অন্ন ভোজন করিতে পারে।"
—মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব।

চৈতন্য ভাগবতে দেখিতে পাই প্রভু নিত্যানন্দ বলিতেছেন :—

"প্রভু কহে হিরণ্যেতে বসতি উহার।
সুবর্ণ বণিক দোষ করিনু স্বীকার॥ (উদ্ধারণ দত্ত)
বৈশ্য কুলেতে জন্ম, হয় সদাচারী।
এজন্য উহার অন্ন, ঘৃণা নাহি করি॥"

আবার মনু বলেন :—

"আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ, গোপাল দাস নাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥" ৪।২৫৩।
"চিকিৎসকস্য মৃগয়োঃ ক্রূরস্যোচ্ছিষ্টভোজিনঃ॥" মনু, ৪।২১২।

—অর্থাৎ চিকিৎসকের, মৃগয়াদি পশুহন্তা ও ক্রূর ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিবে না।

স্বামী বিবেকানন্দ চাতুর্বর্ণ্য সম্বন্ধে বলেন :—

"এখন ক্রমে বৈদিক ছাঁচে দেশটা পুনরায় গ'ড়ে তোলা দরকার। মনু, যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় মানুষ তৈরী কর। * * প্রাচীন নিয়মগুলি সময়োপযোগী বদলসদল দিয়ে নিয়মগুলি বিধিবদ্ধ ক'রে নূতন ছাঁচে সমাজ গড়বে। * * প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চার জাতে লোককে ভাগ করতে হ'বে। সব বামুন এক করে একটি ব্রাহ্মণ জাত গড়তে হ'বে। সেইরূপ সব ক্ষত্রিয়, সব বৈশ্য, সব শূদ্রদের নিয়ে অন্য ৩টা জাতি ক'রে, সকল জাতিকে বৈদিক প্রণালীতে আনতে হ'বে।"

বহুবিবাহ ও সুপ্রজনন :—

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। তাঁহার জীবনে দেখিতে পাই বর্ধিত বহুবিবাহ প্রতিষ্ঠিত। বিষ্ণু পুরাণে আছে—"রুক্মিণী সত্যভামা, জাম্ববতী, চারুহাসিনী প্রমুখা অষ্টৌ পত্ন্যঃ প্রধানাঃ।" শ্রীকৃষ্ণের বহু পত্নীর মধ্যে রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি উল্লিখিত আট জন স্ত্রীই প্রধান। এদের প্রত্যেকের গর্ভেই সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল—ভাগবতে সেই পুত্রদের নামও আমরা দেখিতে পাই। আবার ভাগবতেও উক্ত আছে—"সুতশতানি কৃতবানুদারাঃ উৎপাদ্য তেষু দারেষু"—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বহু দারপরিগ্রহ করিয়া সেই সকল স্ত্রীতে বহু সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন—(ভাগবত ১০।৬১।৩৬ শ্লোক)। এইরূপ রামায়ণ, মহাভারত ও তৎপূর্ববর্তী বৈদিক যুগেও ভারতবর্ষে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। শ্রেষ্ঠের বহু উৎপত্তি হইতে গেলেই শ্রেষ্ঠদের বহুবিবাহ হওয়া একান্তই প্রয়োজন। জাতি সেবা করিবার জন্য এই বৈজ্ঞানিক প্রজনন প্রথা ঋষিরা দেশে প্রবর্তিত করেন নাই। আর্য সমাজে দ্বিজগণের মধ্যে এক একজন নিষ্ঠপ্রাণ শ্রেষ্ঠ পুরুষকে বহু নারী সুসন্তান লাভের আশায় স্বামিত্বে বরণ করিতেন—এবং তার ফলে বিভিন্ন স্ত্রীতে একই পুরুষের বহুমুখী প্রতিভা ও জ্ঞান বুদ্ধি ও পারদর্শিতা হইয়া আয়ুষ্মান্ ও দেহে, মনে ও সর্বাংশে বলবান্ সন্তান জন্মগ্রহণ করিত। জাতির স্থিতিকে দৃঢ় ও বলিষ্ঠ রাখিবার জন্য সমাজের শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের বহুবিবাহ বিশেষভাবে বিধানসম্মত। সব কিছুর আগে ভাল ভাল উচ্চসংস্কারযুক্ত সন্তানের সৃষ্টি যাতে হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এই সঙ্গে একথা বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে কামাচারী, ইন্দ্রিয়লোলুপ পুরুষ বিবাহেরই যোগ্য নয়—বহুবিবাহ তো দূরের কথা। প্রাচীন ভারতে যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, [illegible], যযাতি, দশরথ, সগর, বসুদেব, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, ভরত, বিচিত্রবীর্য, [illegible] ইত্যাদি বহু পুরুষসিংহ বহুবিবাহ করিয়াছেন। [illegible] বিশিষ্ট কুলীনের বহু বিবাহে এই সুপ্রজনন নীতিরই

শেষ নিদর্শন। কোরাণেও হজরত মহম্মদ এই বহুবিবাহ নীতিকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে সমর্থন করিয়াছেন এবং নিজেও বহুবিবাহ করিয়াছিলেন।

Old Testament এর Abraham, Isaac, Jacob, David, Solomon প্রভৃতি মহাপুরুষগণ সকলেই বহু বিবাহ করিয়াছিলেন। আবার বহুবিবাহের সঙ্গে অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত—যার ভিতর দিয়ে সমাজের বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য ঐক্যের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বাইরের বা ভেতরের যে কোন আঘাত ও আক্রমণকে এইরূপে সুসংহত সমাজ সহজেই প্রতিহত করিতে পারিত। ছোটকে বড়র দিকে—আর বড়কে আরো বড়র দিকে—নিয়ে যাওয়াই ছিল ঋষি সমাজকর্ত্তাদিগের প্রধান লক্ষ্য—তাই প্রতিলোম যৌন সংস্পর্শকে তাঁরা কঠোর হস্তে দমন করেছিলেন। কারণ—

"প্রতিলোমে কূপোকাৎ,
বিশ্বাসঘাতক বংশপাত।"—শ্রীশ্রীঠাকুর।

জীবন, জাতি ও রাষ্ট্রের পক্ষে প্রতিলোম বিবাহের মত সর্ব্বনাশা, ধ্বংসকর নীতি আর নাই।

পাশ্চাত্য মনীষি Bernard Shaw বলেছেন :—

"The maternal instinct leads a woman to perfer a tenth share in a first-rate man to the exclusive possession of a third-rate one."

Prof. Von Ehrenfels বলেছেন :—

"The adoption of polygyny is necessary for the preservation of the Aryan race."

সুপ্রজননের প্রধান দায়িত্ব নারীর উপর—তাই শাস্ত্রে আছে :—

"অপত্যং ধর্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ॥"—মনু, ৯।২৮।

"যদি বৈ ন স্ত্রী রোচেত পুমাংসং ন প্রমোদয়েৎ।
অপ্রমোদাৎ পুনঃ পুংসঃ প্রজননং ন প্রবর্ত্ততে॥"

—মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব।

(স্ত্রী কর্ত্তৃক স্বামী তুষ্ট ও উদ্বুদ্ধ না হইলে পুরুষের ক্লৈব্য পর্য্যন্ত আসিতে পারে।)

মহর্ষি চরক বলেন :—

"স্ত্রীষু প্রীতির্বিশেষেণ স্ত্রীষু পত্যং প্রতিষ্ঠিতঃ।
ধর্মার্থৌ স্ত্রীষু লক্ষ্মীশ্চ স্ত্রীষু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ॥"

Law of Heredity সম্বন্ধে Combe তাঁহার 'Constitution of Man' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"Parents frequently live again in their offspring. It is certain that children resemble their parents, not only in countenance and the form of their body, but also in their mental disposition, in their virtues and vices. The theory of the transmission of temporary mental and bodily qualities is supported by numerous facts tending to show that the state of the parents, particularly of the mother, at the time when the existence of the child commences, has a strong influence on its talents, dispositions and health."

তিনি আরো বলেছেন :—"On the other hand a person with an excellent moral development, may by some particular occurrence, have his animal propensities roused to more than usual vigour, and his moral sentiments thrown for a time into the shade, and any offspring connected with this condition would prove inferior to himself in the development of moral organs."

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন :—"বিচালুকে যদি জোলা পড়ে, তা হ'লে তা'তে জোলা থাকই হয়—আবার ওল যদি ভাল হয়—তার মুখীটিও ভাল হয়।"—রামকৃষ্ণ কথামৃত, ২য় ভাগ, ২৫ পৃষ্ঠা।

Dr. Alexis Carrel বলেন :—"The ancestral potentialities still exist in the germ-plasm of their weak offspring. These potentialities can still be actualised."

—Man the Unknown.

Sir Francis Galtone বলেন :—"The parent is rather the trustee than the producer of the germ-cells; or again the individual bodies are like mortal pendents that fall away from the immortal necklace of germ-cells."

এই অতি-বৃদ্ধির বহুবিবাহ ও অসবর্ণ অনুলোম বিবাহ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে বহু তীব্র বাধা ও সমালোচনার সম্মুখীন হ'তে হবে—কিন্তু তাতে পশ্চাৎপদ হ'লে জাতির দেহও আর কিছুতেই সোজা ও সুস্থ হবে না—মনুষ্যজাতির কল্যাণপ্রদ বিবর্তন আরো সহস্র বছরের জন্য পিছিয়ে যাবে। তাই যুগ পুরুষের বাণী মাথায় নিয়ে আমাদিগকে অগ্রসর হ'তে হ'বে জাতীয় সৌধনির্মাণে। পাশ্চাত্য মনীষী Leonard Darwin তাঁর 'What is Eugenics?' নামক গ্রন্থে স্পষ্টভাবে

ঘোষণা করেছেন—"All reforms involve some risk. To do nothing is, however, often the course which involves most risk. The world is never standing still, and to leave things alone may be merely to drift on to unseen rocks ahead. The bogey of dangers in the path of progress is often raised by us from an unconscious desire to save ourselves the trouble of making up our minds and of beginning to move in new directions."

* * *

"Too often the good individual is a disappointment as a breeder."

—Lawrence M. Winters (Animal Breeding).

* * *

"The fact lost sight of is that it is the pure-bred breeding he carries that makes him good and that the grade, even though good individually, is not so prepotent as the pure bred, because of the inferior blood he carries."

—E. Prentice (Breeding Profitable Dairy Cattle).

* * *

"Since we know that the inheritance governing all characteristics is transmitted through the germplasm, it does not seem possible to tell by the appearance of an animal what its inheritance for production is. Type is not the test of a good sire."

—R. R. Graves—Specialist in Cattle Breeding, U.S.A.

ভগবান্ যীশু ও বাইবেল

ভগবান্ যীশু সম্বন্ধে একজন বিশিষ্ট খৃষ্টান মনীষী লিখেছেন :—"Listen to this voice : 'If any man thirst, let him come unto Me and drink.' 'Come unto Me all that ye labour and are heavy-laden, and I will give you rest.' The foundation of Christianity is Christ." 'A perverted picture', says a modern writer, 'is always the result when we take account of either the spiritual or the historical Christ to the exclusion of the other.'

শ্রীশ্রীঠাকুরও তাঁর সত্যানুসরণে বলেছেন—"ভারতের অবনতি তখন থেকেই আরম্ভ হয়েছে, যখন থেকে ভারতবাসীর কাছে অমূর্ত্ত ভগবান্ অসীম হ'য়ে উঠেছে—ঋষি বাদ দিয়ে ঋষিবাদের উপাসনা আরম্ভ হয়েছে।"

"The Christian faith reposes in a person rather than a creed."—R. B. Welch-এর এই কথারই প্রতিধ্বনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাতে আমরা পাই।

এখন বাইবেল থেকে আমরা নিত্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি কথা উদ্ধৃত ক'রে দেখাতে চাই—সকল ধর্মের মূল নীতিগুলিই এক, নিত্য, শাশ্বত ও সনাতন।

The Epistle of James

1. "Let no one say, 'My temptation comes from God.' Everyone is tempted by his own desire ; then desire conceives and breeds sin, while sin, matures and gives birth to death."—Vs. 15-16.

2. "Act on the Word, instead of merely listening to it and deluding yourselves."—Vs. 23.

3. "For whoever obeys the whole of the Law and only makes a single slip, is guilty of everything."

   —Chap. II, Vs. 10.

4. "So faith, unless it has deeds, is dead in itself."

   —Chap. II, Vs. 18.

5. "For as the body without the breath of life is dead, so faith is dead without deeds."—Chap. II, Vs. 26.

6. "Wanton creatures, do you not know that the world's friendship means enmity to God ?"

—Chap. IV, Vs. 2-4.

7. "Well then, submit yourself to God, resist the devil and he will fly from you ; draw near to God and He will draw near to you. Humble yourself before the Lord, and he will raise you up."

—Chap. IV, Vs. 7-10.

The Revelation of John

"I am coming very soon. * * I will inscribe on him the name of my God, the name of the city of my God, and my own new name."—Chap. III, Vs. 10-13.

* * *

"There was a white horse, its rider holding a bow ; he was given a crown and away he rode conquering and to conquer."—

—Chap. VI, Vs. 2.

On Love :—St. Paul's Epistle to the Corinthians.

"I may speak with the tongues of men and of angels but if I have no love, I am a noisy gong or a clanging cymbal ; I may prophesy, fathom all mysteries and secret lore, I may have such absolute faith that I can move hills from their place but if I have no love, I count for nothing. I may distribute all I possess in charity, I may give up my body to be burnt, but if I have no love, I make nothing of it". —Chap. XIII, Vs. 1-3.

"Love is never glad when others go wrong. It is always eager to believe the best, always hopeful, always patient".

Chap. XIII, Vs. 6-8.

"What you sow never comes to life unless it dies. God gives it a body as he pleases, gives each kind of seed a body of

its own. Flesh is not all the same; there is human flesh, there is flesh of beasts, flesh of birds and flesh of fish".

—Corinthians, Chap. XII, Vs. 37-39.

* * *

"What is a man profited, if he shall gain the whole world and lose his own soul?"—St. Matthew.

* * *

"If a house be divided against itself, that house cannot stand."—St. Mark.

* * *

"Judge not that ye be not judged."—St. Matthew.

* * *

"No man having put his hand to the plow and looking back, is fit for the kingdom of heaven."—St. Luke.

"In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God."—St. John.

"He who has seen me has seen the Father."—St. John.

"I am the way, the truth, the life—no one can come to the Father except through me."—St. John.

"Truly, truly I tell you", said Jesus, "I have existed before Abraham was born."—St. John.

"You are from the world below, I am from the world above."—St. John.

"I and my Father are one."—St. John.

"I know where I have come from and where I am going to—whereas you do not know where I have come from or where I am going to." St. John, Chap. VIII, Vs. 14.

"Nobody has ever seen God, but God has been unfolded by the Divine One, the only son who lies upon the Father's breast."—St. John, Chap. I, Vs. 18.

"Except a man be born again, he cannot see the Kingdom of God."—St. John.

"Jesus made and baptized more disciples than John, thoug h Jesus himself baptized not, but His disciples."—St. John.

St. Matthew

"Man is not to live on bread alone, but on every word that issues from the mouth of God."—Chap. IV, Vs. 4-5.

"Blessed are you when men denounce you and persecute you and utter all manner of evil against you for my sake."
—Chap. IV, Vs. 11-12.

"Ye are the salt of the earth. But if salt becomes insipid, what can it make it salt again ?"—Chap. IV, Vs. 11-12.

Divorce :—"But I tell you, any one who divorces his wife for any reason except unchastity makes her an adulteress, and whosoever marries a divorced woman commits adultery."
—Chap. V, Vs. 32.

"Store up no treasures for yourselves on earth, where moth and rust corrode, where thieves break in and steal."
—Chap. VI, Vs. 19.

No one can serve two masters : either he will hate one and love the other. Ye cannot serve both God and Mammon."
—Chap. VI, Vs. 24.

"Do not be troubled, then and cry : "What are we to eat ? Or what are we to drink ? Or how are we to be clothed ? For well your heavenly father knows, you need all that. Seek God's Realm and his goodness, and all that will be yours over and above."—Chap. VI, Vs. 31-33.

"It is not everyone who says to me, "Lord, Lord ! who will get into the Realm of heaven, but he who does the will of my Father in heaven."—Chap. VII, Vs. 21.

"Never imagine I have come to bring peace on earth ; I have not come to bring peace but a sword. He who receives a prophet because he is a prophet, will receive a prophet's reward. He who has found his life shall lose it, and he who loses his life for my sake shall find it."—Chap. X, Vs. 37-42.

"And blessed is he who is repelled by nothing in me."
Chap. XXVI, Vs. 42.

"The spirit is eager—but the flesh is weak."

Chap. XXIV, Vs. 35.

"He who is greatest among you must be your servant."

—Chap. XXIII, Vs. 11.

St. Mark

"Nothing outside a man can defile him by entering him; it is what comes from him that defiles him."

—Chap. VII, Vs. 15.

"Go and sell all you have, give the money to the poor and you will have treasure in heaven; then come, take up the cross and follow me."—Chap. X, Vs. 21-22.

St. Luke

"The seed is the word of God."

"The harvest is rich but the labourers are few."

—Chap. X, Vs. 2.

"No one knows who the Son is except the Father or who the Father is except the Son."—Chap. X. Vs. 22.

"He who is not with me is against me, and he who does not gather with me scatters."—Chap. XI, Vs. 23.

"For all the seeing they may not see, and for all their hearing they may not understand."—Chap. VIII, Vs. 10.

"The love of money is the root of all evil."

—New Testament, Timothy.

"Esan selleth his birth-right for a mess of pottage."

—Old Testament, Genesis.

"A little leaven leaveneth the whole lump."

—New Testament, Corinthians.

"Let your speech be always with grace, seasoned with salts."

—New Testament, Colossians.

হজরত মহম্মদ ও কোরাণ

১। "হে নবী, মানুষকে বল, যদি তাহারা খোদাতায়ালার প্রিয় বলিয়া পরিচিত হইতে চায় তাহা হইলে তোমাকে অনুসরণ করিলে হইতে পারিবে।"

—কোরাণ।

২। "আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন—তিনি প্রত্যেক জাতির জন্য পয়গম্বর ও উপদেষ্টা প্রেরণ করিয়াছেন এবং তিনি কোন জাতির প্রতি কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করেন না, যাহাদের জন্য পয়গম্বর প্রেরিত হয় নাই।"—কোরাণ।

৩। "তুমি বল, যে সমস্ত পুস্তক আল্লাহতায়ালা প্রেরণ করিয়াছেন, সেই সমস্ত আমি বিশ্বাস করি। আল্লাহ তোমাদের প্রভু এবং আমাদের প্রভু। আমাদেরও কাজ আছে, তোমাদেরও কাজ আছে। আমাদেরও তোমাদের মধ্যে কোন বিবাদ না হউক। আল্লাহ আমাদের সকলকে এক করিবেন, এবং তাঁহাতেই আমরা প্রত্যাবৃত্ত হইবে।"—কোরাণ।

৪। "বল, হে মহম্মদ, আমরা খোদার উপর এবং যাহা তোমার নিকট প্রেরিত হইয়াছে এবং যাহা মুছা ও ঈছা এবং অন্যান্য পয়গম্বরদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে, সকলের উপর ঈমান্ আনিয়াছে। তাঁহাদের কাহারও মধ্যে আমরা কোন পার্থক্য করি না এবং খোদাতায়ালার উপর আমরা আত্মসমর্পণ করি।"

—কোরাণ।

৫। "হে মানব, সকল প্রকার মঙ্গল খোদা হইতে আগত হয় এবং যে বিপদ তোমার উপর আপতিত হয়, তাহা তোমা হইতে আগত।"—কোরাণ।

৬। "নিশ্চয়ই যাহারা মোছলমান এবং যাহারা ইহুদী, খৃষ্টান ও জড়োপাসক—তাহাদের মধ্যে যাহারা একমাত্র ঈশ্বরে বাস করে, পরকালে বিশ্বাস করে এবং সৎকার্য্যসমূহ সম্পাদন করে, তাহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা প্রতিপালকের নিকট তাহাদের পুরস্কার আছে এবং তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখভোগী হইবে না।"—কোরাণ।

৭। "হে মহম্মদ! তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর্গীয় তত্ত্ববাহকগণকে যাহা বলিয়াছিলাম, তদতিরিক্ত তোমাকে কিছু বলি নাই।"—কোরাণ।

৮। হে মহম্মদ! তোমার জন্য সেই ধর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিয়াছি—যাহা আমি নোহ্, এব্রাহিম, মুছা ও ঈছাকে আদেশ করিয়াছিলাম এবং তাহারই অনুপ্রেরণা আমি তোমাদের মধ্যে দিয়াছি।"—কোরাণ।

৯। "নিশ্চয়ই যাহারা পরমেশ্বর ও প্রেরিতগণের সঙ্গে বিদ্রোহিতা করে এবং ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিতগণের মধ্যে বিচ্ছেদ স্থাপন করে এবং বলে যে আমরা কাহাকেও বিশ্বাস করিতেছি এবং কাহারও প্রতি বিদ্রোহী হইতেছি এবং ইচ্ছা করে যে ইহার মধ্যে কোন পথ অবলম্বন করে—তাহারাই প্রকৃত কাফের। আমি কাফেরদের জন্য গ্লানিজনক শাস্তি প্রস্তুত রাখিয়াছি।"

(কাফের—অবিশ্বাস, ধর্মদ্রোহ)—কোরাণ।

১০। "যে ব্যক্তি আল্লাহ্, রসুল ও স্বর্গীয় গ্রন্থ কোরাণ শরিফের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং বেহেশ্ত, দোজখ, পরকাল, পয়গম্বর, ফেরেশ্তা ও প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থসমূহে অবিশ্বাস করে, অথবা উহার অস্তিত্ব অস্বীকার করে, শরীয়তের নিয়মানুসারে তাহাকেই অবিশ্বাসী 'কাফের' বলিয়া অভিহিত করা হয়।"

১১। "রসুলাল্লাহ্ বলিয়াছেন, যে কাফ্রী দাসকে ও হাব্সী গোলামকে তোমাদের সর্দার বা আমীররূপে নির্দেশ করিতে পারি এবং সে যদি কোরাণ অনুসারে তোমাদিগকে পরিচালিত করে, তবে তোমরা তাহার আদেশ পালন করিও এবং তাহার অনুগত থাকিও।"—ওম্মোল হাদিস্—মেশ্কাত।

১২। "প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন, যখন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সহিত ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে, তখন উচিত যে সে তাহার এবং তাহার পিতার ও বংশের পরিচয় লয়—তাহাতে প্রণয় সুদৃঢ় হয়।"—এঙ্কিদ—মেশ্কাত।

১৩। "আল্লাহ্ বলিতেছেন—হে মানব! আমি তোমাদিগকে সকলকেই স্ত্রী পুরুষ হইতে সমুৎপন্ন করিয়াছি এবং তোমাদিগকে একমাত্র এইজন্য বিভিন্ন শাখা ও গোত্রে বিভক্ত করিয়াছি যে উহা দ্বারা তোমরা পরস্পরের নিকট পরিচিত হইতে পারিবে। নিশ্চয় জানিও যে তোমাদের মধ্যে যে অধিক সংযমশীল—আল্লার নিকট সেইই অধিক মহৎ। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী।"

—মোস্তাফা চরিত, ৬৭৮ পৃষ্ঠা।

১৪। "যে ব্যক্তি নিজের বংশের পরিবর্তে নিজকে অন্য বংশের বলিয়া প্রচার করে, তাহার উপর আল্লার, তাঁহার ফেরেশ্তাগণের ও সমস্ত মানব জাতির অনন্ত অভিসম্পাত।"—কোরাণ। মোস্তাফা চরিত, ৭২৯ পৃষ্ঠা।

১৫। রসুলাল্লাহ্ বলিয়াছেন—"লোকদিগের সহিত তাহাদের পদানুসারে ব্যবহার কর।"—হাদিস্, আয়েসা মেশ্কাত।

১৬। "হজরত বলিয়াছেন—"যে কোন ব্যক্তি ধর্ম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানলাভ করিবে—তাহার কার্যে মধ্যপন্থিতা আসিবেই।"—হাদিস্ এবনে ওমর মেশ্কাত'।

১৭। "তোমরা এ চারিটি কথা বিশেষ করিয়া স্মরণ করিও—শেরেক করিও না, অন্যায়ভাবে নরহত্যা করিও না, পরস্ব অপহরণ করিও না, ব্যভিচারে লিপ্ত হইও না।"—মোহনায়-হলমা-এবন-কাএছ।

১৮। "সাবধান কোন মানুষের উপর অত্যাচার করিও না, অত্যাচার করিও না, অত্যাচার করিও না। সাবধান কাহারও অসম্মতিতে তাহার সামান্য ধনও গ্রহণ করিও না।"—মোক্তসার বোখারী, মোস্তফা চরিত, ৭২৮ পৃষ্ঠা।

১৯। "Say to them : If you love God, come and follow me ; then will God love you and forgive your sins, and He is surely Forgiving and Merciful."—Koran, iii-30.

২০। আরবী সহি মসনদ গ্রন্থে বর্ণিত আছে :—
"গাভীর দুগ্ধ অশেষ উপকারী, তাহার ঘৃত ঔষধ এবং তাহার মাংস অপকারী ও রোগের আনয়নকারী।"—গার্হস্থ্য নীতি—সমিন উদ্দিন আহম্মদ।

২১। 'শরীফ' এর বিপরীত 'রাজিল'। 'শরীফ' অর্থাৎ বিদ্বান্, অর্থবান্ ও উত্তম বংশজাত এবং 'রাজিল' মানে সাধারণ বংশজাত। এই দুই সম্প্রদায়ের বিভিন্নতা—যেমন আকাশ ও পাতাল, স্বর্গ ও নরক।"

—গার্হস্থ্য নীতি—সমিন উদ্দিন আহম্মদ।

২২। রসুলের অন্তিম বাণী—"হে আল্লাহ! হে আমার চরম বন্ধু! হে আমার পরম সুহৃদ! তোমার সঙ্গে, তোমার সন্নিধানে।"—মোস্তফা চরিত—৭০৬ পৃষ্ঠা।

২৩। "মানুষ পুনঃ পুনঃ মৃত্তিকা হইতে জন্ম গ্রহণ করে এবং পুনঃ পুনঃ মরিয়া মৃত্তিকায় পরিণত হয়—যতদিন না তাহার চরম মুক্তিলাভ হয়।"

—কোরাণ, ২০ সুরা।

২৪। "প্রেরিত এসেছিলেন, প্রেরিত আসিবেন, প্রেরিত জয়যুক্ত হইবেন—ইহাই ঈশ্বরের চিরন্তন নিয়ম ও বিধি।"—তফসীর হোসেনি।

২৫। খৃষ্টান ও মুসলমানগণের বিশ্বাস, হজরত ঈসা (যীশু) কেয়ামতের পূর্ব্বে পুনরায় ধরাধামে আগমন করিবেন। "নিশ্চয় সে ঈসা কেয়ামতের একটা দলিল—অতএব কেয়ামত সন্দেহ করিও না।—কোরাণ, ৪৩-২৬।

২৬। "ঘাসের মত আমার পুনঃ পুনঃ জন্ম হইয়াছে। ৭৭০ বার আমি দেহ ধারণ করিয়াছি।"—মসনবী ৪ মৌলানা রুমী।

The Quintessence of Islam *by Ashfaque Husain*

1. Islam is not superior to other religions, for all religions are equally true ; it is but a reiteration of the eternal message of God and the message of God cannot be true or superior at one time than at another. pp. 18.

2. One must not serve man except in the service of God, and one cannot serve God without serving mankind. pp. 21.

3. "Let man consider his food (and how we provide it). We (first) pour forth water in abundance, then split the earth in clefts and cause to grow therein corn and grapes and nutritous plants and olives and dates and enclosed gardens of thick foliage and fruits and fodder, provision for you and for your cattle." (LXXX : 24 32), Qu.

4. "Verily, man is given to injustice and ingratitude." (XIV : 34) Qu.

5. "There was never a people (in the world) without a warner having lived among them." (XXXV : 24)

6. "O Muhammad, to thee we have sent the Book with the truth, confirming the (message contained in the) Books sent down before it." (V : 48) Qu.

7. "And do not revile those to whom they pray besides God, lest they, in their ignorance, revile God out of spite." *** (VI-108). Qu.

8. "He has ordained for you the religion which He enjoined on Noah, Abraham, Moses and Jesus." (XLII : 13) Qu.

9. "Those who deny God and His Prophets, who seek to make distination between God and His Prophets and say : "We believe in some of them and do not believe in others" and who wish to adopt a separate path in between (faith and unfaith) ; such are people who are in truth unbelievers." (IV : 150) Qu.

শ্রীশ্রীচৈতন্য দেব ও বৈষ্ণব ভক্তগণের বাণী

কাম ও প্রেম :—

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা, ধরে 'প্রেম' নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য প্রেম মহাবল॥

* * *

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥—চৈঃ চঃ।

যজন ও যাজন :—

(ক) আপনে আচরে কেহো—না করে প্রচার।
প্রচার করয়ে কেহো—না করে আচার॥
আচার প্রচার নামের কর দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু, সর্ব্ব জগতের আর্য্য॥—চৈঃ চঃ।

(খ) প্রভু কহে নিত্যানন্দ জীব সব হইল অন্ধ
কেহ না পাইল হরিনাম।
এক নিবেদন তোরে নয়নে দেখিবে যারে
কৃপা ক'রে লওয়াইবে নাম॥—প্রভু জগদানন্দ।

(গ) আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এইত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায়॥—চৈঃ চঃ।

(ঘ) যে না লয় তারে যাচে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌর হরি॥—নরোত্তম দাস।

(ঙ) মাগে বা না মাগে কেহ, পাত্র বা অপাত্র।
ইহার বিচার নাহি জানে দিব মাত্র॥—চৈঃ চঃ।

(চ) অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥—ভাগবত।

—নিজে আচরণ করিয়া তাদৃশ আচরণে জীবকে তন্মুখী করিবার জন্য ভগবান্ মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া থাকেন। ("সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা")।

(ঘ) মনুষ্যদেহিনাং চেষ্টামিত্যেবমনুবর্ত্ততঃ।
লীলা জগৎপতেস্তস্য ছন্দতঃ সংপ্রবর্ত্ততে ॥—বিষ্ণু পুরাণ।

—জীব মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া যেরূপ চেষ্টাদি করিয়া থাকে, জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণও নরদেহ ধারণ করিয়া তদ্রূপ আচরণ করিয়াছিলেন।

নিরপরাধ নামে সব হয় (স্বরূপও রামরায়কে কথিত) :—

"উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ সম ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণ নাম লয়।
কৃষ্ণের চরণে তার প্রেম উপজয় ॥"—চৈঃ চঃ।
"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥"

গুরু কে ? :—

(ক) কিবা ন্যাসী, কিবা যোগী শূদ্র কেন নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ব বেত্তা সেই গুরু হয় ॥—চৈঃ চঃ।
(খ) তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥—ছান্দোগ্য উপনিষদ্।
(গ) "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ। সর্ব্বদেবময়োগুরুঃ।"

—ভাগবত।

শ্রেষ্ঠ জ্ঞান :—

কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥—চৈঃ চঃ।

কৃষ্ণের স্বরূপ :—

সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিনরূপ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ—যারে জ্ঞান করি মানি ॥—চৈঃ চঃ।

জীবের স্বরূপ :—

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস ইহা ভুলি গেলা ।
মায়া পিশাচী তার গলায় বেড়িলা ॥—চৈঃ চঃ ।

মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ ।
হেন জীবে ঈশ্বর সহ কহত অভেদ ॥
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে ।
হেন জীবে অভেদ কহ ঈশ্বরের সনে ?
—চৈঃ চঃ, মধ্যলীলা (চৈতন্যদেব to সার্বভৌম) ।

কৃষ্ণ প্রাপ্তির বিবিধ উপায় :—

কিন্তু যার যেই ভাব—সেই সর্বোত্তম ।
তটস্থ হঞা বিচারিলে—আছে তর, তম ॥—চৈঃ চঃ ।

সন্ন্যাসীর ধর্ম :—

বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা ।
কার্য্যসিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥
জিহ্বার লালসে যেবা ইতি উতি ধায় ।
শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥
গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে ।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে ॥
লাভ হানি স্তুতি নিন্দা সমান দেখিবে ।
বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ মানসে পূজিবে ॥
প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন ॥
যদি হঞা জিহ্বালাম্পট্য অত্যন্ত অন্যায় ।
যতির ধর্ম প্রাণ রাখিতে আহার মাত্র খায় ॥—চৈঃ চঃ ।

সৃষ্টিতত্ত্ব ও পরিণামবাদ :—

(ক) জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বর শক্তি বিনে ।
তাহাতে সঙ্কর্ষণ করে শক্তি আধানে ॥
ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি ।
লোহ যেন অগ্নি শক্ত্যে হয় দাহশক্তি ॥

(খ) পরিণামবাদ ব্যাস সূত্রের সম্মত ।
অচিন্ত্য শক্ত্যে ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত ॥
মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার ।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর—তবু অবিকার ॥
'ব্যাস ভ্রান্ত' বলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া ।
'বিবর্ত্তবাদ' স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া ॥—চৈঃ চঃ ।

প্রেমের স্বরূপ :—

এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন ॥—চৈঃ চঃ।

মহাজন অনুসরণ :—

তাতে ছয় দর্শন হইতে, তত্ত্ব নাহি জানি।
মহাজন যেই কহে, সেই সত্য মানি ॥—চৈঃ চঃ।

অচিন্ত্য ভেদাভেদ :—

ভেদ নাই বটে কিন্তু সদা ভেদ তার।
ভেদাভেদ অবিচিন্ত্য সর্ব্ব বেদে গায় ॥—প্রভু জগদানন্দ।

শ্যাম ও কুল :—

হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই।
এক পায়ে দুই কভু, না রহে এক ঠাঁই ॥—প্রভু জগদানন্দ।

জীব ও ঈশ্বর :—

যেই মূঢ় কহে, জীব হয় সম।
সেইত পাষণ্ডী হয়, দণ্ডে তার যম ॥—চৈঃ চঃ।

শ্রীবিগ্রহ ও নিরাকার :—

শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, নিরাকার মানে।
তারে তিরস্কারিবারে কৈল নির্দ্ধারণে ॥—চৈঃ চঃ।

শিবাজী গুরু রামদাসস্বামী বলেন :—
নির্গুণে জেনেছে বলে—সগুণ যে দেখে অবহেলে।
দুদিকই হারায় সেই—মূর্খ অবশেষে ॥—দাসবোধ।

ঐশ্বর্য্যহীন প্রেম :—

ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥—চৈঃ চঃ।

ভক্তের জাতিকুল :—

(ক) যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি, জাতিকুল বিচার॥—চৈঃ চঃ।

(খ) যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতি বুদ্ধি করে।
জন্মজন্ম অধমযোনিতে ডুবে মরে॥—চৈঃ ভাঃ।

(গ) তোমারে যে করে শ্রদ্ধা, সে করে আমারে।
নিরন্তর আছি আমি তোমার শরীরে॥—চৈঃ ভাঃ।
(মহাপ্রভুঃ to হরিদাস)।

রূপতৃষ্ণা :—

(ক) জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়াপর রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।
বচন অমিয়া রস অনুখন শুনলু
শ্রুতিপথ পরশ না ভেলি।
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়নু
না বুঝনু কৈছন কেলি॥—চণ্ডীদাস।

(খ) রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥—চণ্ডীদাস।

রাধা ও কৃষ্ণ :—

রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥—চৈঃ চঃ, আদিলীলা।

সাধুসঙ্গ :—

সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ ভক্তে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল প্রেম হয় সংসার যায় ক্ষয়॥
মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণ প্রাপ্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥
সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
লব মাত্র সাধু সঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥—চৈঃ চঃ।

সনাতন গোস্বামীর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু :—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥

সেই বিভিন্নাংশ জীব দুইত প্রকার।
এক নিত্য মুক্ত এক নিত্য সংসার॥
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥—চৈঃ চঃ, মধ্যলীলা।

প্রধান কৈতব :—

অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥—চৈঃ চঃ।

অসৎ সঙ্গ :—

অসৎসঙ্গ সদা ত্যাগ, এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥—চৈঃ চঃ, মধ্যলীলা।

লোকসংগ্রহ :—

সন্ধান করিয়া তাই সংগ্রহ করাই চাই
চতুর ও বিচক্ষণ জন।
বাজারী বহুত মিলে কিন্তু কাজ পেতে হলে।
চতুর লোকের প্রয়োজন॥—দাসবোধ।

অবতার :—

স্মরি দেবের চরণ গোব্রাহ্মণ সংরক্ষণ।
করে প্রজার পালন ঈশ্বরের অবদান॥
ধর্ম্ম-স্থাপয়িতা নর ঈশ্বরের অবতার।
হয়েছে হইবে চিরদিন ঈশ্বরের অবদান॥

—দাসবোধ।

ভ্রান্ত নির্ভরতায় :—

যে অপরে নির্ভর করিল
কার্য্য তাহার ডুবিল।
যে আপনি করিল চেষ্টা
সেই বুদ্ধিমান॥—দাসবোধ।

পণ্ডিত মূর্খ :—

অনেক বিদ্যা শিখিল প্রসঙ্গ না বুঝিল।
তবে সেরূপ নিদানে পোড়ে কেবা॥—দাসবোধ।

পঞ্চবিধা মুক্তি :—

সার্ষ্টি, সারূপ্য, আর সামীপ্য, সালোক্য।
সাযুজ্য না লয় ভক্ত—যাতে ব্রহ্মঐক্য ॥—চৈঃ চঃ।

সার্ষ্টি—সমান ভাবে ষড়ৈশ্বর্য্য লাভ; সারূপ্য—একই রূপ লাভ; সামীপ্য—ভগবানের পারিষদ হইয়া যাওয়া; সালোক্য—ভগবানের সহিত একই লোকে বাস; সাযুজ্য—ভগবানের সহিত মিশে যাওয়া।

শঙ্করাচার্য্যও তাঁর শতশ্লোপদেশ গ্রন্থে লিখেছেন :—

ভাবাদ্বৈতং সদা কুর্য্যাৎ ক্রিয়াদ্বৈতং ন কর্হিচিৎ।
অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু নাদ্বৈতং গুরুণা সহ ॥

রবীন্দ্রনাথ মুক্তি সম্বন্ধে বলেন :—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

* * *

ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন
সে নহে আমার
যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে, গন্ধে, গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।

মর্ম্ম জেনে ধর্ম্ম :—

মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা।
কাজ নাই সখি তাদের লইয়া
বাহিরে রহুক তারা ॥—চণ্ডীদাস।

নবধা ভক্তি :—

ক'ন রাম শুন ভামা মোর এ বচন স্থির।
সম্পর্কে জীবের সনে শুধু মোর ভক্তিতর ॥
জাতপাঁত কুলমদ ধর্ম্ম মান প্রধানতা।
ধনবল পরিজন গুণ কিংবা চতুরতা ॥
ভকতিবিহীন নর চিত্রবৎ শোভা যেমন।
জল বিনা জলধর নয়নে লাগে যেমন ॥

১। প্রথম ভকতি হবে সন্তের সৎসঙ্গে
২। দ্বিতীয় ভকতি রতি আমার কথাপ্রসঙ্গে

৩। তৃতীয় ভকতি, গুরুপদসেবা বর্জন করি মান
৪। চতুর্থ আমার গুণসমূহের অকপটে করা গান।
৫। মমনাম জপ করা সহ দৃঢ় বিশ্বাস
৬। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় রোধ বিনয় বিরাগ মনে
অবিরত থাকা সজ্জন আচরণে॥
৭। সপ্তম আমি ময় করা জগ-দরশন
মো হ'তে অধিক করি দেখা সাধু সজ্জন।
৮। অষ্টম যথালাভে মন-মাঝে সন্তোষ
স্বপনেও আঁখি মেলে নাহি দেখা পরদোষ॥
৯। নবম সরল হবে অকপট ব্যবহার
আমার ভরসা প্রাণে নীত সুখ দুঃখ তায়॥

শবরীর প্রতি শ্রীরাম

তুলসীদাসের রামায়ণ হইতে গৃহীত।

ভক্তির স্থান :—

অগ্রে হয় মুক্তি তবে সর্ব্ব বন্ধ নাশ
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস।
অন্যকার না মানিহ দাস হেন নাম
অন্যজনো দাস নাহি ক'রে ভগবান্। চৈঃ ভাঃ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ :—

"প্রভু কহে, কোন্ বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে সার,
রায় কহে ভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর।
কীর্ত্তি-গণ-মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি?
কৃষ্ণপ্রেমী ভক্ত বলি যাহার হয় খ্যাতি।
সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি?
রাধাকৃষ্ণ প্রেম যার সেই বড় ধনী।
দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর?
কৃষ্ণ-ভক্ত-বিরহ বিনু দুঃখ নাহি আর।
মুক্ত মধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি মানি?
কৃষ্ণপ্রেম যার সেই মুক্ত শিরোমণি।
গান মধ্যে কোন্ গান জীবের শ্রেয়ঃ ধর্ম্ম?
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যে গীতের মর্ম্ম।
শ্রেয়ঃ মধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ হয় সর্ব্বসার?
কৃষ্ণ-ভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর।

কাহার স্মরণে শুদ্ধ হয় তনুমন ?
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-লীলা একান্ত স্মরণ ।
ধ্যান মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান ?
রাধাকৃষ্ণ পদাম্বুজ ধ্যান প্রধান ।"

*　　　　*　　　　*

কৃষ্ণ সঙ্গে পতিব্রতা ধর্ম্ম নহে নাশ ।
ইহাতে কি দোষ কেন কর উপহাস ?
প্রভু কহে দোষ নহে, ইহা আমি মানি ।
রাসে স্থান না পাইল লক্ষ্মী শাস্ত্রে ইহা শুনি ।"
"ধর্ম্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যা
যোহ্যেকসক্তঃ স জনো জঘন্যঃ ।"*

"না গণি আপন-　　　সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ
　　তাঁর সুখ আমার তাৎপর্য্য ।
মোরে যদি দিয়া দুঃখ　　তাঁর হৈল মহাসুখ,
　　সেই দুঃখ—মোর সুখবর্য ॥"　—চৈঃ চঃ অঃ
২০।৪৮-৫২ ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর তিরোভাব সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ :—

পৌষ সংখ্যা, ১৩৫৮ মাসিক বসুমতী—শ্রীচৈতন্যের বিয়োগ
by বিভূতিভূষণ মিত্র ।

১। জগন্নাথদেবের রথযাত্রা কালে উদ্দণ্ড নৃত্যরত অবস্থায় তাঁর পায়ে একটি কাঁকর ফুটে । এবং বিষাক্ত ক্ষত-জ্বর হয় । তার ফলেই তাঁর মৃত্যু ।

২। জগন্নাথের দারুময় দেহে লীন হইয়া যাওয়া ।

৩। টোটা গোপীনাথের মূর্ত্তি মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাওয়া ।

৪। যমুনাভ্রমে সমুদ্রে আত্মাহুতি দেওয়া ।

৫। রাজা প্রতাপরুদ্র রাজকার্য্য পরিত্যাগ ক'রে মহাপ্রভুর প্রতি অত্যধিক আনুগত্য করায় ঈর্ষ্যাবশে গুণ্ডিচামন্দিরের নিকট আততায়ীর হাতে নিহত হওয়া ।

জয়ানন্দের মতানুসারে—(চৈতন্যমঙ্গল by জয়ানন্দ) ।

নীলাচলে মহাপ্রভুর ক্ষতজ্বরে মৃত্যু হ'লে গুণ্ডিচা-মন্দির অথবা টোটা গোপীনাথের মন্দির সংলগ্ন কোন স্থানে তাঁর নশ্বর দেহ সমাধিস্থ করা হয়েছিল । জয়ানন্দ ও মহাপ্রভু সমসাময়িক । মহাপ্রভুর মৃত্যুকালেও যে নীলাচলে ছিলেন এ প্রমাণও পাওয়া যায় । ডাঃ সুশীলকুমার দে ও ডাঃ দীনেশ সেন ও এই মতবাদ সমর্থন করেন ।

Dr. De's—Vaisnava Faith & Movement.

Dr. Sen's—Chaitanya & His age.

গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রশ্নের শ্রীশ্রীঠাকুর প্রদত্ত উত্তর

প্রশ্ন : সত্যেনদা (মিত্র)—আজকাল ছাত্র ও যুবসমাজের মধ্যে যে অশ্রদ্ধা, অবাধ্যতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায়, তার প্রতিকার কী ?

উত্তর : শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রতিকার খুঁজতে গেলে আগে কারণ খুঁজতে হবে। পিতামাতা, অভিভাবক ও শিক্ষকদের মধ্যে যদি শ্রেয়ের প্রতি শ্রদ্ধা, আনুগত্য ও শ্রেয়নিষ্ঠ শৃঙ্খলা না দেখে, তা'হলে ছেলেপেলেদের মধ্যে সেটা আসবে কোথা থেকে ? আর political (রাজনৈতিক) ও social (সামাজিক) যত রকমের movement (আন্দোলন) আছে দেশে, তা'তে কেবল দাবীদাওয়া ও পরের ঘাড়ে দোষ চাপাবার বুদ্ধি। আত্মসমালোচনা, আত্মসংশোধন ও আত্মপ্রস্তুতির কোন movement (আন্দোলন) তো আমরা করি না। তারপর আদর্শ, ধর্ম, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, কুলাচার ইত্যাদি আমরা বড়রাই অনেকে মানি না, এ-সবের নামে আমরা নিজেরাই নাক সিটকাই,—এই আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হ'লে ছেলেপেলেদের ঐ-সব উপসর্গ তো আসবেই। গাছের গোড়া কেটে আগায় জল ঢাললে কি গাছ বাঁচে ? ছেলেপেলেদের দোষ দিলে কী হবে ? অনেক বাড়ীতে স্ত্রী স্বামীকে মানে না। তার পেটে যে ছেলে হবে সে খুব মাতৃভক্ত হবে, পিতৃভক্ত হবে—এ আশা করেন কী ক'রে ? তাই পরিবারগুলিতে হাত দিতে হবে। কতকগুলি নীতি কথায় হবে না। শ্রদ্ধাভক্তি জাগে এমন আচার-অনুষ্ঠান করতে হবে। এখনই আপনারা সৎসঙ্গী পরিবারগুলিতে ইষ্টভৃতির সঙ্গে সঙ্গে পিতৃভৃতি ও মাতৃভৃতি চালিয়ে দিতে পারেন। বাপের উচিত ছেলেমেয়েকে দিয়ে রোজ তাদের মাকে দেওয়ান, মায়ের উচিত তাদের দিয়ে রোজ বাপকে দেওয়ান। যাঁরা দীক্ষা নেয়নি, সে-সব পরিবারেও পিতৃভৃতি, মাতৃভৃতি easily (সহজে) introduce (প্রবর্তন) করা যায়। আর শিক্ষক ও অধ্যাপকদের হওয়া চাই আদর্শপরায়ণ, তাদের করা, বলা ও জানায় মিল থাকা চাই। তা'হলেই ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে, আর সেই ব্যক্তিত্বই ছাত্রদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। শিক্ষকদের আবার ছাত্রদের সঙ্গে ক্লাসের বাইরে ব্যক্তিগত যোগাযোগ থাকা চাই। শিক্ষকের কাছে যদি স্নেহমমতা, সহানুভূতি ও আদর্শানুগ প্রেরণা পায়, তা'তে খুব ভাল কাজ হয়। শিক্ষক ও অভিভাবকের সঙ্গে যদি যোগাযোগ থাকে এবং একটা ছেলেকে সুগঠিত ক'রে তোলার ব্যাপারে তাঁরা পরস্পর যদি সহযোগিতা করেন, তা'হলে খুবই সুবিধা হয়। কতকগুলি ছেলেকে এমনভাবে তৈরী করা লাগে, যা'রা আবার অন্য ছেলেদের সদ্ভাবে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করে। ছেলেদের মাধ্যমে ছেলেদের ভিতর যদি একটা বোধ, বিবেচনা, চিন্তাশীলতা ও দায়িত্বপূর্ণ মনোভাব গজিয়ে তোলা যায়, তা'হলে কাজ সহজ হ'য়ে আসে। ভাল যা'রা অর্থাৎ আদর্শনিষ্ঠ ও আত্মনিয়ন্ত্রণপরায়ণ যা'রা, তা'রা যদি বিচ্ছিন্ন থাকে, সঙ্ঘবদ্ধ না হয়, তা'হলে কিন্তু শক্তি হয় না। সেই শক্তিটা সৃষ্টি করা দরকার। আপনারা দাঁড়ালে সব হয়।—যে বড়কে মানে না, তা'কেই যদি তা'র ছোটরা না মানে, তা'হলে কিন্তু তা'র ভাল লাগে না। তাই অশ্রদ্ধা কিন্তু কেউই

পছন্দ করে না। এই বুকটা ফুটিয়ে দিতে হবে কায়দা ক'রে।...আর সুস্থ লোকমত গঠনে খবরের কাগজগুলি অনেক সাহায্য করতে পারে। তাদের ধ'রে তাদের দিয়েও লেখাতে হয়। (আলোচনা প্রসঙ্গে—৫ম খণ্ড)

প্রশ্ন : শ্রীশদা—অর্থ ও পরমার্থের সমন্বয় বলতে কী বুঝব ?

উত্তর : শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি যদি প্রকৃত সেবাপরায়ণ হন, আপনাকে দিয়ে যদি বহুলোক বাস্তবে উপকৃত হয়, তা'হলে প্রাকৃতিক নিয়মে আপনার আর্থিক সমস্যার স্বতঃই সমাধান হবার কথা। কারণ, অর্থ আসে সেবা ও প্রয়োজন পূরণের ভিতর দিয়ে। আবার, ঐ সেবার পিছনে আত্মস্বার্থ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধি না থেকে যদি ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধিই প্রবল হয়, তবে তার ভিতর দিয়েই আসে পরমার্থ অর্থাৎ ইহজীবনের সার্থকতা। প্রবৃত্তিপরায়ণ স্বার্থপর সঙ্কীর্ণ জীবন ইষ্টস্বার্থকতায় ভূমায়িত পরিব্যাপ্তি লাভ করে। জীবন সফল হ'য়ে যায়, আর সেই তো পরমার্থ।

(আলোচনা প্রসঙ্গে—৫ম খণ্ড)

হিন্দী দোঁহাবলী

১। কবীর 'ধারা' অগম কি সদ্গুরু দই লখায়।
উলট তাহি সুমিরণ কর 'স্বামী' সঙ্গ মিলায় ॥—কবির

(ভজন কর)।

২। হাতী চলে বাজার মে কুত্তা ভুকে হাজার।
সাধুকো দুর্ভাব নেহি যব্ নিন্দে সংসার ॥—তুলসীদাস।

সারা দুনিয়া নিন্দা করিলেও সাধুদের কোন দুর্ভাবনা হয় না।

৩। "চল্‌তি চাকি সব্ কোই দেখে, কীল দেখে না কোই।
যো কীল্ কো পাকড়্‌কে রহে, সাবেৎ বহা হোয় ওই ॥"

—কবির।

যাঁতা ঘুরিতে সকলেই দেখে—কিন্তু মধ্যের খুঁটিটাকে কেউ দেখে না। যাঁতার যথার্থ খুঁটিরূপ সদ্গুরুকে যে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে—এই আশু মটরগুলির মত তাহার বিনাশ নাই।

৪। কোটি এক চন্দা উগাহি, সূরজ কোটি হাজার।
কহে কবীর সদ্গুরু বিনা, দিশে ঘোর অন্ধার ॥—কবির।

যদি এক কোটী চন্দ্র ও হাজার কোটি সূর্য্যও উদিত হয় তাহা হইলেও সদ্গুরুর আশির্ব্বাদ ব্যতিরেকে সবই অন্ধকার বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

৫। গুরু সমান্ দাতা নাহি, যাচক শিষ্ সমান্।
তিন্ লোক্‌কি সম্প্রদা, সো গুরু দিন্‌হ দান ॥—কবির।

গুরুর সমান দাতা কেহই নাই—কিন্তু শিষ্য দুনিয়াভরা ঐশ্বর্য্য পাইয়াও যাচক বৃত্তি ত্যাগ করিল না। আবার যে শিষ্য ত্রিলোকের সমস্ত ঐশ্বর্য্য গুরুকে দান করে—প্রতিদান স্বরূপ গুরু তাহাকে তিন লোকের অধিকারী করেন।

৬। পাহিলে দাতা শিষ্ ভয়ে, তন্ মন্ অর্পী শিষ্।
পাছে দাতা গুরু ভয়ে, নাম দিয়া বখ্‌শিশ্ ॥—কবির।

আগে শিষ্য গুরুকে তনু ও মন অর্পণ করিলে—গুরু পরে তাহাকে নামামৃত দান করেন।

৭। যো যাকে শরণ লে সো তাকো রাখে লাজ।
উলটি জলে মছ্‌লি চলে, বহি যায় গজরাজ ॥

যে যাহার শরণ লয়—সে তাহার লজ্জা রক্ষা করে। মাছ উজান জলেও বেশ চলিতে পারে—যেহেতু সে জলের শরণ নিয়াছে—কিন্তু শরণ না নেওয়া হেতু ঐ জলে বিশাল হাতীও ভাসিয়া যায়।

৮। তুম্ যায়সা রাম্‌কো, তোমকো তৈসে রাম।
ডাহিনে যাও তো ডাহিন, বামে যাওতো বাম ॥—তুলসীদাস।

তুমি রামের নিকট যে ভাব লইয়া যাইবে—রামও তোমার নিকট সেই ভাব লইয়া দাঁড়াইবেন। তুমি ডাইনে বামে যেমন যাইবে—তিনিও তেমনি ডাইনে বামে যাইবেন।

৯। সব্ ঘট্‌মে হরি হ্যায় পিথি সুহমে জ্যোতি।
সদ্‌গুরু চক্‌মাকি বিনা কৈসা প্রগঠ হোতি ॥—কবির।

সব ঘটেই হরি থাকেন—সব পাথরেই আগুন আছে—কিন্তু সদ্‌গুরুরূপ চকমকি পাথর ছাড়া অন্য কিছুতেই ভগবান্ বা আগুনের প্রকাশ হয় না।

১০। নির্গুণ হ্যায় সো পিতা হামারা সগুণ হ্যায় মাহ্‌তারি।
কাকো নিন্দো কাকো বন্দো দোনো পাল্লা ভারি ॥
—কবির।

ভগবানের নির্গুণ রূপ আমার পিতা, সগুণ রূপ আমার মাতা, কাকে বন্দনা করি—কাকে নিন্দা করি? দু'জনেই তুল্য আমার কাছে।

"যে সমন্বয় করেছে—সেইই লোক। অনেকেই একঘেয়ে—আমি কিন্তু দেখি সব এক।"—কথামৃত, ৪র্থ ভাগ।

১১। তুলসী ওহা ন যাইয়ে, জ'হা জন্মস্থান।
ভাও ভক্তিকে মর্ম ন জানে ধরে পাচ্‌লা নাম ॥—তুলসীদাস।
(পূর্ব্ব-নাম)।

"A prophet is not honoured in his own country."

১২। মায়া ত্যাগে ক্যা ভয়া, মান ত্যজা নাহি জায়।
জেহি মানে মুনিবর ঠগে, মান সবন্‌কো খায় ॥—কবির।

মায়া ত্যাগ তো সোজা—মান ত্যাগ করা খুব কঠিন। সাধারণ লোক তো দূরের কথা—কত মুনিরই এই মানের গর্ত্তে অধঃপতন ঘটিয়াছে।

১৩। সব্‌সে হাসিয়ে, সব্‌সে রসিয়ে, সব্‌সে লীজিয়ে নাম।
হাঁজি হাঁজি কর্‌তে রহো বৈঠে আপ্‌না ঠাম্ ॥—কবির।

১৪। কবীর! গুরু সব্‌কো চাহে, গুরুকি চাহেনা কোয়।
যব্‌লগ্ আশা শরীরকি, তবলগ্ দাস না হোয় ॥—কবির।

হে কবির! চাহেন গুরু সকলেরে
গুরুকে কেহতো চাহে না।
যতদিন দেহের আশা, ততদিন
দাস কেহ হ'তে পারে না ॥

১৫। গুরুভক্তি দৃঢ়্ করে, পিছে আউর উপায়।
বিন্ গুরুভক্তি মোহ জগ কভি না কাটা যায়॥—কবির।

গুরুতে ভকতি সুদৃঢ় করিয়া
পশ্চাতে করহ অপর উপায়।
বিনা গুরুভক্তি জগতের মোহ
কিছুতেই কভু কাটা নাহি যায়॥

১৬। বহুত ভালা না বোল্না চাল্না
বহুত্ ভালা না চুপ।
বহুত্ ভালা না বর্ষাবাদল
বহুত্ ভালা না ধুপ॥—কবির। (রৌদ্র)।

'সর্বমত্যন্তং গর্হিতং'—কোন কিছুই বেশী ভাল কখনও নয়।

১৭। গুরুকো শির্ পর রাখিয়ে চলিয়ে আজ্ঞা মাহি।
কহে কবির, তা দাসকি তিন লোক ডর নাহি॥—কবির।

গুরু সেবা মস্তকে রাখিয়া
তাঁহার আজ্ঞায় চলিবারে রয়।
কহিছে কবির, সেই গুরুদাসের
তিন লোকে কভু নাহি কিছু ভয়॥

১৮। কবির অহং অগ্নি হিরদয় দহে, গুরুসে চাহে মান।
তিন্হকো যম নেওতা দিয়া, তোম হোও মেরে মেহমান॥
—কবির।

অহংকার অনলে হৃদয় দহে যার
চাহে গুরু হ'তে মান যার মন।
হে কবির! তাহারে যম নিজালয়ে
সত্বর যাইবার দেন নিমন্ত্রণ।

১৯। রাজা করে রাজ্য বশ, যোদ্ধা করে রণ্ জই।
আপ্নো মন্‌কো বশ করে যো সবকা সেরা সোই॥—কবির।
—যে আপনার মনকে বশ করিতে পারে—সে সবারই বড়।

২০। দিন্‌কো মোহিনী রাত্‌কো বাঘিনী পলক পলক লহু চুষে। (রক্ত)।
দুনিয়া সব বৌরা হোকর্, ঘর্ ঘর্ বাঘিনী পুষে॥
—তুলসীদাস।

—দুনিয়া সব বোকা হয়ে গেছে—ঘরে ঘরে এই কামিনী বাঘিনী সকলে পুষেছে।

২১। **চলন্ চলন্** সব কোই কহে, পহুঁচে বিরলা কোই। (চল, চল)।
এক কনক, অরু কামিনী, দুর্গম ঘাটি দোই॥ (এবং)।
—কবির।

—চল চল সকলেই কহে কিন্তু গন্তব্য স্থানে খুব কম লোকই পৌঁছে। চলার পথে দুর্গম দুই ঘাটি আছে—কামিনী ও কাঞ্চন।

২২। জগমে ভক্ত কঁহা ওই, চুনট চুন নাহি দেয়।
শিষ জরুকা হো রহা—নাম গুরুকা লেয়॥
—কবির।

—জগতে ভক্ত দেখা যায় না প্রায়ই—একটু পানে চুন চাইলে তাই দিতে চায় না। মানুষ মুখ্যতঃ স্ত্রীরই শিষ্য হয়ে আছে—যদিও মুখে মুখে গুরুরই নাম লেয়।

২৩। ক্যা হিন্দু ক্যা মুসলমান, ক্যা **ইসাই** জৈন। (খৃষ্টান)।
গুরু ভক্তি পূরণ বিনা, কৈ না পাওয়ে **চৈন**॥ (ভগবান্)।
—কবির।

২৪। কাল করে যো আজ কর, আজ করে সো অব্।
পলমে পরলে হোয়গে, বহুরি করে গা কব্॥—কবির।

কাল যা করিবে আজ করে ফেল
আজ যা করিবে কর তা' এখন।
পলকে প্রলয় হ'য়ে যেতে পারে
সৎকাজ তবে করিবে কখন?

২৫। লেনা হোয় সো লেয়লে, কহি শুনি মত মান।
কহি শুনি যুগ যুগ চলি, আবা গমন বন্ধান॥—কবির।

লইতে হয় যদি, লও তবে এখনি
কহা শুনা কাহারো, মানিও না আর।
কহিতে ও শুনিতে কত যুগ গেছে
ভবেতে আসা যাওয়া হয়ে গেছে সার॥

২৬। মেরা মুঝকো কুছ নাহি, যো কুছ হ্যায় সো তোর।
তেরা তুঝকো সৌপতা, ক্যা লাগে হৈ মোর॥—কবির।

নিজের আমার কিছুই নাই
যা' কিছু আছে সকলি তোমার।
তোমা ধন তোমা দিবরে সঁপিয়া
কি লাগিবে তাহে গায়েতে মোর॥

ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, বিজ্ঞান ও জগৎ সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষিগণের অভিমত

ধর্ম্ম কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলেন :—

"যেনাত্মনস্তথান্যেষাং জীবনং বর্দ্ধনঞ্চাপি ধ্রিয়তে স ধর্ম্মঃ।"—যাহা দ্বারা নিজের ও অপরের জীবন ও বৃদ্ধি বিধৃত হয়—তাহাকেই ধর্ম কহে। তিনি আরো বলেন :—

"অন্যে বাঁচায় নিজে থাকে
ধর্ম বলে' জানিস্ তাকে।"
"বাঁচা বাড়ার মর্ম্ম যা
নিছক জানিস্ ধর্ম তা'॥"

ঋষি চাণক্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে বলেছেন যে ধর্ম, রাষ্ট্র, অর্থ ও বিজ্ঞান পরস্পর ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। কাউকে বাদ দিয়ে কেউ দাঁড়াতে পারে না—এবং সব কিছুরই ভিত্তি হ'চ্ছে ধর্ম। তিনি বলেন :—

"সুখস্য মূলং ধর্ম্মঃ
ধর্মস্য মূলং অর্থঃ
অর্থস্য মূলং রাজ্যং
রাজ্যস্য মূলং ইন্দ্রিয়জয়ঃ
ইন্দ্রিয়জয়স্য মূলং বিনয়ঃ
বিনয়স্য মূলং **বৃদ্ধোপসেবা** (জ্ঞানবৃদ্ধ অর্থাৎ গুরুজনদের সেবা)।
বৃদ্ধ সেবয়া বিজ্ঞানং।"

উপনিষদে আছে :—"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতং অশ্নুতে।"

—ঐহিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ জ্ঞানেই মানুষ তার জীবনে চরম সার্থকতায় উপনীত হইতে পারে।

ঋষি কণাদও তাই বলেন :—"যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ॥"

—যাহা হইতে জীবগণের অভ্যুদয় (উন্নতি) ও মুক্তিলাভ হয়—তাহাই ধর্ম। (নিঃশ্রেয়স—যাহা হইতে নিশ্চিত শ্রেয়োলাভ হয়—অর্থাৎ মুক্তি হয়)।

"বিজ্ঞান বলে, আদিতে শুধু Uniform Ether of Space বা Protyle ছিল—আর ছিল Energy বা শক্তি। এই Protyle আমাদের পুরাণের কারণার্ণব, সাংখ্যের একাকার প্রকৃতি, ঋগ্বেদের 'অপ্রকেত সলিল' (১০।১২৯।৩)। একদিন ঐ Ether সাগর মথিত হইয়া অসংখ্য বুদ্বুদ উঠিল। এই বুদ্বুদেরই বৈজ্ঞানিক নাম Electron".

—৺হীরেন দত্ত।

মনীষী Bertrand Russell তাঁর বিখ্যাত, 'Roads to Freedom' পুস্তকে বলেছেন :—"It is the individual in whom all that is good must be realized and the free growth of the individual must be the supreme end of a political system which is to refashion the world".—অর্থাৎ কোন ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ কিছুতেই হ'তে পারে না যত দিন না সে তার প্রিয় পরমের প্রীতি, পরিপূরণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য কেবল হয়ে ওঠে—এবং তার সমস্ত বৃত্তিগুলিকে মোড় ফিরিয়ে তাঁতে সার্থক, অন্বিত ও সংন্যস্ত ক'রে তোলে। এই প্রেম ও যৌগিক প্রক্রিয়া বাদ দিয়ে আত্মোন্নয়নের যে কোন ফন্দী-ফিকির সবই ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। এই প্রিয়পরম হ'চ্ছেন সৎ-চিৎ-আনন্দময় একজন ঋষি বা পরিপূর্ণ মানব। এ'দেরই বলা হয় Prophet, অবতার বা সদ্‌গুরু। প্রবৃত্তির মুক্তি না হ'লে মানুষ বাইরের মুক্তিও ভোগ করতে পারে না—বাইরের পাঁচভূত তাকে বেহ্‌দ নাচনে তাল বেতাল ছন্দে নাচাবেই কি নাচাবে। স্বভাব যদি কায়ু গড়ে না ওঠে কোন আদর্শের অনুসরণের ভেতর দিয়ে—স্বভাব তাকে হাজার ঠোকর দেবেই দেবে। প্রবৃত্তির দাস এমন কোন ব্যক্তিকে হাজার বাস্তব সুখ সুবিধে করে দিলেও সে তার সদ্ব্যবহার ক'রে রক্ষা করতে পারবে না—এটা প্রকৃতির অভ্রান্ত বেদ। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন :—

"স্বভাব দোষে অভাব ঘটে
সর্বক্ষেত্রতায় বিভব বটে।
স্বভাব গুণে অভাব নষ্ট
এটা কিন্তু খাঁটি স্পষ্ট॥"

ধর্ম ও জীবন্ত মূর্ত আদর্শকে বাদ দিয়ে এই স্বভাবকে উন্নত করা কিছুতেই যায় না। তাই সকল পরিকল্পনার আগে এই আধ্যাত্মিক পরিকল্পনা এসেই পড়ে। পাশ্চাত্য মনীষী G.D.H. Coleও বলেন—"Poverty is the symptom : slavery the disease. The many are not enslaved because they are poor, they are poor because they are enslaved. Yet socialists have all too often fixed their eyes upon the material misery of the poor without realising that it rests upon the spiritual degradation of the slave". ভালবাসার টানে মানুষের কর্মশক্তি জেগে ওঠে দুরন্ত উদ্যমে—সে এগিয়ে চলে ক্রমাভিবর্দ্ধনের দিকে—সব বাধা বিপত্তিকে পায়ে ঠেলে। আলস্য, জড়তা, আত্ম অবিশ্বাস, ঠুনকো মান ও আপন-পেট-সর্ব্বস্ব ভাব—দারিদ্র্যের এই মোসাহেবগণ আর সেখানে বাসা বেঁধে থাকতে পারে না—পালিয়ে যায় পৌরুষের এই ভীম পরাক্রমে। আবার এই পরাক্রমের জন্ম হয় প্রিয় পরমের উপর হাড়ভাঙ্গা ভালবাসার টান থেকে। তা' হলেই কোন মানুষের স্বভাবকে উজ্জ্বল ও উন্নত করতে হ'লেই তাকে সর্বপ্রথম দিতে হবে ধর্ম—আর এই ধর্ম মূর্ত হ'য়ে উঠেছে যাঁর ভিতর এমন একজন জ্যান্ত মানুষকে। তাই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন—"অন্নদান, বিদ্যাদানের চাইতেও ধর্মদান শ্রেষ্ঠ।" দারিদ্র্যের মূল কারণে গিয়ে ওকে দূর করতে

হ'বে—নতুবা শুধু উপর উপর চেষ্টায় এর প্রতীকার কিছুতেই হবে না। মানুষ যদি নির্জীব যান্ত্রিক পুতুল হ'ত—তা' হ'লে বাইরের পরিবর্তনে তার একটা আমূল পরিবর্তন হ'তে পারত—কিন্তু সে যে একটা জ্যান্ত সত্তা—তার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে—যাকে বাদ দিলে সে আর সে থাকে না। তাই ব্যক্তি উন্নয়ন বাদ দিয়ে শুধু কোন অর্থনৈতিক বা সামাজিক পরিবেশনার ভেতর পরিবর্তন এনে কোন ব্যক্তি বা সমষ্টির প্রকৃত কল্যাণ সাধন করা সম্ভব নয়। খাদ্য ও অর্থের জন্য শুধু মানুষ বেঁচে থাকবে না—বাঁচবার জন্যই মানুষের খাদ্য ও অর্থের প্রয়োজন। বাঁচাই লক্ষ্য—খাদ্য ও অর্থ উপলক্ষ্য। ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে—"We eat to live and not live to eat."

দেহ আগে কি মন আগে—চৈতন্য, বীর্যসত্তা (অর্থাৎ consciousness, energy) আগে না জড় বা matter আগে—এই নিয়ে বহুদিন থেকে বাদানুবাদ চলছে। আমাদের দেশে ঋষিগণ ত' ভূয়োভূয় বলেছেন—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—'একমেবাদ্বিতীয়ম্,—'যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে' 'ঋতঞ্চ সত্যং, তপঃ সত্যং, সত্যমেব প্রজাপতিঃ সত্যাদ্ভূতানি জাতানি সত্যং ভূতময়ং জগৎ।' এক মহাচৈতন্যেরই প্রকাশ—এই দুনিয়ার প্রত্যেকটি বস্তু, শক্তি ও সত্তা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলতেন—"জগৎ মিথ্যা হ'বে কেন? ওসব বিচারের কথা। মা-ই সব হয়েছেন—বিড়াল পর্যন্ত।" এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ কি বলেন দেখা যাক।

নব্যবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা Darwin বলেছেন :—

"In what manner the mental powers were first developed in the lowest organisms is as hopeless an enquiry as how life itself originated." —Descent of Man.

জড় বস্তুকে বিশ্লেষণ করিতে করিতে ১৯১১ সালে বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক Rutherford আবিষ্কার করিলেন—Electron ও Protonকে। কতকগুলি electron একটা protonকে কেন্দ্র করিয়া অবিরাম ঘুরিতেছে—আর এদের সমষ্টি সম্মেলনে পদার্থ বা matterএর সৃষ্টি হইয়াছে। মহামনীষী Russell বলেন—"The electron ceases altogether to have the properties of a "Thing" as conceived by commonsense ; it is merely a region from which energy may radiate."—অর্থাৎ সাধারণ বুদ্ধিতে 'দ্রব্য' বলিতে যে সব গুণ বোঝা যায় ইলেকট্রনের সে সব গুণ আছে বলিয়া মানা যায় না। ইলেকট্রন হইল শুধু একটা ক্ষেত্র যাহা হইতে শক্তি বিকীর্ণ হয়। আবার বস্তুর এই সূক্ষ্মতম পরমাণুগুলি শুধু যে চৈতন্যহীন যন্ত্রবৎ চালিত হইতেছে তাহাও নয়—অণু পরমাণুগুলির ছন্দায়িত নৃত্যের পেছনে একটা স্বয়ম্ভূ ও স্বরাট্ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। "In the motions of individual atoms and electrons there seems to be an element of free-will"—Sullivan.

উনবিংশ শতাব্দীর যে সমস্ত জড়বাদী বৈজ্ঞানিকগণ মনকে মস্তিষ্কের ক্রিয়া বা মস্তিষ্কের সৃজন বলিয়া মনে করিতেন (a physiological function of the brain—Haeckel)—তাহা বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ উল্টাইয়া দিয়াছেন। মহামনীষী বৈজ্ঞানিক Eddington বলিতেছেন, যে "Materialism, in its literal sense, is long since dead"—অর্থাৎ জড়বাদ বলিতে সত্য সত্য যাহা বোঝা যায় তাহার বহুদিন পূর্বেই মৃত্যু ঘটিয়াছে। Harvard বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক C. F. Mathur বলিতেছেন—"With deeper understanding and truer knowledge, we find that cosmic energy which operates within the atom has the attributes and characteristics of mind rather than of mechanics. Matter becomes simply an expression of mind. This represents my belief about God." Eddington বলিতেছেন—"How can this collection of ordinary atoms be a thinking machine? But what knowledge we have of the nature of atoms renders it all incongruous that they should constitute a thinking object. Now we realise that science has nothing to say as to the intrinsic nature of atoms". তাই কি করিয়া বিশ্বে প্রাণ ও মনের প্রথম প্রকাশ হইল—তাহা আধুনিক বিজ্ঞান এখনও আবিষ্কার করিতে পারে নাই। "যাহা জড় ছিল তাহা যে ঠিক কোথায় কোন্ মুহূর্তে হঠাৎ চৈতন্য হইয়া দেখা দিল—সে কথা দুর্বোধ্য। জড়জগতের বার্তাটী সর্বশেষে এমন কোন্ অবস্থায় আসিল যাহাতে ঠিক পরক্ষণেই সে দেখা দিল চৈতন্যলোকের একটী অনুভূতি হইয়া?" Just when the final leap into consciousness occurs is not clear. We do not know the last stage of the message in tne physical world before it became a sensation in consciousness."

—Eddington. Nature of the Physical World.

তিনি আরো বলিতেছেন—"Physics আজ উদার কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে যে symbol বা প্রতীককে ভেদ করিয়া ইহার methods (প্রক্রিয়াগুলি) ওপারে প্রবেশ করিতে পারে না।"

তিনি বলেন :—"Natural law is not applicable to the unseen world behind symbols because it is unadapted to anything except symbols and its perfection is a perfection of symbolic linkage."

"There is a kind of unity between the material and spiritual worlds—between symbols and their backgrounds—but it is not the scheme of natural laws which will provide the cement."

—Science and the Unseen World—Eddington

"Both Eddington and Jeans arrive at very much the same conclusion—namely, that the ultimate nature of the universe is mental."—Sullivan.

Prof. Max Planck বলেন :—"I regard consciousness as fundamental. I regard matter as derivative from consciousness. There can never be any real opposition between science and religion, for the one is the complement of the other."

Sir Arthur Eddington, Prof. of Astronomy, Cambridge University বলেন :—

"Materialism and determinism, those household gods of the 19th century must be discarded by modern science to make room for a spiritual conception of the universe and man's place in it."

Thomas A. Edison বলেন :—

"One thing is certain. The universe is permeated by intelligence. I think I can, perhaps I may sometime, demonstrate the existence of such Intelligence with the certainty of a demonstration in mathematics."

বিশ্ববিশ্রুত Einstein বলেন :—"The basis of all scientific work is the conviction that the world is an ordered and comprehensible entity and not a thing of chance. Matter is but an expression of energy. I maintain that the cosmic religious feeling is the strongest and noblest incitement to scientific research."

Sir James Jeans‍ও বলেন :—

"The universe begins to look more like a great thought than like a great machine. The background of the universe, the reality, is Mind."

Henry Ford বলেছেন তাঁর আত্মচরিতে :—

"I make no difference between matter and spirit. The one is becoming the other through ascent and descent."

Law of Heredity

Law of Heredity সম্বন্ধে মহামনীষী V. H. Mottram তাঁর Physical Basis of Personality গ্রন্থের শেষ ভাগে লিখেছেন :—

"Our personality is determined when we react in accordance with those genes and upbringing, but if there is a true integration of the real "I" with the remainder of the self, then in so far we are free agents. It is a commonplace that the core of one's being is often at war with the cupidities and desires, the whims and fancies of the normal self. Man is divided against himself, and only becomes whole when the inner core is integrated with the outer more personal self, when the everyday "I" becomes one with the inner "I". Is it too difficult to believe that the everyday "I" is the outcome of heredity and environment, fully determined, and that the inner "I" is a spark, an atom of the reality behind phenomena and that the workings of the latter through the former, determine personality ?"

বিখ্যাত ইংরেজ কবি Thomas Hardy—Heredity সম্বন্ধে একটা সুন্দর কবিতা লিখে তাঁর মত প্রকাশ করেছেন :—

"I am the family face ;
Flesh perishes, I live on
Projecting trait and trace
Through time to time anon,
And leaping from place to place
　　Over oblivion.
The gear-heired feature that can
In curve and voice and eye
Despise the human span
Of durance—that is I ;
The eternal thing in man
That heeds no call to die."

1. Annie Besant :

"In the ideal figure of Sri Ramchandra we have the perfect Man, the man who in every relation of life—son, husband,

brother, king—set an example of nobility and purity great as human imagination can depict. We have in Him the highest perfection to which human qualities can be carried, and it is this perfected humanity tried to the uttermost, yet never found wanting, that acts as so inspiring an ideal through the length and breadth of India."

"In Ramachandra there is a perfect humanity, adapting itself to every changing circumstance of life but in Sri Krishna there is something more, some subtle gleam of divinity, of half-heard melody, of elusive fleeting grace, scarce seen but sensed. Truly we see in Him human greatness as politician, as statesman, as a guide of nations, as the stern rebuker of Duryodhana, the tender friend of Arjuna and Yudishthira, as the speaker of the Bhagavad Gita. But there is another side to this heroic figure, more difficult for the modern mind to grasp, it is the spiritual aspect, the form of the Divine Child, the Lord of Love and Life, the universal self revealing Himself to the individual self as the spouse and Lover of each."

"And so I come back to the point with which I started ; that, after a study, of some forty years and more of the great religious of the world, I find none so perfect, none so scientific, none so philosophical, and none so spiritual as the great religion known by the name of Hinduism. The more you know it, the more you will love it ; the more you try to understand it, the more deeply will you value it."

2. Rabindranath :

"I had at one time believed that the springs of civilization would issue out of the heart of Europe. But to-day, when I am about to quit the world, that faith has gone bankrupt altogether. As I look around, I see the crumbling ruins of a proud civilization strewn like a vast heap of futility."

And yet I shall not commit the grievous sin of losing faith in Man. I would rather look forward to opening of a new chapter in his history, after the cataclysm is over and the atmosphere rendered clean with the spirit of service and sacri-

fice. Perphaps that dawn will come from this horizon, from the East where the sun rises."

3. Radhakrishnan :

"We cannot return to the past, nor can we cut ourselves entirely away from the past. Revolutions that have no roots in the past can never endure."

"What we require is not professions and programmes, but the power of spirit in the hearts of men, a power which will help us to discipline our passions of greed and selfishness and organize the world which is at one with us in desire."

"Whatever the individual has done the race too may and should eventually succeed in doing. When the incarnation of God is realized not only in a few individuals but in the whole of humanity, we will have a new creation, a new race of men and women, mankind transformed, redeemed and reborn, and a world created a new. This is the destiny of the world, the supreme spiritual ideal. It alone can rouse our deepest creative energies, rescue us from cold reason, inspire us with constructive passion and unite us mentally, morally and spiritually in a world fellowship."

"The beginning and the end are merely ideal, and what we have is only the pathway between the two, called the universe where we are all pilgrims."

"For, though the conclusion is contained in a way in the premises, the exercise of the logical intellect is required to draw it out. In the same manner, though the essence of the world process is contained in the absolute still the effort of man and the operation of Nature are required to draw out the essence and make it concrete."

He boldly proclaims that nothing but a spiritual revival can cure the present distempers of the world. There seems to be no doubt that his name will go down into the history as that of the greatest religious philosopher of modern times.

He points out that, without a positive experience of the

immutable, absolute Being, Buddha could not have had his fundamental feeling of the mutability of all things in the world."

4. Mahatma Gandhi :

"It is no doubt an excellent thing for girls to remain unmarried for the sake of service, but the fact is that only one in a million is able to do so. Marriage is a natural thing in life, and to consider it derogatory in any sense is wholly wrong. When one imagines any act of a fall, it is difficult, however hard one tries to raise oneself. The ideal is to look upon marriage as a sacrament and therefore to lead a life of self-restraint in the married state. Marriage in Hinduism is one of the four Ashramas. In fact the other three are based on it."

5. Sri Aurobindo :

"That man can grow out of his present imperfections into a perfect individual, that the perfect man can become a nucleus and a force for the evolution of a perfect society and that the true Unity of the Human Race can only out flower from a union on the soul level—is in substance the central part of his teaching. The key to this change of man is essentially spiritual, and it lies in the evocation and development of the latent faculties of his inner and inner most being. Man has to cease to live on the surface, learn to live from within outward, he must find his soul. All life in the Ashram centres round this Truth."

"All religions have saved a number of souls, but none has yet been able to spiritualize mankind. For that, there is needed not cult and creed, but a sustained and all-comprehending effort at spiritual self-evolution."

The bird that eats the fruit is the Kshara-purusha or the soul immersed in Nature and enjoying it. The bird that watches without eating is the Aksharapurusha or the Lord above Nature, watching its work. But there is One who is not seated on the tree but who possesses and extends beyond it.

He is not only Lord of himself but of all that is. He is Purushottama—the Supreme Spirit. Therefore, according to Sri Aurobindo, the Supreme Spirit is neither the One nor the many, but the One in, through and beyond the many. Similarly, it is both personal and impersonal, for these are all distinctions which are made by our conceptual minds, but which do not exist in the Reality. Lastly, Sri Aurobindo points out that the Gita gives no support to such one-sided views as illusionism, asceticism, quietism, etc. held by some of our later schools of philosophy.

The later Vedanta became more ascetic in character, anti-pragmatic in outlook and developed a different set of values. In his commentary on the Isha Upanishad, Sri Aurobindo points out that this later thought "took one series of terms—the world, enjoyment, action, the many, birth, ignorance—and gave them a more secondary position, exalting the opposite series—God, renunciation, quietism, the One, cessation of birth, knowledge—until this trend of thought culminated in illusionism and the idea of existence in the world as a snare and meaningless burden imposed inexplicably on the soul by itself, which must be cast aside as soon as possible." He contends that in the earlier thought these extremes had been reconciled and a balanced view of life had been given. There had been a healthy integration of God and the world, renunciation and enjoyment, freedom of the soul and action in Nature, Being and Becoming, the One and the Many, Vidya and Avidya, knowledge and works, and birth and release.

6. Sri Sri Ramakrishna :

"Evil exists in God as poison in a serpent." What is poison to us is no poison to the serpent, but a natural secretion.

7. Swami Vivekananda :

"শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা, আচার্য বিবেকানন্দ চলে গেছে—পড়ে আছে একটা কেবল পূর্বের সেই বালক,—প্রভুর সেই চিরশিষ্য, চির পদাশ্রিত দাস। অনেক দিন হল নেতৃত্ব আমি ছেড়ে দিয়েছি। কোন বিষয়েই এইটা আমার ইচ্ছে, বলবার অধিকার নাই। তাঁর ইচ্ছা স্রোতে যখন আমি সম্পূর্ণরূপে গা ঢেলে দিয়ে থাকতুম সেই সময়টাই জীবনের

৬। বিরুদ্ধভাবের সংঘাতে temper lose না করা—অন্ততঃ unprofitably temper lose না করা।

৭। Unregulated ভাবে—যাতে নাকি শরীর ও মনের অবসাদ আসে এমনতর ভাবে স্ত্রী সংবাস না করা; অন্ততঃ স্ত্রী কর্তৃক solicited না হ'য়ে sexually engaged না হওয়া।

৮। Life with superior Beloved, life in seclusion, life with immediate environment i.e. with family and life for and with the public—এই ক'টি factor সম্ভবতঃ বেশ করে observe করা।

৯। কু-ব্যাধি সংক্রমণের বিস্তার প্রতিরোধ। আচার নিয়মকে প্রতিপালন ক'রে শুদ্ধ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাসকে জীবনে সহজ ক'রে তোলা।

১০। শুধু ভাবপ্রাণ না হ'য়ে ভাব ও বোধগুলিকে করা-বলার ভিতর দিয়ে-বৃদ্ধির অনুগ ক'রে বাস্তবে পরিণত করা।

১১। শরীর ও সময়ের উপযুক্ত হিসাবে মাঝে মাঝে নাম মাত্র আহার বা উপবাস করা।

ডেল কার্নেগির সপ্তবিধি পালন

১। অপরের প্রয়োজন এবং তাঁর স্বকীয় দৃষ্টি কোণের দিকে নজর রাখুন।

২। অপরকে নিজের চেয়ে বেশী কথা বলতে দিন। এবং সেটি আন্তরিকতার সঙ্গে শুনুন।

৩। মুখের হাসি (সৌজন্য) বজায় রাখুন।

৪। অপরকে মর্যাদা এবং গুরুত্ব দিন।

৫। তর্ক এড়িয়ে চলুন।

৬। মানুষের ত্রুটি পরোক্ষভাবে দেখান (যদি একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়ে।)

৭। অপরের সামান্যতম উন্নতি কিংবা সাফল্যে আন্তরিক প্রশংসা করুন।

The difference between apperciation and flattery ? That is simple. One is sincere and the other insincere. One comes from the heart out ; the other from teeth out ; one is unselfish, the other selfiish ; one is universally admired, the other is universally condemned.

বন্দে পুরুষোত্তমম্

THE END